উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮৫,২৩১.৯২ (-৪০০.৭৬)
নিফটি : ২৬,০৬৮.১৫ (-১২৪.০০)

বাংলাদেশে ভূমিকম্পে মৃত ১০
ভূমিকম্পে কাঁপল বাংলাদেশ। কম্পন অনুভূত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের বিস্তীর্ণ এলাকাতেও। এখানে তেমন ক্ষয়ক্ষতি না হলেও ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে ভূমিকম্পের উৎসস্থল বাংলাদেশে। ›› ৯

ভাঙল তেজস, মৃত্যু পাইলটের
গোটা বিশ্বের সামনে ভূলুণ্ঠিত হল ভারতীয় বায়ুসেনার গর্ব তেজস যুদ্ধবিমান। শুক্রবার দুবাই এয়ার শো-এ কসরত দেখানোর সময় ভেঙে পড়ে বিমানটি। নিহত হন পাইলট উইং কমান্ডার নমাংশ সায়াল। ›› ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
২৯° সর্বোচ্চ	১৫° সর্বনিম্ন	২৮° সর্বোচ্চ	১৫° সর্বনিম্ন	২৮° সর্বোচ্চ	১৬° সর্বনিম্ন	২৮° সর্বোচ্চ	১৫° সর্বনিম্ন

রিচাকে পরামর্শ সানিয়ার ›› ১৪

৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 22 November 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 183

সন্ধ্যা ঘনাইছে। মাঝি তীরে আও, তীরে আও... গজলডোবায় পড়ন্ত বিকেলে। ছবি : সূত্রধর

ডাইন অপবাদে প্রৌঢ়ের মুখে মল

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ২১ নভেম্বর : এ যেন মধ্যযুগীয় বর্বরতা। রাজনৈতিক নেতার ক্ষমতার জাহির। নাহলে বর্তমান সময়ে ছেলের অসুস্থতার জন্য গ্রামেরই বাসিন্দা দূরসম্পর্কের আত্মীয়কে ডাইন অপবাদ দিয়ে কেউ মানুষের মল খাওয়ায়?

এমনই মারাত্মক অভিযোগ উঠেছে কুশমণ্ডির উদয়পুর পঞ্চায়েতের পূর্ব বাসইল গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য বিজেপির গোপাল বর্মন এবং তাঁর স্যাঙাতদের বিরুদ্ধে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপালের ১৫ বছরের ছেলে গেদেলু বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ। ছেলের অসুস্থতার জন্য কয়েকদিন ধরে গোপাল গ্রামেরই প্রৌঢ় তারকচন্দ্র রায়কে দায়ী করেন। বুধবার দুপুরে তারককে তাঁর বাড়ি থেকে ঘাড়ে গামছা পেঁচিয়ে বাইরে বের করে নিয়ে আসেন গোপাল ও তাঁর দলবল। টানতে টানতে ওই প্রৌঢ়কে নিয়ে যাওয়া হয় বেশ কিছুটা দূরে। তারপর শুরু হয় বেধড়ক মার। চর, লাথি, ঘুসি চলতে থাকে দীর্ঘ সময় ধরে। তাঁর জন্য ছেলে অসুস্থ, এই স্বীকারোক্তি নিতে বাঁশ দিয়েও পেটানো হয় ৫৮ বছরের তারককে। মারাত্মক অভিযোগ, মাটিতে ফেলে তাঁর মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় ফাঁপা বাঁশের অংশ। সেই বাঁশ দিয়ে মুখে ঢেলে দেওয়া হয় মানুষের মল। তারকের আর্তনাদে গ্রামের মানুষ ছুটে এলে গোপাল ও তাঁর সঙ্গীরা গা-ঢাকা দেন। ঘটনায় অসুস্থ হয়ে পড়া তারককে স্থানীয়রা কুশমণ্ডি হাসপাতালে ভর্তি করেন। নিন্দার ঝড় বয়ে যায় এলাকায়। গোপালের গ্রেপ্তারির দাবিতে সরব হন গ্রামের মানুষ। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর বৃহস্পতিবার রাতে কুশমণ্ডি থানায় বিজেপি নেতা গোপাল সহ ১০ জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তারক। তিনি বলেন, 'অসুস্থ ছেলের কোনওরকম চিকিৎসার ব্যবস্থা করেনি গোপাল। পরিবর্তে ছেলের অসুস্থতার জন্য আমাকে চিহ্নিত করে বিজেপি নেতা গোপাল। আমি ডাইন বলে গ্রামে রটিয়ে দেওয়া হয়। বুধবার অকথ্য অত্যাচার করা হল আমাকে। গ্রামের

লোকজন ছুটে না এলে প্রাণে মেরে ফেলত।'

এমন অভিযোগ পেয়েই গোপাল সহ বাকিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। শুক্রবার মূল অভিযুক্ত গোপাল ও তাঁর এক সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। কুশমণ্ডি থানার আইসি তরুণ সাহা বলেন, 'মূল অভিযুক্ত সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দুজনকে শনিবার আদালতে তোলা হবে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।'

এমন ঘটনা স্থানীয় এলাকায় তো বটেই, শোরগোল ফেলে দিয়েছে রাজনৈতিক মহলেও। কুশমণ্ডির বিধায়ক তৃণমূলের রেখা রায় বলেন, 'বিজেপির ওই পঞ্চায়েত সদস্য যা করেছে,

এরপর দশের পাতায়

চিকেন নেকে আতঙ্কের হানি ট্র্যাপ

গোয়েন্দাদের **আশঙ্কা**
ফাঁদে পড়া প্রভাবশালীদের ব্ল্যাকমেল করে চিকেন নেক সম্পর্কে গোপন তথ্য সংগ্রহ করা হতে পারে

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

কালিম্পং, ২১ নভেম্বর : গোপন তথ্য সংগ্রহের পুরোনো পদ্ধতি 'হানি ট্র্যাপ' বা যৌনতার ফাঁদ পেতে চিকেন নেকে ভারতীয় সেনার পরিকল্পনা সহ নানা তথ্য জানতে সক্রিয় হয়েছে জঙ্গিরা। আনসারুল্লা বাংলা টিম (এবিটি) এবং আল-কায়দার ভারতীয় উপমহাদেশ শাখার স্লিপার সেল সেই কাজে উত্তরবঙ্গে সক্রিয় হয়েছে বলেই গোয়েন্দা সূত্রের খবর। শিলিগুড়ি, ডুয়ার্স এবং কালিম্পংয়ে হানি ট্র্যাপের অপারেটররা জাল বিছানোর কাজ শুরু করে দিয়েছে। স্লিপার সেলের স্লিপিং পিলে কারা আক্রান্ত হয়েছেন সেই খবর নিতে তাই দিল্লি থেকে গোয়েন্দাদের বিশেষ দল বুধবারই হাজির হয়েছে উত্তরবঙ্গে। তিনদিন ধরে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে চাঞ্চল্যকর তথ্য হাতে পেয়েছেন তাঁরা।

সেনা জওয়ান বা সেনাকর্তাদের কেউ হানি ট্র্যাপের ফাঁদে পড়েছেন কি না সেখবর নিতে গিয়ে চোখ কপালে উঠেছে গোয়েন্দাদের। সেনা সম্পর্কে তেমন কিছু না মিললেও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের তথ্য বলছে, যৌনতার রঙিন ফাঁদে ইতিমধ্যেই পা গলিয়েছেন উত্তরবঙ্গের একাধিক প্রভাবশালী ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, বিনিয়োগকারী এবং শিক্ষা ব্যবসায়ী। তাঁদের কাছ থেকে মোটা টাকাও আদায় করা হয়েছে। সূত্রের খবর, সেই তালিকায় রয়েছেন উত্তরবঙ্গের একটি বড় চা বাগানের এক অন্যতম অংশীদার। সেই অংশীদারের অন্য ব্যবসাও আছে। সেই ব্যক্তির কাছ থেকে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে হানি ট্র্যাপের কারবারিরা।

ঝুঁকি জাতীয় নিরাপত্তায়

নেপথ্যে জঙ্গি

- উত্তরবঙ্গে যৌনতার ফাঁদ পেতেছে আনসারুল্লা বাংলা টিম (এবিটি) এবং আল-কায়দার স্লিপার সেল
- শিলিগুড়ি, ডুয়ার্স এবং কালিম্পংয়ে হানি ট্র্যাপের অপারেটররা জাল বিছানোর কাজ শুরু করেছে
- উত্তরের হানি ট্র্যাপ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ওপার বাংলার লালমণিরহাট থেকে
- যৌনতার ফাঁদ পাততে বাংলাদেশের তিন সুন্দরী মডেলকে চোরাপথে উত্তরবঙ্গে পাঠানো হয়েছে

যাঁরা ফাঁদে

- একাধিক প্রভাবশালী ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, বিনিয়োগকারী এবং শিক্ষা ব্যবসায়ী ফাঁদে পা দিয়ে মোটা টাকা খুইয়েছেন

কীভাবে জাল

- স্লিপার সেল হানি ট্র্যাপের জন্য স্থানীয় কলগার্ল বা যৌনকর্মীদের সহযোগিতা নিচ্ছে
- কলগার্ল সরবরাহকারী এক ফ্রিল্যান্স চিত্রগ্রাহক-এর সাহায্য নিচ্ছে স্লিপার সেল, যাঁর সেনার সঙ্গে সুসম্পর্ক রয়েছে
- বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রী এবং গবেষক অজান্তেই এসকর্ট সার্ভিসের মাধ্যমে ওই চক্রে জড়িয়ে পড়েছেন

একজন নামকরা চিকিৎসকও ফাঁদে পড়েছেন। সম্প্রতি সেই চিকিৎসক দু'বার হানি ট্র্যাপের কারবারিদের সঙ্গে দেখা করেছেন বলেই গোয়েন্দারা খবর পেয়েছেন।

কীভাবে খোঁজ মিলল এসবের? গোয়েন্দাদের কাছে খবর ছিল, স্লিপার সেল হানি ট্র্যাপের জন্য স্থানীয় কলগার্ল বা যৌনকর্মীদের সহযোগিতা নেবে। সেইমতো শিলিগুড়ি, কালিম্পং এবং ডুয়ার্সের বিভিন্ন ঘাঁটিতে ক্রেতা সেজে গিয়েছিলেন গোয়েন্দারা। কালিম্পংয়ের একটি হোটেলে একজন কলগার্লের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পান গোয়েন্দারা। সেইমতো শিলিগুড়ির একটি সিংগিং বারে আসর জমান তাঁরা। মোটা লোভ দেখিয়ে সেই সিংগিং বার থেকেই এক দালালকে আটক করেন গোয়েন্দারা। তার কাছ থেকেই বহু তথ্য পান তাঁরা। সেইমতো তদন্তের কাজ শুরু করেছেন গোয়েন্দাকর্তারা।

গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, সেনার তথ্য সংগ্রহের জন্য কলগার্ল সরবরাহকারী এক দালালের সাহায্য নিচ্ছে স্লিপার সেল, যিনি একজন ফ্রিল্যান্স চিত্রগ্রাহক। বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং অনলাইন পোর্টালে তিনি ছবি, ভিডিও সরবরাহ করেন। চিত্র সাংবাদিক পরিচয়ে তিনি বিভিন্ন এলাকায় সহজেই প্রবেশের ছাড়পত্র পেয়ে যান। সেই সূত্রেই তাঁর সঙ্গে সেনা, আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ান, আধিকারিকদের সুসম্পর্কও তৈরি হয়েছে। ওই চিত্র সাংবাদিককে ব্যবহার করেই ফাঁদ পাতার চেষ্টা হচ্ছে।

গোয়েন্দা সূত্র জানাচ্ছে, হানি ট্র্যাপের যাবতীয় পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছে ওপার বাংলায়। মূলত লালমণিরহাট থেকে এই চক্রটি নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। ফাঁদ পাতার জন্য সীমান্তের ওপার থেকে চোরাপথে উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশের তিন সুন্দরী মডেল। তারাই রঙিন রাতের মক্ষীরানি। তিনজনই অত্যন্ত প্রশিক্ষিত এবং তাদের কাছে ভারতীয় পরিচয়পত্রও রয়েছে। যৌনতার মোড়কের গুপ্তচরবৃত্তি চিকেন নেকের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন প্রশ্ন তুলেছে।

শুক্রবার গোয়েন্দাদের একটি দল কালিম্পং এবং সিকিমের কয়েকটি এলাকায় গিয়েছিল।

এরপর দশের পাতায়

সাদা চোখে সাদা কথায়

জাঁকিয়ে প্রোমোটারি, চেয়ারম্যান বদলে কী লাভ

গৌতম সরকার

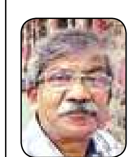

মাত্র ১২.৩৮ বর্গকিলোমিটার আয়তন। ছোট্ট সেই ময়নাগুড়ি শহরটার নিয়ন্ত্রণ যেন প্রোমোটার, ঠিকাদারদের হাতে। নিকাশিনালার ঠিক নেই, সব বাড়িতে জল জোগানোর ব্যবস্থা নেই। কিন্তু শহরের যেখানে যেটুকু জমি আছে, তাতে জাঁকিয়ে চলছে প্রোমোটাররাজ। পুরোনো বাড়ি ভেঙে আবাসন তৈরির জন্য চাপ আসছে মালিকদের ওপর। বয়সে নবীন পুরসভা সেই অনৈতিক

কর্মকাণ্ডে বাধা দেওয়া দূরে থাক, কোথাও কোথাও দোসরের ভূমিকায়।

ময়নাগুড়ি উদাহরণ মাত্র। ছোট-বড় প্রায় সব শহরে প্রোমোটার-ঠিকাদাররা যেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কোনও শাসন তাঁদের জন্য নেই। শিলিগুড়িতে ভক্তিনগর থানার পূর্ব রবীন্দ্রনগরে ৬৪৪ নম্বর খতিয়ানের ২১৮/৬৭০ দাগে একখণ্ড জমিতে মালিকের বিনা অনুমতিতে বেআইনি নির্মাণ হয়ে গেল। আদালত নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। পুরসভা নির্মাণটি বেআইনি বলেছিল। থানায় নালিশ জমা পড়েছিল। বেআইনি নির্মাণ বন্ধ হয়নি। প্রোমোটারের কাছে যে আইন-আদালত তুচ্ছ।

সব শহরেই মানুষের অসন্তোষ পাহাড়প্রমাণ। নাগরিক সমস্যায় যত না নজর, তার চেয়ে পুরসভাগুলি

এরপর দশের পাতায়

তরুণ খুনে পরকীয়ার তত্ত্ব, গ্রেপ্তার দুই

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ২১ নভেম্বর : পরকীয়ার জেরেই কি খুন, শিমুলডাঙ্গা গ্রামের একটি জলাশয় থেকে হরিরামপুরের এক তরুণের মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এই প্রশ্ন উঠছে। মৃত শৈলেন কিসকু (২৬)-র পরিবারের তরফেও এমনই অভিযোগ তোলা হয়েছে। এক বিবাহিত মহিলার সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে ওই বধূর শ্বশুরবাড়ির লোকজন শৈলেনকে সুপরিকল্পিতভাবে খুন করেছে বলে অভিযোগ। এমন অভিযোগে চরম উত্তেজনা ছড়ায় গোপালবাটী গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিরামপুরে। অভিযোগের ভিত্তিতে পতিরাম থানার পুলিশ ওই বধূর শ্বশুর ও শাশুড়িকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। খুন না জলে ডুবে মৃত্যু, জানতে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছে পুলিশ। পতিরাম থানার ওসি সৎকার স্যাংবো বলেন, 'প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুজনকে আটক করা হয়েছে। সমস্তদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এর বেশি এইমুহূর্তে বলা সম্ভব নয়।'

পরকীয়ার জেরে তরুণ খুনের অভিযোগকে কেন্দ্র করে শুক্রবারও উত্তপ্ত হরিরামপুর। বৃহস্পতিবার শিমুলডাঙ্গা গ্রামের একটি ডোবা থেকে উদ্ধার হয় শৈলেনের মৃতদেহ। শুক্রবার খুনের অভিযোগ তুলে পতিরাম থানায় অভিযোগ দায়ের করে মৃত তরুণের পরিবার। পরিবারের অভিযোগ, শিমুলডাঙ্গা গ্রামের এক বিবাহিত মহিলার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে শৈলেনের বিয়ে বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। ওই মহিলার স্বামী ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কর্মরত। বুধবার রাতে ফুসলিয়ে শৈলেনকে শিমুলডাঙ্গাতে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর খুন করে বাড়ির ৫০ মিটার দূরে দেহ ফেলে দেওয়া হয়েছে। শৈলেনের জেঠু রমেশ কিসকুর অভিযোগ,

এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

বিস্ফোরক তৈরিতে আটাকলের যন্ত্রপাতি
›› নয়ের পাতায়

আতঙ্কে ঘর ছাড়ছেন পরিচারিকারা
›› সাতের পাতায়

টিফিন পিরিয়ডে হুটোপাটি। বালুরঘাটের কাছে সৈদপুর প্রাথমিক স্কুলে। শুক্রবার সকালে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

চাঁদা তুলে ভাসমান ব্রিজ ভূতনিবাসীর

প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে রোজ রোজ নৌকায় যাতায়াতের যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারছেন না ভূতনিবাসী। এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে তাই নিজেরাই তৈরি করছেন ভাসমান সেতু। খরচ তুলতে চাঁদা তুলছেন এলাকাবাসী।

আজাদ

মানিকচক, ২১ নভেম্বর : প্রশাসনের উপর আস্থা হারিয়ে নিজেরাই চাঁদা তুলে জলে ভাসমান ফুটব্রিজ নির্মাণের কাজ শুরু করলেন মানিকচকের ভূতনি দক্ষিণ চণ্ডীপুর ও হীরানন্দপুরের বাসিন্দারা। চলতি বছরে ফুলহরের জলের স্রোতে তাসের ঘরের মতো ভেঙে গিয়েছে ভূতনি দক্ষিণ চণ্ডীপুরে সদ্য নির্মিত নদীবাঁধ। বাঁধ না থাকায় দীর্ঘ চার মাস ধরে যাতায়াতের একমাত্র ভরসা নৌকা। রোজ নৌকা করেই যাতায়াত করতে হচ্ছে হাজারো নিত্যযাত্রীদের। যাতায়াতের সুবিধার জন্য সামান্য একটি ফুটব্রিজের বারবার আবেদন জানিয়ে আসছিলেন ভূতনি দক্ষিণ চণ্ডীপুর ও হীরানন্দপুরের বাসিন্দারা। কিন্তু চার মাস কেটে গেলেও কোনও উদ্যোগ নেয়নি প্রশাসন। তাই এবার নিজেরাই জলে ভাসমান ফুটব্রিজ নির্মাণ শুরু করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ফুটব্রিজ নির্মাণের খরচ তুলতে চাঁদা তুলছেন এলাকাবাসী। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে রোজ রোজ নৌকায় যাতায়াতের যন্ত্রণা আর সহ্য করা যাচ্ছে না। এর থেকে রেহাই পেতে এই উদ্যোগ। যদিও প্রশাসন দাবি করেছে শীঘ্রই সেতু নির্মাণের কাজ করা হবে। এই ব্যাপারে মানিকচকের বিডিও অনুপ চক্রবর্তী বলেন, 'এটা সম্পূর্ণ সেচ দপ্তরের বিষয়। সেচ দপ্তরের আধিকারিকরা পরিদর্শন করে গিয়েছেন এবং শীঘ্রই কাটা বাঁধ নির্মাণের কাজ হবে। সাধারণ মানুষের যাতায়াতের সুবিধার জন্য মানিকচক ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত সংখ্যক সরকারি নৌকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

স্থানীয় বাসিন্দা গৌরাঙ্গ মণ্ডল বলেন, 'আমরা বহু জায়গায় দরবার করেছি কিন্তু কিছু হয়নি। শুধুমাত্র

ড্রাম ফেলে বাঁশ বেঁধে তৈরি হচ্ছে ভাসমান সেতু।

হয়েছে প্রশাসনিক কর্তাদের পরিদর্শন ও প্রতিশ্রুতি। কিছুদিন আগেই নবাগত জেলা শাসক পরিদর্শন করে গিয়েছেন। তারপর ভেবেছিলাম কাজ শুরু হবে। কিন্তু কাজ শুরু না হওয়ায় এলাকাবাসী নিজেরাই চাঁদা তুলে কাজ শুরু করতে বাধ্য হয়েছেন।'

ভূতনির দক্ষিণ চণ্ডীপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কাটা বাঁধ। এবছর ফুলহর নদীর জলের অত্যধিক চাপে ভেঙে পড়ে সেচ দপ্তরের এক কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সদ্যনির্মিত বাঁধ। যার ফলে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয় ভূতনিজুড়ে। প্রায় দু'মাস জলমগ্ন থাকে ভূতনির তিনটি অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা। বর্তমানে ভূতনির অন্যত্র পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও দক্ষিণ চণ্ডীপুরের চিত্র একটু আলাদা। নদীবাঁধ না থাকায় বিগত চার মাস ধরে যোগাযোগ বলতে নৌকার মাধ্যমে পারাপার। নৌকার মাধ্যমে যাতায়াত করতে হচ্ছে দক্ষিণ চণ্ডীপুর ও হীরানন্দপুর পঞ্চায়েতের লক্ষাধিক মানুষকে। প্রথমদিকে সরকারি নৌকা থাকলেও পরবর্তীতে প্রতিদিন মোটা টাকার বিনিময়ে নদী পেরোতে হয় বাসিন্দাদের। বিগত কয়েক মাস ধরে যোগাযোগ ব্যবস্থা ঠিক করতে বারবার দরবার করেছেন দুই পঞ্চায়েত এলাকার সাধারণ মানুষ। কিন্তু প্রশাসনের তরফে কেবল আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

বিএলও-কে মার, বাতিল হল ১১০২টি ফর্ম

বিশ্বজিৎ সরকার

হেমতাবাদ, ২১ নভেম্বর : এনুমারেশন ফর্ম জমা নিয়ে বিএলও তাতে 'রিসিভড' না লিখে 'রিসিভড বাট নট ভেরিফায়েড' লিখেছিলেন। আর এর জেরেই বিএলও-কে বেধড়ক মারধর করা হয়। বৃহস্পতিবার হেমতাবাদ থানার আইসি'র নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনীর পাশাপাশি বিডিও ও জয়েন্ট বিডিও মিলে বাসিন্দাদের হাত থেকে রক্তাক্ত ওই বিএলও-কে উদ্ধার করেন। হেমতাবাদের বাঙ্গালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বালুফারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হিসেবে কর্মরত জগদীশ সাউ নামে ওই শিক্ষককে পরে হেমতাবাদ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

বাসিন্দাদের প্রবল ক্ষোভের জেরে প্রশাসন ওই বিএলও'র বিলি করা ১,১০২টি ফর্ম বাতিল করেছে। বাঙ্গালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বালুফারা গ্রামে নতুন করে এনুমারেশন ফর্ম বিলি করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এবারে এই এলাকার জন্য চারজন বিএলও-কে নিযুক্ত করা হয়েছে। ফর্ম পূরণের প্রক্রিয়া চারদিনের মধ্যে পূরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসন ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। বিডিও'র কাছে ঘটনার রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয়েছে বলে জেলা শাসক সুরেন্দ্রকুমার মিনা জানিয়েছেন। বিডিও বিশ্বজিৎ দত্তের বক্তব্য, 'ভুল বুঝে এলাকার বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।'

ওই বিএলও বৃহস্পতিবার দিনভর বাড়ি বাড়ি ফর্ম বিলি করেন। পাশাপাশি, ফর্ম জমাও নেন।

এরপর দশের পাতায়

তদন্তে প্রশাসন

- ফর্মে 'রিসিভড' না লিখে বিএলও 'রিসিভড বাট নট ভেরিফায়েড' লিখেছিলেন
- এর জেরে বৃহস্পতিবার রাতে হেমতাবাদের বালুফারা গ্রামে বিএলও-কে বেধড়ক মারধর করা হয়, তিনি হাসপাতালে
- বাসিন্দাদের প্রবল ক্ষোভের জেরে প্রশাসন ওই বিএলও'র বিলি করা ১,১০২টি ফর্ম বাতিল করেছে
- এলাকায় নতুন করে এনুমারেশন ফর্ম বিলি করার সিদ্ধান্ত, চারজন বিএলও-কে নিযুক্ত করা হয়েছে

জাতীয় হ্যান্ডবলে উত্তরের ৩

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ২১ নভেম্বর : ৬৯তম ন্যাশনাল স্কুল গেমসের হ্যান্ডবলে অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করতে চলেছে আলিপুরদুয়ার জেলার কামাখ্যাগুড়ি ও খোয়াডাঙ্গার রাহুল কিসকু, রবি ঘোষ এবং বিকিরণ রায়। আগামী ২৫-২৯ নভেম্বর কর্ণাটকের তুমকুর জেলায় অনুষ্ঠিত হবে এই ন্যাশনাল হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপ।

রাহুল ও রবি কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলের দশম শ্রেণির পড়ুয়া। দুজনেই দক্ষিণ নারারথলির বাসিন্দা। অপরদিকে, বিকিরণ রায় খোয়ারডাঙ্গা জলনেশ্বরী হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র। বিকিরণকে বাড়ি থেকে প্রায় আট কিলোমিটার দূরে কামাখ্যাগুড়িতে এসে প্রতিদিন প্র্যাকটিস করতে হয়। অত্যন্ত আর্থিক প্রতিকূলতার মধ্যেই খেলা চালিয়ে যাচ্ছে রাহুল এবং রবিও। রাহুলের বাবা সমা কিসকু দিনমজুর, সংসার চালাতেই হিমসিম অবস্থা। ছেলের খেলাধুলোর প্রয়োজনীয় খরচ বহন করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। রবির বাবা নেই। মা আলপনা অন্যের বাড়িতে কাজ করে সংসার চালান। খেলার সরঞ্জাম থেকে শুরু করে প্রতিদিনের যাতায়াত সবকিছুই চ্যালেঞ্জ এই দুজনের কাছে। তবু খেলার প্রতি ভালোবাসা তাদের থামিয়ে রাখতে পারেনি।

বিকিরণ রায়, রাহুল কিসকু এবং রবি ঘোষ। -সংবাদচিত্র

রাহুলের কথায়, 'পরিবারে আর্থিক কষ্ট থাকলেও মা-বাবা আমাকে সবসময় খেলাধুলোর জন্য উৎসাহ দিয়েছেন। দুই প্রশিক্ষকও আমাকে ভীষণভাবে সহায়তা করেছেন। তবে সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলে হ্যান্ডবল খেলোয়াড়দের পথ আরও সহজ হত।' কার্যত একই কথা শোনা যায় রবির গলাতেও। সে বলে, 'সরঞ্জামের দাম এত বেশি যে অনেক সময় খেলা বন্ধ রাখতে হয়। সরকারি সুযোগসুবিধা পেলে আমরা আরও ভালো খেলতে পারতাম।' রাহুল ও রবি কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলের মাঠে প্র্যাকটিস করে। তাদের প্রশিক্ষক কিশোর মিঞ্জ ও রূপম রায় ২০২০ সাল থেকে বিনা পারিশ্রমিকে তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছেন।

বিকিরণের ক্ষেত্রেও ঘটনা খানিক একই। হ্যান্ডবলে তার প্রতিভা ও একাগ্রতা নজরে পড়ে কামাখ্যাগুড়ির প্রশিক্ষকদের। প্রায় এক বছর ধরে অনুশীলন করছে সে। বিকিরণের কথায়, 'কামাখ্যাগুড়ি সহ আশপাশের এলাকাগুলোতে খেলাধুলোর উপযুক্ত পরিকাঠামোর উন্নয়ন খুব জরুরি।'

রাহুলের বাবা জানান, সরকারি সহযোগিতা পেলে ছেলেটা খেলা চালিয়ে যেতে পারবে, নইলে একসময় হয়তো থেমে যেতে হবে। অন্যদিকে রবির মা জানান, একাই লড়াই করছে। যেটুকু পারি সমর্থন করি। সরকারি সহযোগিতা পেলে ওর খেলার স্বপ্নটা সত্যি হত। বিকিরণের বাবা সুভাষ রায় বলেন, 'আলিপুরদুয়ার জেলা হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি অনিল তালুকদার বিকিরণকে সহায়তা করেছেন বলেই আজ ও জাতীয় স্তরে।' জেলার হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি অনিল তালুকদার বলেন, 'এই তিন কিশোরই আমাদের জেলার গর্ব। ওদের মধ্যে একাগ্রতা ও পরিশ্রম অনন্য। ভবিষ্যতে আরও বড় সাফল্য অর্জন করবে এটাই প্রত্যাশা।'

> পরিবারে আর্থিক কষ্ট থাকলেও মা-বাবা আমাকে সবসময় খেলাধুলোর জন্য উৎসাহ দিয়েছেন। দুই প্রশিক্ষকও আমাকে ভীষণভাবে সহায়তা করেছেন। তবে সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলে হ্যান্ডবল খেলোয়াড়দের পথ আরও সহজ হত।
>
> **রাহুল কিসকু**

> সরঞ্জামের দাম এত বেশি যে অনেক সময় খেলা বন্ধ রাখতে হয়। সরকারি সুযোগসুবিধা পেলে আমরা আরও ভালো খেলতে পারতাম।
>
> **রবি ঘোষ**

রেলের পণ্য খালাস বাড়ল

জলপাইগুড়ি, ২১ নভেম্বর : পণ্যসামগ্রী খালি করার ক্ষেত্রে রেকর্ড বৃদ্ধি হল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলে। ২০২৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ৯২১টি রেক থেকে পণ্য নামিয়েছিল রেল। এ বছর অক্টোবর পর্যন্ত সেই সংখ্যাটি ১,০৩৫টি। গত বছরের তুলনায় এ বছর পণ্যসামগ্রী খালির হার বৃদ্ধি ১২.৩৮ শতাংশ। পণ্য পরিবহণে দ্রুত পরিষেবা দিতে লোডিং ও আনলোডিং উন্নতি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২২৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৩১০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৭০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৫২১০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৫২২০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

অ্যাফিডেভিট

ভোটার ID কার্ড নং LZL 1405315, ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB-63 1995 0945062 আমার নাম ভুল থাকায় গত 20.11.25, J.M 1st কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Sankar Bal, Shankar Ball এবং Sankar Ch. Bal এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার পুরো এবং শুভ নাম Sankar Bal হিসেবে ঘোষণা করতে আমি এই হলফনামা পেশ করলাম। ক্যান্সার সেন্টারের নিকট, খাগড়াবাড়ী, পো : খাগড়াবাড়ী, থানা : পুণ্ডিবাড়ি, জেলা : কোচবিহার। (C/118902)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: সিওএন/২০২৫/ওসিটি/০৬, তারিখ ঃ ৩১-১০-২০২৫ -এর জন্য সংশোধনী - ১

টেন্ডার নং.ঃ সিই/সিওএন/কেজেজি/বিএলডি/২০২৫/০২ -এর জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. সিওএন/২০২৫/ওসিটি/০৬ -এর সংশোধনী নং - ১ জারি করা হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার/সিওএন/মেঘালয় প্রজেক্ট, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Tender Notice

E-NIeT No:- 19(e)/CHAN-II/APAS/2025-26, Dtd- 19/11/2025 & **E-NIeT No:-** 20(e)/CHAN-II/APAS/2025-26, Date-19/11/2025. Online e-Tender are invited by U/S from the bidders through West Bengal Govt. e procurement Web site **www.wbtender.gov.in** Details may be seen during office hours at the Office Notice Board of Chanchal-II Dev. Block and District Website, Malda on all working days & in **www.wbtender.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Chanchal-II Development Block, Malatipur, Malda

NOTICE INVITING e-TENDER
N.I.e.T. No. WB/APD-I/BDO-ET/09/2025-26, Dt. 18/11/2025,
Last date and time for bid submission- 17/12/2025 at 18.00 Hrs. For more information please visit : **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar-I Development Block
Panchkolguri :: Alipurduar

অ্যাফিডেভিট

আমি Gayatri Devi Gupta স্বামী Uma Shankar Prasad Gupta ঠিকানা বারোদিয়া হাতোয়ার উত্তর দিনাজপুর- 733209(প:ব:) গত 17-11-2025 তারিখে নোটারি পাবলিক শিলিগুড়ি দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি যে Gayatri Devi Gupta, Gayatri Debi Gupta এবং Gaytri Devi প্রত্যেকেই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি যথা আমি।

•

আমার আসল নাম Lalita Agarwal গ্রাম- রতুয়া, পোস্ট- রতুয়া, থানা- রতুয়া, জেলা- মালদা। আমার এই নামে আধার কার্ড রয়েছে যার নাম্বার 540071338015 এবং পেন আইডি কার্ড নাম্বার BAQPA0316Q যাহা সঠিকভাবে রয়েছে। কিন্তু আমার ছেলে Dinanath Agarwalla এর পাসপোর্টে Lalita Agarwal এর পরিবর্তে Lalita Devi Agarwalla হয়ে গেছে। গত ইংরেজি 29/10/2025 তারিখে চাঁচল E.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট করিয়েছি। প্রকাশ থাকে যে Lalita Agarwal এবং Lalita Devi Agarwalla একই ব্যক্তি। (C/119385)

•

আমার আসল নাম Ritu Agarwal গ্রাম- রতুয়া, পোস্ট- রতুয়া, থানা- রতুয়া, জেলা- মালদা। আমার এই নামে আধার কার্ড রয়েছে যার নাম্বার 749297236431 এবং ভোটার আইডি কার্ড CHQ2862688 সঠিকভাবে রয়েছে। কিন্তু আমার স্বামী Dinanath Agarwalla এর পাসপোর্টে Ritu Agarwal এর পরিবর্তে Ritu Agarwalla হয়ে গেছে। গত ইংরেজি 29/10/2025 তারিখে চাঁচল E.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট করিয়েছি। প্রকাশ থাকে যে Ritu Agarwal এবং Ritu Agarwalla একই ব্যক্তি। (C/119385)

কর্মখালি

Required Siliguri Bengali Male (X pass min.) For Office work. (Age 25-40). M - 8637372499. (C/119147)

বিক্রয়

Sale of Vehicle Tata LPT 1512-2022 - WB-73-G-2621. (C/119377)

অ্যাফিডেভিট

১১/১১/২০২৫ -এ জলপাইগুড়ি এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করলাম এবং আমি Bharti Sahu, থেকে Mahira Khatun নামে পরিচিত হলাম। আমি নিজ ইচ্ছায় Karim Ansari সাথে বিয়ে করিলাম। (C/119384)

•

আমি Bishwajit Das আমার পুত্রের জন্মশংসাপত্রে Biswajit Das থাকায় গত ইং 18/10/25 তারিখে জলপাইগুড়ি J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Bishwajit Das ও Biswajit Das উভয়ই এক ও একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। ধূপগুড়ি, মধ্যপাড়া ওয়ার্ড নং - 5 জেলা - জলপাইগুড়ি। (A/B)

•

আমি Abul Kalam Azad. আমার আধার কার্ডে Abul Kalam Ajad এবং পুত্রের জন্ম শংসাপত্রে Abul Hossain থাকায় গত ইংরাজী 14/10/25 তারিখে জলপাইগুড়ি J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Abul Kalam Azad, Abul Kalam Ajad ও Abul Hossain এক ও একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। পূর্বডাঙ্গাপাড়া, পো: ঝাড় শালবাড়ী জেলা - জলপাইগুড়ি। (A/B)

DHUPGURI MUNICIPALITY
AMADER PARA AMADER SAMADHAN'25

BOOTH NO.	ENIT NO. & ID
171	WBMAD/DHUPGURI/29/2025-26
	2025_MAD_946286_1
	2025_MAD_946286_2
208	WBMAD/DHUPGURI/30/2025-26
	2025_MAD_946575_1
	2025_MAD_946575_2
209	WBMAD/DHUPGURI/31/2025-26
	2025_MAD_947098_1
	2025_MAD_947098_2
210	WBMAD/DHUPGURI/32/2025-26
	2025_MAD_947124_1
	2025_MAD_947124_2
205	WBMAD/DHUPGURI/33/2025-26
	2025_MAD_947200_1
	2025_MAD_947200_2
206	WBMAD/DHUPGURI/34/2025-26
	2025_MAD_947228_1
207	WBMAD/DHUPGURI/35/2025-26
	2025_MAD_947240_1
	2025_MAD_947240_2
178	WBMAD/DHUPGURI/36/2025-26
	2025_MAD_947251_1
	2025_MAD_947251_2
179	WBMAD/DHUPGURI/37/2025-26
	2025_MAD_947255_1
	2025_MAD_947255_2
188	WBMAD/DHUPGURI/38/2025-26
	2025_MAD_947406_1
	2025_MAD_947406_2
189	WBMAD/DHUPGURI/39/2025-26
	2025_MAD_947473_1
	2025_MAD_947473_2
177	WBMAD/DHUPGURI/40/2025-26
	2025_MAD_947611_1
	2025_MAD_947611_2
	2025_MAD_947611_3
193	WBMAD/DHUPGURI/41/2025-26
	2025_MAD_948028_1
	2025_MAD_948028_2
194	WBMAD/DHUPGURI/42/2025-26
	2025_MAD_948222_1
	2025_MAD_948222_2
	2025_MAD_948222_3
195	WBMAD/DHUPGURI/43/2025-26
	2025_MAD_948510_1
	2025_MAD_948510_2
176	WBMAD/DHUPGURI/44/2025-26
	2025_MAD_948782_1
	2025_MAD_948782_2
	2025_MAD_948782_3
	2025_MAD_948782_4
183	WBMAD/DHUPGURI/45/2025-26
	2025_MAD_948792_1
	2025_MAD_948792_2
	2025_MAD_948792_3
184	WBMAD/DHUPGURI/46/2025-26
	2025_MAD_948801_1
	2025_MAD_948801_2
	2025_MAD_948801_3
	2025_MAD_948801_4
173	WBMAD/DHUPGURI/47/2025-26
	2025_MAD_948819_1
	2025_MAD_948819_2
	2025_MAD_948819_3
	2025_MAD_948819_4
	2025_MAD_948819_5
	2025_MAD_948819_6
174	WBMAD/DHUPGURI/48/2025-26
	2025_MAD_948913_1
	2025_MAD_948913_2
	2025_MAD_948913_3
	2025_MAD_948913_4
	2025_MAD_948913_5
	2025_MAD_948913_6
	2025_MAD_948913_7
187	WBMAD/DHUPGURI/49/2025-26
	2025_MAD_949017_1
	2025_MAD_949017_2
	2025_MAD_949017_3
	2025_MAD_949017_4
	2025_MAD_949017_5
	2025_MAD_949017_6
	2025_MAD_949017_7
	2025_MAD_949017_8

BOOTH NO.	ENIT NO. & ID
172	WBMAD/DHUPGURI/50/2025-26
	2025_MAD_950219_1
	2025_MAD_950219_2
	2025_MAD_950219_3
	2025_MAD_950219_4
	2025_MAD_950219_5
	2025_MAD_950219_6
	2025_MAD_950219_7
	2025_MAD_950219_8
198	WBMAD/DHUPGURI/51/2025-26
	2025_MAD_950858_1
203	WBMAD/DHUPGURI/52/2025-26
	2025_MAD_950869_1
	2025_MAD_950869_2
204	WBMAD/DHUPGURI/53/2025-26
	2025_MAD_950917_1
	2025_MAD_950917_2
199	WBMAD/DHUPGURI/54/2025-26
	2025_MAD_950976_1
	2025_MAD_950976_2
	2025_MAD_950976_3
200	WBMAD/DHUPGURI/55/2025-26
	2025_MAD_951068_1
	2025_MAD_951068_2
	2025_MAD_951068_3
201	WBMAD/DHUPGURI/56/2025-26
	2025_MAD_951096_1
	2025_MAD_951096_2
202	WBMAD/DHUPGURI/57/2025-26
	2025_MAD_951098_1
	2025_MAD_951098_2
	2025_MAD_951098_3
180	WBMAD/DHUPGURI/58/2025-26
	2025_MAD_951276_1
181	WBMAD/DHUPGURI/59/2025-26
	2025_MAD_951307_1
	2025_MAD_951307_2
182	WBMAD/DHUPGURI/60/2025-26
	2025_MAD_951433_1
	2025_MAD_951433_2
190	WBMAD/DHUPGURI/61/2025-26
	2025_MAD_952487_1
	2025_MAD_952487_2
	2025_MAD_952487_3
	2025_MAD_952487_4
	2025_MAD_952487_5
	2025_MAD_952487_6
	2025_MAD_952487_7
	2025_MAD_952487_8
175	WBMAD/DHUPGURI/62/2025-26
	2025_MAD_952884_1
	2025_MAD_952884_2
	2025_MAD_952884_3
	2025_MAD_952884_4
185	WBMAD/DHUPGURI/63/2025-26
	2025_MAD_953452_1
	2025_MAD_953452_2
	2025_MAD_953452_3
	2025_MAD_953452_4
	2025_MAD_953452_5
186	WBMAD/DHUPGURI/64/2025-26
	2025_MAD_953638_1
	2025_MAD_953638_2
191	WBMAD/DHUPGURI/65/2025-26
	2025_MAD_954385_1
	2025_MAD_954385_2
	2025_MAD_954385_3
192	WBMAD/DHUPGURI/66/2025-26
	2025_MAD_954457_1
	2025_MAD_954457_2
196	WBMAD/DHUPGURI/67/2025-26
	2025_MAD_954846_1
	2025_MAD_954846_2
197	WBMAD/DHUPGURI/68/2025-26
	2025_MAD_954898_1
	2025_MAD_954898_2
	2025_MAD_954898_3
	2025_MAD_954898_4
	2025_MAD_954898_5
	2025_MAD_954898_6

Sd/-
Executive Officer

সাতদিনের মেলা চাঁদগঞ্জে

কুমারগঞ্জ, ২১ নভেম্বর : কুমারগঞ্জ ব্লকের সাফানগর পঞ্চায়েতের চাঁদগঞ্জে ঐতিহ্যবাহী সাড়ে চোদ্দো হাত কালীর পুজোকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে সাতদিনব্যাপী মেলা। বুধবার রাতে নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে পুজো হয়, যেখানে ভক্তদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। পুজো পর্ব শেষ হতেই বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই শুরু হয়েছে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত মেলা।

এলাকাজুড়ে উৎসবের আমেজ, চারদিকে আলো, রঙিন প্যান্ডেল আর লোকসমাগমে জমে উঠেছে পরিবেশ। মেলায় নানা ধরনের দোকানপাট বসেছে—খাদ্যদ্রব্য, পোশাক, খেলনা থেকে শুরু করে স্থানীয় হস্তশিল্পের স্টলও নজর কেড়েছে দর্শনার্থীদের। বিনোদনের জন্য রয়েছে নাগরদোলা, ব্রেক ডান্স সহ একাধিক রাইড, যেখানে ছোট-বড় সবাই ভিড় জমাচ্ছে।

চাঁদগঞ্জের এই মেলা শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, সামাজিক মিলনমেলা হিসেবেও পরিচিত। আগামী ছয়দিন ধরে ওই উৎসব চলবে, যার প্রত্যাশায় মুখিয়ে আছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও আশপাশের গ্রামের মানুষজন।

Quotation

Chairman, Jalpaiguri Municipality invited Quotation: APAS Quotation no: 09/2025-26 Memo: 3810/M Date: 21/11/2025 Last date of bidding dated: 28/11/2025 at 3.00 P.M. Details which are available in the official notice board.

Chairman
Jalpaiguri Municipality

Government Of West Bengal
Department of Health & Family welfare
Malda Medical College & Hospital, Malda
NOTICE INVITING E-TENDER

Malda Medical College & Hospital inviting E-Tender Notice No- MSVP/E-NIT- 02/ MLDMCH 25-26 Dated- 08/11/2025 purchase and installation equipment items at Malda Medical College & Hospital, Malda. **www.wbhealth.gov.in/ www.maldamedicalcollege.com/www.malda.gov.in** Or Office of the Undersigned MSVP, Malda MCH

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিসনের মালদা টাউন (এমএলডিটি), অভয়পুর (এএইচএ), সুজনীপাড়া (এসপিএলই), শিবনারায়ণপুর (এসভিআরপি) এবং রাজমহল (আরজেএল) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ পার্কিং-১৪-২০২৫। নিলাম শুরু ঃ ০৫.১২.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিট। ক্র. নং.; লট নং. এবং স্টেশনের নাম নিম্নরূপ। (১) পার্কিং-এমএলডিটি-এমএলডিটি-এমএক্স-৭৫-২৫-১ এবং মালদা টাউন। (২) পার্কিং-এমএলডিটি-এএইচএ -এমএক্স-৪৭-২৫-১ এবং অভয়পুর। (৩) পার্কিং -এমএলডিটি-এসপিএলই -এমএক্স-৫৩-২৩-১ এবং সুজনীপাড়া। (৪) পার্কিং-এমএলডিটি-এসভিআরপি -এমএক্স-৩২-২৫-১ এবং শিবনারায়ণপুর। (৫) পার্কিং-এমএলডিটি-আরজেএল-এমএক্স-৭০-২৫-৪ এবং রাজমহল। (৬) পার্কিং-এমএলডিটি-আরজেএল-পিসিসিডি-৭৪-২৫-১ এবং রাজমহল। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদেরকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-239/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

রঙ্গিয়া মণ্ডলে এইচভিএস নিযুক্তির জন্যে অধিসূচনা

সংখ্যা. এইচ/৯৮/আরএনওয়াই/৩৩ (এইচভিএস) তারিখঃ ১৭-১১-২০২৫

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রঙ্গিয়া মণ্ডলের মুখ্য চিকিৎসা অধীক্ষক অনারেরি ভিজিটিং স্পেশালিস্ট (এইচভিএস) পদের জন্যে মাণ্ডলিক রেলওয়ে চিকিৎসালয় (ডিআরএইচ), নিউ বঙ্গাইগাঁওএ ৪ (চার) এইচভিএস, (০১ জন শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ, ০১ জন স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ, ০১ জন নেত্র রোগ বিশেষজ্ঞ, ০১ জন চিকিৎসক (এম.ডি. ইন্টার্নেল মেডিসিন), রেলওয়ে চিকিৎসালয়, রঙ্গিয়াতে ১ (একজন) এইচভিএস, (০১ জন চিকিৎসক (এম.ডি. ইন্টার্নেল মেডিসিন) উপ-মাণ্ডলিক রেলওয়ে চিকিৎসালয় (এসডিআরএইচ), রঙ্গাপারা নর্থে ২ (দুজন) এইচভিএস (০১ জন শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ, ০১ জন স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ) এর প্রত্যেকের জন্যে আবেদন পত্র আমন্ত্রণ করছে। শর্তাবলি নিচে উল্লেখ করা হল:

১। **শৈক্ষিক অর্হতা এবং অভিজ্ঞতা:**

ক) বিশেষজ্ঞের জন্যে- স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী থাকা প্রার্থী। স্নাতকোত্তর ডিগ্রী থাকার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিশেষ বৃত্তিতে ন্যূনতম ৩ (তিন) বৎসরের পেশাদারি কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

২। **বয়সের সীমা:** প্রথমবার নিযুক্তির সময়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বয়স ৩০ বৎসর থেকে ৬৪ বৎসর ভেতরে। নিযুক্তি অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সের সীমা ৬৫ বৎসর।

৩। **বর্তমান প্রদেয় সম্মানীর হার:**

ক্রমিক সং.	কর্মের সময়-সীমা	চিকিৎসালয় যেখানে প্রয়োজন হবে	সম্মানীর পরিমাণ	আবশ্যক বিশেষজ্ঞ
১	৪ দিন/সপ্তাহের জন্যে প্রতিদিন ৪ ঘণ্টা	ডিআরএইচ / নিউ বঙ্গাইগাঁও	৬১,০০০.০০ টাকা (প্রতি মাস) (রেলওয়ে বোর্ডের পত্র নং ২০১৪/এইচ-১/১২/৮/এইচভিএস/পলিসি/ই তারিখ ২২-১০-২০২৫ অনুসারে সংশোধিত)	০১ - শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ০১ - স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ০১ - নেত্র রোগ বিশেষজ্ঞ ০১ - চিকিৎসক (এম.ডি. ইন্টার্নেল মেডিসিন)
২	৪ দিন/সপ্তাহের জন্যে প্রতিদিন ৪ ঘণ্টা	এসডিএইচ / রঙ্গাপারা নর্থ		০১ - শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ ০১ - স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ
৩	৪ দিন/সপ্তাহের জন্যে প্রতিদিন ৪ ঘণ্টা	রেলওয়ে চিকিৎসালয়/ রঙ্গিয়া		০১ - চিকিৎসক (এম.ডি. ইন্টার্নেল মেডিসিন)

৪। **কার্যকালের সময়সীমা:** প্রতিবার প্রস্তাব কেবলমাত্র এক বছরের জন্য দেওয়া হবে। এক বছর পূর্ণ হলে বয়সসীমার উপরে ভিত্তি করে প্রতি বছর নবায়ন করা যেতে পারে।।

৫। বিস্তৃত শর্তাবলি রেলওয়ে বোর্ডের পত্র নং ২০১৪/এইচ-১/১২/৮/এইচভিএস/পলিসি তারিখ ১৯-০৬-২০১৮ অনুযায়ী মুখ্য চিকিৎসা অধীক্ষকের কার্যালয়, রঙ্গিয়া মণ্ডল, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, কামরূপ (গ্রা.)-৭৮১৩৫৪ (অসম) থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। বিস্তৃত প্রপত্র উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সরকারি ওয়েবসাইট www.nfr.indianrailways.gov.in উপলব্ধ আছে।

৬। নির্বাচিত চিকিৎসকগণের সাথে উপযুক্ত প্রাধিকারী থেকে অনুমোদনের পরে যথা সময়ে যোগাযোগ করা হবে।

৭। সংশ্লিষ্ট বিন্যাসে ঠিকানা, যোগাযোগের নম্বর, পাসপোর্ট আকারের ফটোগ্রাফ এবং এমবিবিএস প্রমাণপত্র, স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রমাণপত্র, পোস্ট ডক্টরাল ডিগ্রির প্রমাণপত্র (যেখানে প্রযোজ্য হবে), পঞ্জীয়ন প্রমাণপত্র, অতিরিক্ত শৈক্ষিক অর্হতা এবং অভিজ্ঞতা, প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যায়িত প্রতিলিপি, ই-মেইল আইডি এবং ফোন নম্বর আবেদন পত্রের সঙ্গে সংলগ্ন করে নিম্নলিখিত ঠিকানায় জমা দিতে হবে।

৮। পত্রালাপের ঠিকানাঃ মুখ্য চিকিৎসা অধীক্ষক, রঙ্গিয়া মণ্ডল, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, কামরূপ (গ্রা)-৭৮১৩৫৪ (অসম)।

৯। **আবেদন পত্র প্রাপ্ত করার অন্তিম তারিখঃ ১৬-১২-২০২৫ তারিখের ০১.০০ ঘণ্টায়।**

মুখ্য চিকিৎসা অধীক্ষক, রঙ্গিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং ইএল_ডিএস_টিআরডি _৫০_২৫-২৬ তারিখঃ ২০-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নামঃ সূচি এ ও র সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ- "মুকুরিয়া-আজমনগর রোড স্টেশনের মধ্যে ১৫৩/৬-৭ কিলোমিটারস্থিত এলসি নং এলসি-৬৩ র পরিবর্তে আরওবি নির্মাণ," সূচী বি- "টেল্টা-সুধানি খণ্ডের মধ্যে ১২৪/২-৩ কিলোমিটারে স্থিত এলসি নং এসকে-৩৫১ এর পরিবর্তে আরওবির নির্মাণ"। টেন্ডার রাশিঃ ১,৩৮,১৫,৬০০.৫৪/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,১৯,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৫-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ১৫-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

LEGAL NOTICE

This is for information of all that my client Sri Nitash Chandra Roy S/o Late Hiralal Roy and Smt. Krishna Das Roy wife of Sri Nitash Chandra Roy, resident of Durgadas Banerjee Road, Ward No. 39 of S.M.C, P.O. Haiderpara, P.S- Bhakti Nagar Dist- Jalpaiguri are going to purchase the below scheduled vacant Land from (1) Sri Prasanta Roy, (2) Sri Siddharta Roy, (3) Sushanta Roy all are Son of Late Jiban Kumar Roy and (4) Smt. Pratibha Roy, daughter of Late Jiban Kumar Roy of Meghlal Roy Road, P.O. Haider Para, P.S. Bhaktinagar, Dist - Jalpaiguri. If any person or institution is having any claim/objection in this respect should contact the undersigned within 15 fifteen days with relevant documents from the date of publication of this notice and thereafter no claim/objection shall be entertained any way in future.

SCHEDULE

All that piece or percel of land measuring 2 katha 11 Chattak 29 Sq.ft. recorded in R.S. Khatian No- 745/3, corresponding to L.R. Khatian No. 1036, 1038 & 1161, comprised in R.S. Plot No- 315 Corresponding to L.R. Plot No. 523 & 524, Sheet No- R.S. 12 L.R. 62, Mouza- Dabgram, Pargana- Baikunthapur, within Siliguri Municipal Corporation Ward No- 40, P.O. Haider Para, Dist. Jalpaiguri.

Pradip Kumar Saha
Advocate, Siliguri.
E. No- WB/1988-A/1995
Mobile No.- 9832063132

আজ টিভিতে

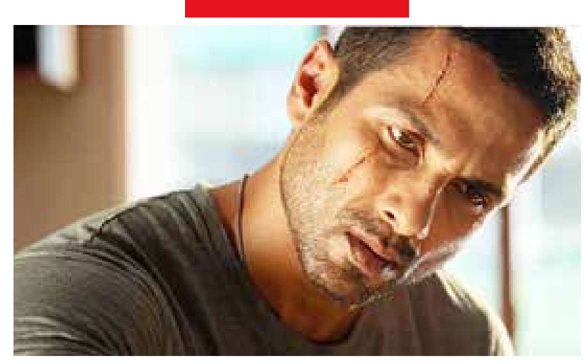

দেবা (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) রাত ৯.০০ জি সিনেমা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৪৫ হিম্মত (বাংলা ভার্সন), দুপুর ১.৩০ হিরোগিরি, বিকেল ৪.৩০ দেবী, সন্ধে ৭.৪৫ বাংলার বধূ, রাত ১১.০০ জিও পাগলা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ প্রতিকার, দুপুর ১.০০ ভালোবাসা ভালোবাসা, বিকেল ৪.৩০ গল্প হলেও সত্যি, সন্ধে ৭.০০ প্রতিবাদ, রাত ১০.১৫ খিলাড়ি

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ সুখ দুঃখের সংসার, দুপুর ১২.০০ রূপবান, ২.৩০ রাজার মেয়ে পারুল, বিকেল ৫.০০ টক্কর

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ হাসি খুশি ক্লাব, সন্ধে ৭.৩০ পরদেশীবাবু

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বন্দিনী

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ধর্ম অধর্ম

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.০৫ মক্ষী, দুপুর ১.২৩ ম্যায়নে পেয়ার কিয়া, বিকেল ৫.০৪ কল্কি ২৮৯৮ এডি, সন্ধে ৭.৩০ অরনমনাই ফোর, রাত ১০.১৫ অন্তিম দ্য ফাইনাল ট্রুথ

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.২০ বম বম বোলে, বিকেল ৩.৫০ গুলাম-ই-মোস্তাফা, সন্ধে ৬.৫০ ইশক, রাত ১০.০০ অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টারজান

স্টার গোল্ড সিলেক্ট : বেলা ১১.০০ সেলফি, দুপুর ১.৩০ মেরি কম, বিকেল ৩.৩০ জলি এলএলবি, ৫.৪৫ মিশন মঙ্গল, সন্ধে ৭.৫৯ অন্ধাধুন, রাত ১০.১৫ মস্তি

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.০০ বিজনেসম্যান-টু, দুপুর ১.৩১ চেন্নাই ভার্সেস চায়না, বিকেল ৪.২০ কুলি, সন্ধে ৭.৩০ জঙ্গ, রাত ১০.০৯ গুনাহ ৩৬৯

মেরি কম দুপুর ১.৩০ স্টার গোল্ড সিলেক্ট

হিরোগিরি দুপুর ১.৩০ জলসা মুভিজ

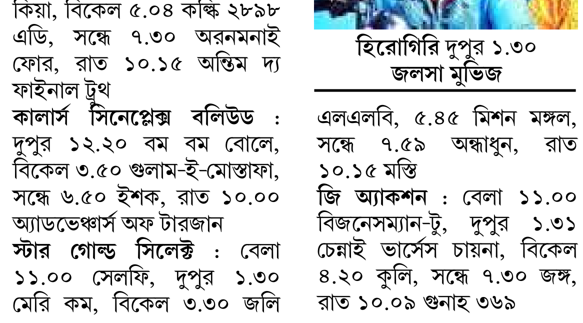

ল্যান্ড অফ দ্য আইবেরিয়ান লিঙ্কস সন্ধে ৭.০০ ন্যাট জিও ওয়াইল্ড

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আবেগের বশে কোনও দায়িত্ব নিয়ে অনুশোচনা করতে হতে পারে। বিনোদন জগতের সঙ্গে জড়িতরা ভালো সুযোগ পাবেন। বৃষ : বহুদিনের পড়ে থাকা কোনও সম্পদ নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে তর্কাতর্কি হতে পারে। পথেঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। মিথুন : শারীরিক কোনও সমস্যা নিয়ে চিকিৎসার জন্য ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। ব্যবসায় আর্থিক বাধা কেটে যাবে। কর্কট : সন্তানের পড়াশোনার সাফল্যে গর্বিত হবেন। অতিরিক্ত ব্যয়ের কারণে সঞ্চয়ে ভাটা পড়বে। কর্মক্ষেত্রে গুপ্তশত্রু থেকে সাবধান। সিংহ : প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হবেন। কর্মপ্রার্থীরা নামী কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পাবেন। কন্যা : নতুন জমি, বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। বাইরের খাবার খেয়ে পেটের সংক্রমণে ভোগান্তির আশঙ্কা। তুলা : সংসারে কোনও কোনও ঘটনা নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেখাবেন না। ফাটকা বা শেয়ার থেকে ভালো টাকা পেতে পারেন। বৃশ্চিক : পারিবারিক কোনও সমস্যা নিয়ে বন্ধুমহলে আলোচনা করবেন না। চলাফেরায় একটু সতর্ক থাকুন। প্রেমের সম্পর্কে মানসিক চাপ থাকবে। ধনু : লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। পরিবারের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কাজের সমাধান করতে পেরে প্রশংসিত হবেন। মকর : ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগের জন্য দিনটি খুব ভালো। জমি কেনাবেচায় বিপুল টাকা লাভ করতে পারবেন। কুম্ভ : অপ্রত্যাশিত কোনও খবর পেয়ে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। মীন : পরিবারে কোনও গুরুজনের স্বাস্থ্যের কারণে চিকিৎসার খরচ বাড়বে। নাক, কান, গলার সংক্রমণে ভোগান্তির আশঙ্কা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৫ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২, ভাঃ ১ অগ্রহায়ণ, ২২ নভেম্বর ২০২৫, ৫ অঘোন, সংবৎ ২ মার্গশীর্ষ বদি, ৩০ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৬।০, অঃ ৪।৪৮। শনিবার, দ্বিতীয়া দিবা ৩।১১। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র দিবা ৩।৫৬। সুকর্মাযোগ দিবা ১১।৩৮। কৌলবকরণ দিবা ৩।১১ গতে তৈতিলকরণ শেষরাত্রি ৪।৩ গতে গরকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, দিবা ৩।৫৬ গতে ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ৩।১১ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, দিবা ৩।১১ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ৭।২১ মধ্যে ও ১২।৪৫ গতে ২।৬ মধ্যে ও ৩।২৭ গতে ৪।৪৮ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।২৭ মধ্যে ও ৪।২১ গতে ৬।১ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ৭।২১ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ, দিবা ১১।৩৫ গতে উত্তরে পশ্চিমেও নিষেধ, দিবা ৩।১১ গতে মাত্র পূর্বে নিষেধ, শেষরাত্রি ৪।২১ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট। সৎসঙ্গের শ্রীশ্রীবড়দার শুভ আবির্ভাব দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫৩ মধ্যে ও ৭।৩৫ গতে ৯।৪৩ মধ্যে ও ১১।৫১ গতে ২।৪১ মধ্যে ও ৩।২৩ গতে ৪।৪৮ মধ্যে ও রাত্রি ১২।৫০ গতে ২।৩৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ২।৩৬ গতে ৩।৩০ মধ্যে।

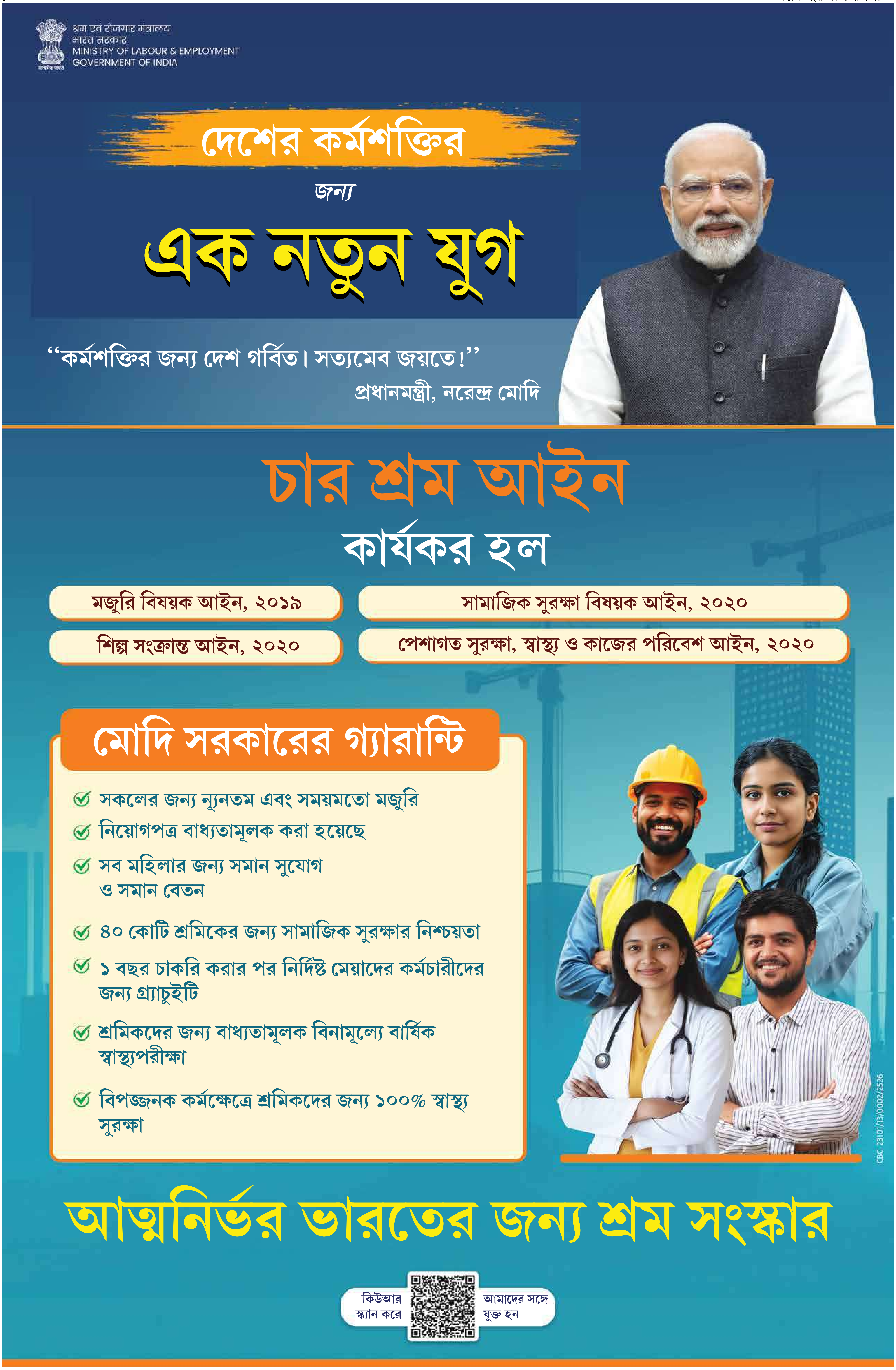
श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय
भारत सरकार
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
GOVERNMENT OF INDIA
দেশের কর্মশক্তির
জন্য
এক নতুন যুগ
“কর্মশক্তির জন্য দেশ গর্বিত। সত্যমেব জয়তে!”
প্রধানমন্ত্রী, নরেন্দ্র মোদি
চার শ্রম আইন
কার্যকর হল
মজুরি বিষয়ক আইন, ২০১৯
সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক আইন, ২০২০
শিল্প সংক্রান্ত আইন, ২০২০
পেশাগত সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও কাজের পরিবেশ আইন, ২০২০
মোদি সরকারের গ্যারান্টি
সকলের জন্য ন্যূনতম এবং সময়মতো মজুরি
নিয়োগপত্র বাধ্যতামূলক করা হয়েছে
সব মহিলার জন্য সমান সুযোগ ও সমান বেতন
৪০ কোটি শ্রমিকের জন্য সামাজিক সুরক্ষার নিশ্চয়তা
১ বছর চাকরি করার পর নির্দিষ্ট মেয়াদের কর্মচারীদের জন্য গ্র্যাচুইটি
শ্রমিকদের জন্য বাধ্যতামূলক বিনামূল্যে বার্ষিক স্বাস্থ্যপরীক্ষা
বিপজ্জনক কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের জন্য ১০০% স্বাস্থ্য সুরক্ষা
CBC 23101/13/0002/2526
আত্মনির্ভর ভারতের জন্য শ্রম সংস্কার
কিউআর স্ক্যান করে
আমাদের সঙ্গে যুক্ত হন

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

পারাপার। আলিপুরদুয়ারে রাজাভাতখাওয়ার শিকারিগেটে ছবিটি তুলেছেন অনুপম চৌধুরী।

‘কম্পন’ গৌড়বঙ্গের ৩ জেলাতেই

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

২১ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার সকালে অফিস যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন মালদা শহরের বাসিন্দা শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী। কিন্তু হঠাৎই কীভাবে যেন তাঁর মাথা ঘুরে ওঠে। কী থেকে কী হল, কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। একটু ধাতস্থ হয়ে দেখেন, শীতের সকালে বন্ধ সিলিংয়ে ঝোলা পাখা মৃদু দুলছে। দুলছে বোতলবন্দি জলও!

ঘড়ির কাঁটায় তখন ১০টা বেজে ১১ মিনিট। আর পাঁচটা দিনের মতোই গৌড়বঙ্গের মানুষ তখন স্কুল, কলেজ বা অফিসমুখী। তখনই কেঁপে ওঠে রাজ্যের আরও অনেক প্রান্তের মতোই গৌড়বঙ্গও। পাড়ায় পাড়ায় শোনা যায়, ‘ভূমিকম্প! ভূমিকম্প’ রব। সেইসঙ্গেই অলিগলি থেকে ভেসে আসে উলুধ্বনি অথবা শঙ্খধ্বনি। মালদা শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ছবি প্রামাণিক বলেন, ‘তখন কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলাম। হঠাৎ বুঝলাম মাটি দুলছে। দৌড়ে গিয়ে ঘরে শঙ্খ বাজাতে শুরু করি। আমাদের পাড়ায় আরও অনেকে উলুধ্বনি দিচ্ছিল। আসলে মালদায় বহুদিন পর ভূমিকম্প অনুভব হল। তাই একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।’

এদিনের ভূমিকম্পে কম্পন অনুভূত হয়েছে রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্র। আমেরিকার জিওলজিক্যাল সার্ভে জানিয়েছে, রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.৫। যদিও ভারতের ভূতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি) জানিয়েছে, রিখটার স্কেলে এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫.৭। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল বাংলাদেশ। কম্পন অনুভূত হয় গৌড়বঙ্গের তিন জেলা মালদা, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর। তবে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি।

পুরো সময়টাই অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে কেটেছে বলে জানান বালুরঘাট প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা অদিতি রায়। তাঁর কথায়, ‘স্কুলে যাওয়ার জন্য বেরোচ্ছিলাম তখন। আর সঙ্গে সঙ্গে দেখি খুব মাথা ঘোরাচ্ছে অথচ শরীরে কোনও রকম অস্বস্তি নেই। তারপর বুঝলাম নিশ্চয়ই ভূমিকম্প হচ্ছে। খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি বোধ করি। তারপর বাড়ি থেকে বের হই। রাস্তায় অনেকেই দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিয়েছিল বলে শুনলাম।’

> আগেও ভূমিকম্প অনুভব করেছি। কিন্তু এরকম ভয় করেনি আগে কখনও। বালুরঘাটে কখনওই ধ্বংসাত্মক ভূমিকম্প হয়নি। সেকথা ভেবেই মনকে বোঝাচ্ছিলাম। পরে খবরে রিখটার স্কেল দেখে অনেকটা স্বস্তি পাই।
>
> **শান্তনু সরকার**
> ত্রিধারার বাসিন্দা

ত্রিধারার বাসিন্দা শান্তনু সরকার আবার বাথরুমে বালতির জল আপনা থেকেই চলকে উঠতে দেখে চমকে উঠেছিলেন। তিনি বলেন, ‘আগেও ভূমিকম্প অনুভব করেছি। কিন্তু এরকম ভয় করেনি আগে কখনও। বালুরঘাটে কখনওই ধ্বংসাত্মক ভূমিকম্প হয়নি। সেকথা ভেবেই মনকে বোঝাচ্ছিলাম। পরে খবরে রিখটার স্কেল দেখে অনেকটা স্বস্তি পাই।’ এমনই নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে দীর্ঘদিন পর ভূমিকম্পের আঁচ পেল গোটা গৌড়বঙ্গ।

এনসিসি পুরস্কার

রায়গঞ্জ, ২১ নভেম্বর : রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের এনসিসি-র অ্যাসোসিয়েট অফিসার ক্যাপ্টেন দেবজয় ভট্টাচার্য মিনিস্ট্রি অফ ডিফেন্সের ডিরেক্টর জেনারেল অফ এনসিসি কর্তৃক পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন। আগামী বছর ২৬ জানুয়ারি দিল্লিতে প্যারেডের পর তাঁকে পুরস্কৃত করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকার জানিয়েছেন, শুক্রবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে এব্যাপারে একটি মেসেজ এসেছে। প্রজাতন্ত্র দিবসে সারা দেশে ১০৫ জনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের এনসিসি অফিসার দেবজয় পুরস্কৃত হবেন। রাজ্যে মোট ৬ জন পুরস্কৃত হবেন ওইদিন। এনসিসি-তে তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা, অবদানের জন্য পুরস্কৃত হচ্ছেন। পাশাপাশি আগামী ২৪ নভেম্বর এনসিসি সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গ ব্যাটালিয়নের তরফে কলকাতার বালিগঞ্জে দেবজয়কে সম্মানিত করা হবে।

দেবজয় বলেন, ‘গত ১৪ বছর ধরে এনসিসি-কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমার ভূমিকা ও নেতৃত্বের মূল্যায়ন করে এই সম্মান প্রদান করছে।’

মিড-ডে মিল ফের চালু

বুনিয়াদপুর, ২১ নভেম্বর : শুক্রবার ফের মিড-ডে মিল চালু হল বড়গাছি গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। অ্যাসিস্ট্যান্ট বিএলও-র দায়িত্বে থাকা প্রধান শিক্ষক সোমাই মুর্মু স্কুলে যান। মিড-ডে মিল রান্না হয়। ৪০ জন ছাত্রছাত্রী স্কুলে গিয়ে মিড-ডে মিল খেয়ে বাড়ি ফেরে।

বংশীহারী ব্লকের বড়গাছি গ্রামে বাগদুয়ার সাঁওতাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিন শিক্ষকই নির্বাচনি কাজে ব্যস্ত। এর জেরে দু’দিন ধরে বন্ধ ছিল স্কুলটি। ফলে মিড-ডে মিল পেত না ছাত্রছাত্রীরা। এই নিয়ে এলাকায় ক্ষোভ তৈরি হয়। উত্তরবঙ্গ সংবাদে সেই প্রতিবেদন প্রকাশিত হতেই নড়েচড়ে বসে ব্লক প্রশাসন, মহকুমা প্রশাসন ও মিড-ডে মিলের দায়িত্বে থাকা আধিকারিক। শুক্রবার থেকে স্বাভাবিক ছন্দে ফেরে স্কুলের কাজকর্ম।

রাস্তার কাজের সূচনা

বালুরঘাট, ২১ নভেম্বর : বহু বছর ধরে ৫০০ মিটার রাস্তা তৈরির দাবি জানিয়েছিলেন বালুরঘাট ব্লকের ডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের গুটিন গ্রামের বাসিন্দারা। অবশেষে শুক্রবার থেকে বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির তত্ত্বাবধানে রাস্তার কাজের সূচনা হয়েছে। এই কাজের জন্য জেলার অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের তরফে ১৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এদিন রাস্তার কাজের সূচনা করেন বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার। বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বলেন, ‘দীর্ঘ বছর ধরে ওই গ্রামে রাস্তা ছিল না। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রতিশ্রুতি দিলেও কাজ করেনি। নির্বাচনের সময় আমরা এই রাস্তা তৈরি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। কাজ শুরু হয়েছে, খুব শীঘ্রই নতুন রাস্তা তৈরি হয়ে যাবে।’

প্রয়াত অধ্যাপক স্মরণ

রায়গঞ্জ, ২১ নভেম্বর : রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়ে শুক্রবার প্রয়াত অধ্যাপক পৃথ্বীরাজ ঝা-র স্মরণে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কলেজের বিভিন্ন বিভাগ থেকে এই বছর যাঁরা স্নাতক হয়েছেন তাঁদের মধ্যে যাঁরা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন তাঁদের পুরস্কৃত করা হয়েছে। মহাবিদ্যালয়ের গৌতম বুদ্ধ সভাকক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে কলেজের অধ্যক্ষ চন্দন রায়, ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ অ্যানিমাল অ্যান্ড ফিশারি সায়েন্সের অধ্যাপক ইন্দ্রনীল সামন্ত সহ প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপকরা উপস্থিত ছিলেন।

ধানে আগুন

বুনিয়াদপুর, ২১ নভেম্বর : একদল দুষ্কৃতী রাতের অন্ধকারে দেড় বিঘা জমির ধানে আগুন লাগিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনাটি বৃহস্পতিবার রাতে বংশীহারীর জামার গ্রামে ঘটেছে। ওই দিন সন্দীপ মণ্ডল তাঁর দেড় বিঘা জমির ধান কেটে বাড়ির পেছনে রেখেছিলেন। শুক্রবার সেই ধান মাড়াই করার কথা ছিল। কিন্তু বৃহস্পতিবার রাতে হঠাৎ সন্দীপের মা বাড়ির পেছনে আগুন জ্বলতে দেখতে পান। বাড়ির বাইরে বেরিয়ে তাঁরা দেখেন প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ধান ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। এলাকাবাসী মিলে ওই আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। শুক্রবার !সন্দীপ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, কীভাবে কে বা কারা আগুন লাগিয়েছে সেই বিষয়ে তদন্ত চলছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে গ্রাহকদের বিক্ষোভ

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২১ নভেম্বর : বিগত বেশ কয়েকদিন ধরেই হরিশ্চন্দ্রপুর সদরের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের প্রধান শাখার পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ব্যাংক ম্যানেজার সময়মতো না আসায় লেনদেনে সমস্যায় পড়ছেন ব্যবসায়ীরা। শুক্রবার ব্যাংক খুলতে প্রায় এক ঘণ্টা দেরি হওয়ায় ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে গ্রাহকদের। তাঁরা ব্যাংকের সামনে বিক্ষোভ দেখান। মালদা জেলার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক সমূহের লিড ম্যানেজার গুঞ্জন কুমার অবিলম্বে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পদক্ষেপ করার পাশাপাশি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে বিষয়টি নিয়ে এসে সমাধানের চেষ্টা করবেন বলে জানিয়েছেন।

ব্যাংক খোলার নির্দিষ্ট সময় সকাল দশটা। এদিন এগারোটা বেজে গেলেও ব্যাংক খোলেনি। সার্ভিস ম্যানেজারের কাছে ব্যাংকের চাবি ছিল। তিনি অসুস্থ তাই ছুটিতে ছিলেন। আরেকটি চাবি ছিল ম্যানেজার ডিজে সিংয়ের কাছে। তিনি না আসায় ব্যাংক খোলা সম্ভব হয়নি।

গ্রাহকরা বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। অনেকে অপেক্ষা না করে ফিরেও যান। বাকিরা পরিষেবা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে বিক্ষোভ দেখানো শুরু করেন। এক ঘণ্টার পর কয়েকজন কর্মী পেছনের দরজা দিয়ে ব্যাংকে ঢোকেন। তাঁরা অবশ্য বিষয়টি নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

ব্যবসায়ী জগদীশপ্রসাদ ভগৎ বলেন, ‘এগারোটা বেজে গিয়েছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত ব্যাংকের কোনও কর্মীর পাত্তা নেই। ব্যাংকের দরজাও খোলেনি। শুনতে পাচ্ছি, ব্যাংকের ম্যানেজার মদ্যপ অবস্থায় থাকেন। নিয়মিত ব্যাংকে আসছেন না। বেশ কয়েকদিন ধরে তাঁর খোঁজ নেই। রিজিওনাল ম্যানেজারকে অভিযোগ জানাব।’

অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী মহম্মদ ইলিয়াস পেনশনের জন্য লাইফ সার্টিফিকেট জমা দিতে এসেছিলেন। তিনি বললেন, ‘ব্যাংক টাইমে না খোলায় কোনও কাজ করতে পারলাম না। মাঝে মাঝেই হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। প্রতিবাদ করে লাভ হচ্ছে না।’

সিমলা গ্রামের দুলেনা বিবির স্বামী অসুস্থ। তিনি তাই চিকিৎসার জন্য টাকা তুলতে এসে ফিরে গেলেন। হরিশ্চন্দ্রপুর ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক পবন কেডিয়া বলেন, ‘ব্যবসায়ীদের তরফে অভিযোগ পেয়েছি। ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসব।’

ব্যাংকের সামনে গ্রাহকদের বিক্ষোভ।

নিম্নমানের সামগ্রীতে কাজ

বিক্ষোভ দেখিয়ে হাসপাতালে ভবন নির্মাণ বন্ধ

হরষিত সিংহ

মালদা, ২১ নভেম্বর : হাসপাতালের ভবন তৈরিতে বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা। তবে কাজ দেখে সেটা বোঝার উপায় নেই। নিম্নমানের ইট ব্যবহার হচ্ছে বলে যেমন অভিযোগ সামনে এসেছে, তেমনি দোতলা ভবনে রড দেওয়া হচ্ছে কোথাও ১০ এমএম আবার কোথাও ১২ এমএম। বিষয়টি স্থানীয়দের নজরে আসতেই শুক্রবার বেশ কিছু গ্রামবাসী নির্মাণকাজ খতিয়ে দেখতে যান। ঠিকাদারি সংস্থা এমনকি হবিবপুর ব্লকের বুলবুলচণ্ডী আরএন রায় গ্রামীণ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে গেলেও কোনওরকম সহযোগিতা মেলেনি বলে জানিয়েছেন বাসিন্দারা। এরপরই তাঁরা বিক্ষোভ দেখিয়ে কাজ বন্ধ করে দেন।

শিডিউল মেনে কাজের দাবি জানিয়ে এলাকার বাসিন্দারা ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন। তাঁরা জানিয়েছেন, কাজ এতটাই নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে করা হচ্ছে যে, যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

এ ব্যাপারে হবিবপুর ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক বাবর আলি বলেন, ‘ভবন তৈরির কাজ জেলা থেকে হচ্ছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। অভিযোগ খতিয়ে দেখে যেন দ্রুত কাজটি চালু হয় সেই বিষয়ে জানানো হয়েছে।’

গোটা ঘটনায় আবার দুর্নীতির অভিযোগ তুলছেন অনেকে। স্থানীয় বাসিন্দা মনোজিৎ ভকতের কথায়, ‘সরকারি কাজ নিম্নমানের করা হচ্ছে। আগামীতে সমস্যা হবে বাসিন্দাদের। তাই আমরা চাইছি, সঠিক কাজ।

হাসপাতালের নির্মীয়মাণ ভবনের সামনে স্থানীয়রা। শুক্রবার।

এই ভবনটি তৈরি করতে গিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বড় বড় বেশ কয়েকটি গাছ কেটেছে। ফাঁকা জায়গা থাকতেও সেখানে ভবন তৈরি হচ্ছে। সরকারিভাবে এই ভবন নির্মাণ করার কী শিডিউল রয়েছে, কীভাবে কাজ হবে এই সমস্ত বিষয়ে জানতে চেয়ে লিখিত আবেদন জানিয়েছেন বাসিন্দারা।’

জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বুলবুলচণ্ডী আরএন রায় গ্রামীণ হাসপাতালে দ্বিতলবিশিষ্ট প্যাথলজি ল্যাবের জন্য ভবন তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। তবে ঠিকাদারি সংস্থা নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে সেই কাজ করছে বলে অভিযোগ সামনে এসেছে। বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এটি সাধারণ মানুষের পরিষেবার জন্য তৈরি হচ্ছে। কোনওরকম ত্রুটি থাকলে পরবর্তীতে সমস্যায় পড়তে হবে সাধারণ মানুষকেই। তাই সঠিক কাজের দাবিতে এদিন বিক্ষোভ দেখিয়ে কাজ বন্ধ করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা শুভঙ্কর মিশ্রের কথায়, ‘কাজে গরমিল পেয়েছি। তাই প্রতিবাদ জানিয়েছি। সঠিক কাজের দাবিতে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি। আশা করছি, ভালোভাবে কাজ হবে পরবর্তীতে।’

হাসপাতাল চত্বরে ভবন তৈরির ক্ষেত্রে আরও অভিযোগ তুলছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, হাসপাতাল চত্বরে ফাঁকা জায়গা থাকা সত্ত্বেও বেআইনিভাবে একাধিক গাছ কেটে সেখানে নির্মাণ হচ্ছে। বড় বড় তিনটি আম গাছ সহ একাধিক গাছ কাটা পড়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোনও মন্তব্য করতে চায়নি।

অভিযোগের ঝুলি

- ভবন নির্মাণে নিম্নমানের ইট ব্যবহার
- হাসপাতাল চত্বরে ফাঁকা জায়গা থাকা সত্ত্বেও বেআইনিভাবে একাধিক গাছ কেটে সেখানে নির্মাণ হচ্ছে
- হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে গেলেও কোনওরকম সহযোগিতা মেলেনি
- ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে লিখিত অভিযোগ বাসিন্দাদের

রায়গঞ্জ মেডিকেলে অ্যাম্বুল্যান্স ঢুকতেও সমস্যা

মাকে দেখতে এসে টোটোর ধাক্কায় জখম

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২১ নভেম্বর : রাজ্য বা জাতীয় সড়ক নয়, হাসপাতাল চত্বরেই টোটোর ধাক্কায় গুরুতর জখম হল এক শিশু। তার মা রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের স্ত্রীরোগ বিভাগে ভর্তি। শুক্রবার বাবার সঙ্গে মাকে দেখতে হাসপাতালে এসেছিল সে। টোটোর আঘাতে জখম শিশুটি মেডিকেলের সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন। এটাই একমাত্র ঘটনা নয়, শুধুমাত্র নভেম্বর মাসেই টোটোর ধাক্কায় বারোজন রোগীর পরিজন জখম হয়েছেন। টোটোর দৌরাত্ম্যে রীতিমতো তিতিবিরক্ত রোগীর পরিজনরা। রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে হাঁটাচলাই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এই ব্যাপারে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী অধ্যক্ষ প্রিয়ঙ্কর রায় বলেন, এই বিষয়ে আগেও রোগীকল্যাণ সমিতের বৈঠকে আলোচনা করেছি। পুলিশ প্রশাসনকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে। রোগীকল্যাণ সমিতির প্রাক্তন চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন, ‘বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। হাসপাতালের ভেতরে যাতে টোটো দাঁড়িয়ে থাকতে না পারে, সেই বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে।’

টোটোর দৌরাত্ম্যে চলা দায়।

সমস্যা যেখানে

- রোগী নিয়ে হাসপাতালে ঢুকে দাঁড়িয়ে থাকছে টোটোগুলি
- জরুরি বিভাগের সামনে রোজ যানজট
- অ্যাম্বুল্যান্সে রোগী এনে বিপাকে পড়তে হচ্ছে
- আউটডোরের সময়ে সবচেয়ে সমস্যা
- চলতি মাসে হাসপাতালেই টোটোর ধাক্কায় ১২ জন জখম

স্থানীয়রা বলছেন, সকাল থেকে বিপুল সংখ্যক টোটো হাসপাতাল ক্যাম্পাসে ঢুকে পড়ে। আউটডোরের টাইমে সংখ্যাটা সবচেয়ে বেশি। রায়গঞ্জ, ইটাহার, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ, করণদিঘি, মালদা জেলার চাঁচল সহ বিহার থেকেও অনেকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ আউটডোরে ডাক্তার দেখাতে আসেন। সেই রোগী ও পরিজনদের নিয়ে হাসপাতালে ঢুকে জরুরি বিভাগকে কার্যত পার্কিং জোন বানিয়ে ফেলেন টোটোচালকরা। এতে জরুরি বিভাগের সামনে যানজট তৈরি হয়। হাসপাতালে ঢোকার দুটি গেটের অবস্থাও একই। বহির্বিভাগের সামনেও রেহাই পায়নি যানজট থেকে। অনেক টোটো বিনা প্রয়োজনে হাসপাতাল ক্যাম্পাসে ঘুরে বেড়ায়। অ্যাম্বুল্যান্সে রোগী আনলেও হাসপাতালে ঢুকতে সমস্যা হয়। রায়গঞ্জ পুরসভা কর্তৃপক্ষ টোটো নিয়ন্ত্রণের জন্য বহুবার উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু, তা বাস্তবে কার্যকর হয়নি। বাসিন্দাদের দাবি, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রোগীদের নামিয়ে টোটো ফিরে গেলে যানজট হবে না। বেআইনি পার্কিং করলেই সমস্যা হয়। এমনিতে ক্যাম্পাসে বহু দোকান গজিয়ে উঠেছে। ফলে জায়গা অনেকটাই সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় টোটো নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে সমস্যা বেড়েই চলবে।

বিশ্ব মৎস্যজীবী দিবস পালিত

বালুরঘাট, ২১ নভেম্বর : শুক্রবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বিশ্ব মৎস্যজীবী দিবস পালন করল উত্তরবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম। বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখণ্ড পঞ্চায়েতের দ্বীপগ্রামে, বালুরঘাট শহরের যোগমায়া বাজার, পাওয়ারহাউস বাজার, রঘুনাথপুর বাজার, গঙ্গারামপুর ব্লকের পিরপাল, নারায়ণপুর বাজার, মহিপালে বিশ্ব মৎস্যজীবী দিবস পালন করা হয়েছে। ফোরামের তরফে জেলার বিভিন্ন মাছ বাজারের পাশাপাশি মৎস্যজীবী অধ্যুষিত গ্রামে সচেতনতা বৃদ্ধিতে একাধিক অনুষ্ঠান করা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কোঅর্ডিনেটর বিশ্বজিৎ বসাক জানিয়েছেন, মাছ চাষের জন্য জলাভূমিকে রক্ষা করার পাশাপাশি তা পরিষ্কার রাখার বার্তা দেওয়া হয়েছে। জলাভূমির পাট্টা যেন ঠিকাদারদের হাতে না দেওয়া হয়। তার পরিবর্তে তা যেন গরিব মৎস্যজীবীদের হাতে থাকে। সেই দাবিও তোলা হয়েছে।

প্রকল্পের উদ্বোধন

পতিরাম, ২১ নভেম্বর : নাজিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রামপুর কিসমত মাদ্রাসা দারুল উলুম প্রাঙ্গণে শুক্রবার একটি কমিউনিটি টয়লেট ও সোলার পাম্প প্রকল্পের উদ্বোধন হল। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের বরাদ্দ করা প্রায় ১০ লক্ষ টাকায় ওই কাজ করা হবে। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তামণি বিহা, বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ দীপা দাস মণ্ডল, মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আজিবুল মণ্ডল ও পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি চন্দনা বর্মন প্রমুখ। এই কাজ শুরু হওয়ায় খুশি এলাকার মানুষজন।

গোয়ালপাড়ায় তরুণের মৃত্যু

কুমারগঞ্জ, ২১ নভেম্বর : কুমারগঞ্জের গোয়ালপাড়া এলাকায় শুক্রবার সকালে একটি গাছে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। ওই ব্যক্তির নাম হরিদাস মুর্মু (২৮)। তাঁর বাড়ি পূর্ব গোবিন্দপুর এলাকায়। এদিন সকালে স্থানীয়রা তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে কুমারগঞ্জ থানায় খবর দেন।

পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট হাসপাতালে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

ডালখোলা, ২১ নভেম্বর : ডালখোলা পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ভূষামণি এলাকায় বৃহস্পতিবার রাতে ঘরের ভেতর থেকে এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতের নাম বিবেক দাস (৩৪)। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। বিবেকের বাড়িতে মা, স্ত্রী ও ৬ মাস বয়সি এক শিশুকন্যা রয়েছে। তিনি আর্থিক অনটনের কারণে দীর্ঘদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বলে পরিবার সূত্রে খবর।

ধর্ষণে তরুণের যাবজ্জীবন

অরিন্দম বাগ

মালদা, ২১ নভেম্বর : পরিকল্পনামাফিক কাজ থেকে ছুটি নিয়ে সহকর্মীর মেয়েকে ধর্ষণে এক তরুণের বিরুদ্ধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল মালদা জেলা আদালত। জরিমানা করা হয়েছে ৫০ হাজার টাকাও। অনাদায়ে আরও দুই বছর কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন জেলা আদালতের বিচারক রাজীব সাহা। এই মামলায় ২০২২-এর ১৮ মে চার্জশিট পেশ করে পুলিশ। ১৭ জনের সাক্ষীর ভিত্তিতে এদিন বিচারক রায় ঘোষণা করেন বলে জানান সরকারী আইনজীবী সার্থক দাস।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২২ সালের ২৭ মার্চ সহকর্মীর ১৫ বছরের মেয়েকে ধর্ষণ করেন রায়হান শেখ ওরফে হাব্বু। তাঁর বিরুদ্ধে ওইদিনই ইংরেজবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করে নাবালিকার পরিবার। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের পর তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, ওই নাবালিকার বাবা রাজমিস্ত্রি। তাঁর সঙ্গে কাজ করতেন রায়হান। ঘটনার দিন ওই নাবালিকার মা দিদির বাড়ি গিয়েছিলেন। তা জানার পরেই রায়হান সেদিন নাবালিকার বাবাকে বলে কাজ থেকে ছুটি নিয়েছিলেন। দুপুরে একাধিকবার বাড়িতে ফোন করে কেউ না থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেন অভিযুক্ত। তারপর সহকর্মীর বাড়িতে ঢুকে নাবালিকাকে একা পেয়ে ওড়না দিয়ে তার মুখ, হাত বাঁধে নিজের জামা দিয়ে। তারপর মেয়েটিকে ধর্ষণ করেন রায়হান। ঘটনার পর রায়হান চলে যেতেই মেয়েটি ফোন করে সমস্ত ঘটনা জানায় পরিবারের সদস্যদের। কিছুক্ষণের মধ্যে তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আদালতের রায়ে খুশি ওই নাবালিকার বাবা আদালত চত্বরে দাঁড়িয়ে বলেন, ‘পুলিশ এবং আইনজীবীরা সাহায্য করেছেন। মেয়ের প্রতি অন্যায়ের বিচার পেয়ে আমরা খুশি।’

স্বদেশের ইস্তফা গৃহীত, নতুন চেয়ারম্যানে ধোঁয়াশা

বরুণকুমার মজুমদার

ডালখোলা, ২১ নভেম্বর : দীর্ঘ টানাপোড়েন শেষে শুক্রবার ডালখোলা পুরসভার বোর্ড অফ কাউন্সিলার্সের বৈঠকে পাশ হয়ে গেল স্বদেশচন্দ্র সরকারের ইস্তফাপত্র। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে গত ১০ নভেম্বর চেয়ারম্যান পদে ইস্তফা দেন তিনি। তবে তাঁর ইস্তফাপত্র পাশ হলেও, নতুন চেয়ারম্যান কবে নির্বাচন হবে বা কে শপথ নেবেন, তা এদিনের বিওসি-র বৈঠকে চূড়ান্ত হয়নি। স্বদেশকে চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার দিনই নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে সুজনা দাসের নাম ঘোষণা করা হয়েছিল তৃণমূলের তরফে। কিন্তু সুজনাকে নিয়ে দলের মধ্যে তীব্র মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। কাউন্সিলারদের বড় একটি অংশ পালটা প্রার্থী দেওয়ার ঘোষণা করেন। তার প্রেক্ষিতেই এদিনের বৈঠকে নতুন চেয়ারম্যান সংক্রান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলে মনে করা হচ্ছে। জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন, ‘দলীয় নেতৃত্ব ও কাউন্সিলারদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে এই ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’

স্বদেশচন্দ্র সরকারের ইস্তফাপত্র পাশ হতেই চেয়ারম্যানহীন হয়ে পড়ল ডালখোলা পুরসভা। তৃণমূলের কোন্দলে শুক্রবারের বিওসি-র বৈঠকে নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে কোনও সিদ্ধান্ত না হওয়ায়, এমন পরিস্থিতি কতদিন চলবে বা সমস্যার সমাধান কবে হবে, তা স্পষ্ট নয়। এদিনের বৈঠকে ১৬ জন কাউন্সিলারের মধ্যে ভাইস চেয়ারম্যান সহ ১১ জন উপস্থিত ছিলেন। অনুপস্থিত দলীয় ৫ কাউন্সিলারকে নিয়ে তৃণমূলের মধ্যেই চর্চা শুরু হয়েছে।

ডালখোলা পুরসভায় বোর্ড অফ কাউন্সিলার্সের বৈঠক।

এদিনের বিওসি-র বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না বিদায়ি চেয়ারম্যান স্বদেশচন্দ্র ও দলের তরফে নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে ঘোষণা করা সুজনা।

স্বদেশ বলছেন, ‘ব্যক্তিগত কাজে কলকাতায় থাকায় বৈঠকে থাকতে পারিনি। কয়েকদিন পর ডালখোলায় ফিরব।’ আজকের বৈঠকে অনুপস্থিতির কারণ জানতে ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সুজনাকে ফোন করা হলে তিনি এই ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

> দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশ মেনে নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচনের দিন ও সময় কাউন্সিলারদের জানিয়ে দেওয়া হবে।
>
> **হাজি ফিরোজ আহমেদ**
> ভাইস চেয়ারম্যান

তবে চেয়ারম্যান পদে তাঁর দায়িত্বভার সংক্রান্ত প্রশ্নে তিনি বলছেন, ‘আমি দলের সৈনিক মাত্র। চেয়ারম্যান পদ নিয়ে দলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।’ এদিনের বৈঠকে পৌরহিত্য করা ভাইস চেয়ারম্যান হাজি ফিরোজ আহমেদ বলেন, ‘দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশ মেনে নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচনের দিন ও সময় কাউন্সিলারদের জানিয়ে দেওয়া হবে।’

বাংলাদেশি তরুণকে গ্রেপ্তারের দাবি পঞ্চায়েত প্রধানের

মৃতকে বাবা সাজিয়ে পরিচয়পত্র

দীপঙ্কর মিত্র

- গ্রামের এক মৃত ব্যক্তি খড়্গা রায়কে বাবার পরিচয় দিয়ে অজয় রায় নিজের ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করেন বলে অভিযোগ
- দালাল মারফত অজয় ভুয়ো পরিচয়পত্র তৈরি করেন বলে স্থানীয়দের অভিযোগ
- এক মহিলা নিজেকে অজয়ের স্ত্রী পরিচয় দিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরে এসআইআর-এর ফর্মের জন্য ঘোরাঘুরি করছেন
- কিন্তু পরিচয়পত্র না দেখাতে পারায় বিএলও তাঁকে ফর্ম দেননি

চর্চায় এসআইআর

এই স্কুলে ভোট দিতেন বাংলাদেশি তরুণ অজয় রায়।

রায়গঞ্জ, ২১ নভেম্বর : বাংলাদেশি এক তরুণের বিরুদ্ধে ভুয়ো পরিচয়পত্র তৈরি করার অভিযোগ উঠল। ঘটনাটি রায়গঞ্জ ব্লকের ১১ নম্বর বীরঘই গ্রাম পঞ্চায়েতের বুধোর এলাকার। অভিযোগ, অজয় রায় নামের এক বাংলাদেশি তরুণ কয়েক বছর আগে থেকে এই এলাকায় বসবাস করছেন। অজয় ওই গ্রামেরই এক মৃত ব্যক্তি খড়্গা রায়কে নিজের বাবার পরিচয় দিয়ে ভুয়ো পরিচয়পত্র তৈরি করেছেন বলে জানা গিয়েছে।

আশিস সাহা এই এলাকার বুথ লেভেল এজেন্ট (বিএলও) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আশিস বলেন, 'বেশ কয়েকদিন ধরেই একজন মহিলা নিজেকে অজয়ের স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়ে আমার কাছ থেকে এসআইআর-এর কাগজ চাইছেন। কিন্তু পরিচয়পত্র না দেখাতে পারায় আমি ওঁকে ফর্ম দিইনি।' ওই মহিলা পরিচয়পত্র দেখাতে না পারায় আশিসের সন্দেহ হয়। এর পাশাপাশি ওই মহিলা যে ঠিকানা দিয়েছিলেন সেখানে গিয়েও আশিস কাউকে খুঁজে পাননি। খোঁজ নিতে গিয়ে তিনি অজয় নিজের পরিচয়পত্রে যাঁকে বাবা বলে পরিচয় দিয়েছেন সেই ব্যক্তি অর্থাৎ খর্গর বাড়িতে যান। সেখানে গিয়ে আশিস জানতে পারেন, খড়্গা'র অজয় বলে কোনও ছেলেই নেই। প্রয়াত খর্গের স্ত্রী জয়ন্তী বলেন, 'আমার তিন ছেলে দয়াল, ধর্ম এবং তাপস। অজয় বলে আমার কোনও ছেলে নেই।' এরপর জয়ন্তী বিস্ফোরক অভিযোগ করেন, 'অজয়ের স্ত্রী গ্রামের কয়েকজন মাতব্বরকে ধরেছে। তাঁরা আমাকে প্রতিনিয়ত কাগজপত্র দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছেন যাতে অজয় এবং ওর স্ত্রী এসআইআর-এর ফর্ম ফিলআপ করতে পারে। আমি চাপের কাছে মাথানত করিনি। ওদের আমি কাগজ দেব না। আমি অজয় এবং ওর ভুয়ো কাগজপত্র তৈরি করে দেওয়া দালালের শাস্তি চাই।'

এই বিষয়ে মহকুমা শাসক তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বিএলও যদি এনকোয়ারি করে সন্তুষ্ট না হন তাহলে তিনি ওই ব্যক্তির ফর্ম বাতিল করে দিতেই পারেন। পরে শুনানির সময় আবার ওই ব্যক্তিকে ডাকা যেতে পারে।' প্রয়োজনে পরবর্তীতে অভিযুক্তর নামে থানায় অভিযোগ করা হতে পারে বলে মহকুমা শাসক জানিয়েছেন।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, আদতে বাংলাদেশি হলেও অজয়ের ভোটার এবং আধার কার্ড আছে। এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা এবং বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য খেলা চরে বলেন, 'কয়েকমাস আগে ওই ব্যক্তি আমার কাছে রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেটের জন্য এসেছিল। কিন্তু সঠিক প্রমাণপত্র দেখাতে না পারায় আমি ওকে সার্টিফিকেট দিইনি। বর্তমানে ও কাতারে আছে বলে শুনেছি। অজয় বাংলাদেশি। দালাল মারফত সব পরিচয়পত্র বের করেছে। তদন্ত করলেই সব বেরিয়ে আসবে।' কয়েকমাস আগে তিনি এই বিষয়ে প্রতিবাদ করতে গেলে স্থানীয়রা তাঁকে বিষয়টি চেপে যেতে বলেন বলে তিনি জানিয়েছেন। অজয়কে বাংলাদেশি হওয়ার অভিযোগে সম্প্রতি গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বলেও খেলা জানিয়েছেন।

এই বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি প্রধান সোনামণি রায় বলেন, 'আমি খড়্গা'র পরিবারকে ভালোমতো চিনি। অজয় বলে ওর কোনও ছেলে নেই। আমি বুধোর গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যকে বলেছি কোনওমতে যেন ও এসআইআর ফর্ম না পায়।'

রায়গঞ্জ
আদালত চত্বরে চোরের হানা

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২১ নভেম্বর : জেলা আদালত চত্বরে চোরের হানায় চাঞ্চল্য ছড়াল রায়গঞ্জ শহরে। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার ভোর সাড়ে ৫টা নাগাদ। পুলিশ ও আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোরের নির্জনতার সুযোগ নিয়ে এক দুষ্কৃতী রায়গঞ্জ জেলা আদালত চত্বরে ঢুকে নতুন ভবনের বাইরের দিকে থাকা এসি মেশিনের গ্যাস পাইপ ও পানীয় জল সরবরাহের পাইপলাইন কেটে দেয়। এরপর ওই দুষ্কৃতী পাইপের কাটা অংশ, তামার তার, ট্যাপলাইনের সকেট সহ কিছু সরঞ্জাম চুরি করে পালায় বলে অভিযোগ। বিষয়টি নজরে আসার পর জেলা জজের নির্দেশে এদিন বিকেলে রায়গঞ্জ থানায় চুরি ও সরকারি সম্পত্তি নষ্টের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন আদালতের নাজির। দুষ্কৃতীর সমস্ত কার্যকলাপ ধরা পড়েছে আদালত চত্বরে লাগানো একাধিক ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরায়। সিসিটিভি ক্যামেরার সেইসব ফুটেজ তুলে দেওয়া হয়েছে পুলিশের হাতে। অভিযোগের ভিত্তিতে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

খোদ জেলা আদালত চত্বরে ঢুকে চোরের এমন দুঃসাহসিক দৌরাত্ম্যে হতবাক আইনজীবীরা।

উত্তর দিনাজপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুজিত সরকার বলেন, 'আদালত চত্বরের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এমন চুরির ঘটনায় আমরা রীতিমতো হতবাক। চোরেদের এত বড় স্পর্ধা হল কী করে! আমরা চাই, পুলিশ দ্রুত অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নিক। সিসিটিভি ফুটেজে একজনকে দেখা গেলেও আমাদের অনুমান, এই ঘটনায় আরও দুষ্কৃতী জড়িত রয়েছে।'

তবে রায়গঞ্জ আদালত চত্বরে চুরির ঘটনা এই প্রথম নয়। এর আগেও আদালত চলাকালীন এই চত্বর থেকে একাধিক বাইক চুরির ঘটনা ঘটেছে। এই পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার স্বার্থে আদালত চত্বরে স্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প বসানোর দাবি তুলেছেন আইনজীবীদের একাংশ।

উত্তর দিনাজপুর জেলা দায়রা দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতের নাজির জয়ন্ত ঘোষ বলেন, 'পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। টাউনবাবু মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করছেন। আমরা চাই, পুলিশ অভিযুক্তকে চিহ্নিত করে দ্রুত গ্রেপ্তার করুক। এর সঙ্গে আরও কেউ জড়িত থাকলে তাদেরও চিহ্নিত করে ধরা হোক।'

হরিশ্চন্দ্রপুরে পুড়ল বাড়ি।

পুড়ে ছাই গোডাউন সহ পাঁচ বাড়ি

হরিশ্চন্দ্রপুর ও বুনিয়াদপুর, ২১ নভেম্বর : শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা নাগাদ হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার দৌলতনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সন্ধ্যাপ্রদীপ থেকে আগুন লেগে এক গোডাউন সহ পার্শ্ববর্তী পাঁচ বসতবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ঘটনাটি দৌলতনগর হাইস্কুলের পাশে হরিমোহন ঘোষের গোডাউনের। জানা গিয়েছে, গোডাউনটিতে গোবরাহাটের ব্যবসায়ীরা মালপত্র রাখতেন। গোডাউনে প্রতিদিন সন্ধ্যাপ্রদীপ দেওয়া হয়। সেখান থেকে এদিন হঠাৎ আগুন লেগে যায়। বিধ্বংসী আগুনে পার্শ্ববর্তী পাঁচটি কাঁচাবাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্থানীয়দের চিৎকারে গ্রামবাসী আগুন নেভাতে তৎপর হন। যদিও আগুন নিয়ন্ত্রণে আসেনি। ভস্মীভূত হয়ে যায় গোডাউন ও সংলগ্ন পাঁচটি বাড়ি।

খবর দেওয়া হয় দমকলে। তড়িঘড়ি একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। প্রায় দু'ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য দীপক মণ্ডল বলেন, 'গোডাউনটিতে হাটের ব্যবসায়ীরা তুলো, কাপড়, কাঠের সরঞ্জাম, মশলাপাতি রাখতেন। এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে আনুমানিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা। আমরা চাই প্রশাসন প্রত্যেকটি পরিবারকে সাহায্য করুক। পাশাপাশি আমাদের দাবি, হরিশ্চন্দ্রপুর দু'নম্বর ব্লক এলাকায় দমকলকেন্দ্র তৈরি করতে হবে। চাঁচল বা হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে দমকলের গাড়ি পৌঁছাতে ঘণ্টাদুয়েক সময় লাগে। তার মধ্যে সব পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।'

হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের বিডিও তাপস পাল বলেন, 'ঘটনা মর্মান্তিক। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রশাসনিক সাহায্য করা হবে।'

অন্যদিকে, বুনিয়াদপুরে এদিন দুপুরে মহাবাড়ি পঞ্চায়েত এলাকার শ্যামপুর গ্রামে ভবেশ সরকারের বাড়ির সামনে খড়ের গাদায় আগুন লাগে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ভবেশের বাড়ির সামনে ইলেক্ট্রিক পিলারের দুটি তার জড়িয়ে সেখান থেকে আগুনের ফুলকি এসে পড়ে খড়ের গাদায়। নিমেষের মধ্যে আগুন জ্বলে ওঠে। স্থানীয়রা এসে জল দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও ততক্ষণে খড়ের গাদার অর্ধেক ভস্মীভূত হয়ে যায়। দপ্তরের কর্মীরা ছিঁড়ে যাওয়া তার মেরামত করেন।

স্টেশনে ভেন্ডিং মেশিন চালু

রায়গঞ্জ, ২১ নভেম্বর : রায়গঞ্জ স্টেশনে শুক্রবার চালু হল তিনটি স্বয়ংক্রিয় টিকিট ভেন্ডিং মেশিন। স্টেশনে এই মেশিন থেকে লোকাল ট্রেনগুলির আনরিজার্ভ টিকিট কাটা যাবে। উত্তর দিনাজপুর রেল উন্নয়ন মঞ্চের সম্পাদক অঙ্কুশ মৈত্র বলেন, 'রায়গঞ্জ রেলস্টেশনের উন্নয়নের পাশাপাশি একাধিক নতুন রেল চালুর দাবিতে আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি। স্বয়ংক্রিয় টিকিট ভেন্ডিং মেশিন চালু হওয়ায় আমাদের একটা দাবি পূরণ হল।'

স্টেশনমাস্টার রাজু কুমার জানালেন, কোনও যাত্রী যদি এই মেশিন থেকে টিকিট কাটতে না পারেন সেক্ষেত্রে তাঁদের সাহায্যের জন্য মেশিন অপারেটর থাকবে।

দুইদিন আগেই কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম রায়গঞ্জ স্টেশন পরিদর্শনে এসেছিলেন। তারপর ওই পরিষেবা চালু হওয়ায় খুশি যাত্রীরা। রেলযাত্রী সুবোধ বিশ্বাস, শিক্ষিকা দীপিকা দত্ত, বধূ মৌসুমি মুখোপাধ্যায়রা জানালেন, আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি এদিন পূরণ হল। বড় স্টেশনগুলিতে ভেন্ডিং টিকিট মেশিন রয়েছে। সেই তালিকায় রায়গঞ্জ স্টেশনের নামও যুক্ত হল। এটি খুব খুশির খবর।

অঙ্কন প্রতিযোগিতা

রায়গঞ্জ, ২১ নভেম্বর : রায়গঞ্জ ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে শুক্রবার কন্যাশ্রীদের নিয়ে অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। নেশামুক্ত সমাজ গঠনের বার্তাকে সামনে রেখে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল দেবীনগর কেসিআর বিদ্যাপীঠ, দেবীনগর প্রমোদা সুন্দরী এবং মাড়াইকুড়া ইন্দ্রমোহন বিদ্যাপীঠের কন্যাশ্রীরা। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে দেবীনগর কেসিআর বিদ্যাপীঠের তিন পড়ুয়া। উপস্থিত ছিলেন বিডিও কালামউদ্দিন আহমেদ, জয়েন্ট বিডিও অমিত সাহা, নোডাল অফিসার সুভাষ আর্য প্রমুখ।

সুভাষ আর্য জানান, মালদায় দেবীনগর প্রমোদা সুন্দরী বিদ্যালয়ের পড়ুয়া আসমিনা খাতুনকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। সমাজের কোনও বাধা না মেনে নিজের বিয়ে সে নিজেই আটকেছিল। শুক্রবার পুরস্কার আনতে যাওয়ার সময়ও তাকে বাধা দেওয়া হয়েছিল।

কাজের বিরাম নেই। কোচবিহারের মরাডাঙা ইটভাটায়। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

সরকারি সাহায্য না পেয়ে দিশেহারা শ্রমিক

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২১ নভেম্বর : 'দিদিকে বলো'তে ফোন করে আশ্বাস পেয়ে চড়া সুদে ১৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে গুজরাট থেকে বালুরঘাটে ফিরেছিলেন এক পরিযায়ী শ্রমিক। কিন্তু সেই আশ্বাসের চার মাস পরেও গ্রামে কাজ তো মেলেইনি, রাজ্য সরকার থেকে সাহায্য বাবদ আর্থিক সাহায্যও পাননি। এদিকে, মহাজনের টাকা ফেরাতে না পেরে বিপদে পড়েছেন বালুরঘাট ব্লকের নাজিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের খোরনা গ্রামের বাসিন্দা কৃষ্ণকুমার বর্মন। তাঁর কথায়, ভেবেছিলাম সরকার থেকে আর্থিক সাহায্য পেলে ঋণ পরিশোধ করব। এতদিনেও সেই সাহায্য না পেয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছি। প্রতিদিন দিদিকে বলো-র নম্বরে ফোন করছি। সেখান থেকে বলছে- বিষয়টি প্রসেসিংয়ে রয়েছে। কাজ না পেয়ে আরও বিপদে পড়েছি।

এই ব্যাপারে ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ বলেন, সেই সময় ভিনরাজ্যে আটকে থাকা বাঙালিদের ফেরানোটুকু আমাদের কাজ ছিল।

গাড়ি চালিয়ে সংসার প্রতিপালন করা কৃষ্ণ ভালো উপার্জনের আশায় জুন মাসে স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে গুজরাট পাড়ি দেন। সেখানে একটি প্লাইউড কারখানায় কাজ শুরু করেন। কিন্তু হঠাৎ সেখানে বাংলাদেশি সন্দেহে ধরপাকড় শুরু হয়। এর ফলে তাঁকে কাজ হারাতে হয়। রাস্তাঘাটে বাংলাদেশি ভেবে সন্দেহের চোখে গালিগালাজ শুরু করলে বাধ্য হয়ে তিনি সপরিবারে গোপন ঠিকানায় লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হন। হাতের টাকা শেষ হয়ে যেতেই স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে আরও বিপদে পড়েন কৃষ্ণ। গুজরাটে গোপন আস্তানায় লুকিয়ে থাকেন। কিন্তু মাস গড়িয়ে গেলেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়ায় সমস্যা বেড়ে যায়। এরপরে কৃষ্ণ দিদিকে বলো-র নম্বরে ফোন করে তাঁদের বাড়ি ফেরানোর জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানান। কৃষ্ণকুমার বর্মনের দাবি, সব টাকা শেষ হয়ে যাওয়ায় দিদিকে বলো-র নম্বরে ফোন করে আর্থিক সাহায্যের আবেদন করেছিলাম।

> আমরা বাড়ি ফিরে এলেও এখানে কাজ পাইনি। প্রবল অর্থসংকটে সংসার চালাচ্ছি। ধার পরিশোধ করতে না পেরে পতিরামের ব্যবসায়ীর বাড়ির রাস্তা দিয়ে চলাচল বন্ধ করতে হয়েছে।
>
> **চন্দনা রায়** *শ্রমিকের স্ত্রী*

এরপর আমাদের খোঁজখবর করে গুগল পে নম্বরও নেওয়ায় আমরা আশায় বুক বেঁধেছিলাম। প্রশাসনের তরফে টাকা পাবার আশ্বাস পেয়েই আমাদের মনের জোর বেড়েছিল। এরপরই পতিরামের একজন ব্যবসায়ীর থেকে চড়া সুদে ১৫ হাজার টাকা অনলাইনে ঋণ নিয়ে গ্রামে ফিরে আসি। কিন্তু এতদিনেও সাহায্যার্থ পাইনি। শ্রমিকের স্ত্রী চন্দনা রায় বলেন, 'আমরা বাড়ি ফিরে এলেও এখানে কাজ পাইনি। প্রবল অর্থসংকটে সংসার চালাচ্ছি। ধার পরিশোধ করতে না পেরে পতিরামের ব্যবসায়ীর বাড়ির রাস্তা দিয়ে চলাচল বন্ধ করতে হয়েছে।'

এই ব্যাপারে তৃণমূলের জেলা নেতা সুভাষ চাকি বলেন, ওঁরা বাড়ি ফিরে আসার পর আমাদের দলীয় নেতৃত্ব বা জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কোনওরকম যোগাযোগ করেননি। আমরা না জানলে ওঁদের পাশে থাকব কীভাবে? বিজেপি জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী বলেন, কোথাও বাংলাভাষীদের উপর আক্রমণ হয়নি। না হলে প্রতিদিন শয়ে-শয়ে পরিযায়ী শ্রমিক ভিনরাজ্যে যেতেন না। তবুও তৃণমূল মিথ্যা প্রচার চালিয়েছিল। উসকানি দিয়েছে, নানারকম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সেগুলো যে মিথ্যে ছিল, এই ঘটনা সেটা প্রমাণ করে।

প্রতারণা রুখতে প্রচার

বালুরঘাট, ২১ নভেম্বর : এসআইআর-এর ফর্ম থেকে ফোন নম্বর পৌঁছাতে পারে সাইবার প্রতারকদের কাছে। সেই নম্বর থেকে কেউ প্রতারণার শিকার হতে পারেন। এবিষয়ে সকলকে সতর্ক করতে শুক্রবার থেকে এলাকায় পোস্টার সাঁটিয়ে প্রচার শুরু করেছেন বালুরঘাটের এক বিএলও। মৃণাল রায় নামে ওই বিএলও জানান, বিএলও কখনও ফোন করে ওটিপি চান না। যদি এরকম ফোন কারও কাছে আসে তাহলে কেউ যেন ওটিপি না দেন। এই একই বিষয়ে সকলকে সতর্ক করতে প্রচারে নেমেছে দক্ষিণ দিনাজপুর সাইবার ক্রাইম থানা।

কর্মশালা

রায়গঞ্জ, ২১ নভেম্বর : পশ্চিম দিনাজপুর চেম্বার অফ কমার্সের উদ্যোগে শুক্রবার সংস্থার সভাকক্ষে বাণিজ্য কর এবং প্রবেশ কর মেটানোর বিষয়ে ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটি বিশেষ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বাণিজ্য কর বিভাগের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা বিস্তারিত আলোচনা করেন। বণিকসভার সাধারণ সম্পাদক শংকর কুণ্ডু বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজস্ব বিভাগ বকেয়া বাণিজ্য কর এবং প্রবেশ কর নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ সুযোগ দিচ্ছে। এই প্রকল্পে বকেয়া বিবাদিত করের ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ এবং প্রবেশ করের ক্ষেত্রে ৭৫ শতাংশ মেটাতে হবে। এতে সুদ, জরিমানা এবং বিলম্বজনিত বকেয়া থেকে অব্যাহতি পাবেন ব্যবসায়ীরা।'

নিখোঁজ

বালুরঘাট, ২১ নভেম্বর : এক নাবালিকার নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনায় বালুরঘাটের একটি গ্রামে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে স্কুল যাওয়ার জন্যে বাড়ি থেকে বেরোয় সে। তারপর থেকে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ওই ছাত্রীর পরিবার বালুরঘাট থানার দ্বারস্থ হয়েছে। অভিযোগ পেয়ে ছাত্রীর খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

রক্তদান শিবির

হিলি, ২১ নভেম্বর : হিলি গভর্নমেন্ট পলিটেকনিকের উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হল। শুক্রবার দুপুরে ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে রক্তদান শিবিরের সূচনা করা হয়। শিবিরে ৫০ জন রক্তদান করেন।

টিন কেটে দোকানে চুরি

সামসী, ২১ নভেম্বর : এক ইলেক্ট্রিক মেকানিকের দোকানের টিন কেটে চুরি হল বৃহস্পতিবার মাঝরাতে। চাঁচল-২ ব্লকের চন্দ্রপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বলরামপুর নিউ মার্কেটের ঘটনা।

দুষ্কৃতীরা দোকান থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল একাধিক সামগ্রী চুরির পাশাপাশি নগদ পাঁচ হাজার টাকাও নিয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ করেন দোকান মালিক অলেমান মহম্মদ। এই ব্যাপারে তিনি শুক্রবার চাঁচল থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন।

অলেমান বলেন, 'বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পরে দোকান বন্ধ করে বাড়ি যাই। শুক্রবার দোকান খুলতে গিয়ে দেখি দোকানের সবকিছু লন্ডভন্ড হয়ে রয়েছে। দোকানের পেছনের দিকে টিন কেটে দুষ্কৃতীরা দোকানে ঢোকে। বেশ কিছু ফ্যান, ব্যাটারি ও ইলেক্ট্রিক্যাল সামগ্রী চুরি হয়েছে। দোকানের ক্যাশ বাক্সের পাঁচ হাজার টাকাও উধাও। আমি গরীব মানুষ। ঋণ করে দোকান করেছি। এখন কী করব বুঝতে পারছি না।'

এলাকার এক বাসিন্দা মহম্মদ আলি জিন্নাহ জানালেন, বলরামপুর নিউ মার্কেটে ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে যাতে প্রতি রাতে এলাকায় সিভিক পুলিশ মোতায়েন করা হয় সেই ব্যাপারটি তিনি চাঁচল থানায় জানাবেন।

চাঁচল থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, চুরির বিষয়ে একটি অভিযোগ পেয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। পাশাপাশি বলরামপুর নিউ মার্কেটের নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পুজো কমিটিকে পুরস্কার

বুনিয়াদপুর, ২১ নভেম্বর : পুজোর সময় জেলা পুলিশের উদ্যোগে উদ্যোক্তাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' বিষয়ক নাটকের প্রতিযোগিতা। পথ নিরাপত্তা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে প্রতি বছরের মতো জেলার বিভিন্ন প্রান্তের পুজো কমিটি প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। সম্প্রতি বিচারকরা নাটকের প্রচারপদ্ধতি, জনসচেতনতা বাড়ানো এবং সৃজনশীলতা বিবেচনা করে ফলাফল ঘোষণা করেছেন। জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে বুনিয়াদপুরের শেরপুর বারোয়ারি দুর্গাপুজো কমিটি। তাদের অনবদ্য থিম, অভিনব প্রচারপদ্ধতি এবং পথনিরাপত্তার বার্তা তুলে ধরার সৃজনশীল উপস্থাপনা সকলের নজর কাড়ে। নবমীর সন্ধ্যায় 'রাজকুমারীর বায়না' নাটকটি মঞ্চস্থ করে তারা। শুক্রবার জেলা পুলিশের তরফে পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল, বালুরঘাট পুলিশ লাইনে পুজো কমিটি সদস্যদের হাতে ৪৫ হাজার টাকার চেক ও ট্রফি দেন।

কেনরা বैंक Canara Bank
সিন্ডিকেট Syndicate
দাবির বিজ্ঞপ্তি
ধারা ১৩(২)

আঞ্চলিক কার্যালয়: শিলিগুড়ি, হোম লোন বিজনেস সেন্টার,
তৃতীয় তল, থার্ড মাইল, সেবক রোড, পোস্ট- সালুগড়া, থানা- ভক্তিনগর
জেলা- জলপাইগুড়ি, পিন- ৭৩৪ ০০৮

প্রসঙ্গ: আরওএসএলজি/আরআরএল/সারফায়েসি/সিবি-১৯৫৪৭/২৮২/২০২৫-২৬ তারিখ: ১৯.১১.২০২৫
প্রতি,
১. মাস্টার সৈকত রায়, পিতা- স্বর্গীয় সুকুমার রায়, নাবালকের প্রতিনিধিত্ব করছেন তার মা মিসেস কৃষ্ণা রায়
২. মাস্টার নিহালদীপ রায়, পিতা- স্বর্গীয় সুকুমার রায়, নাবালকের প্রতিনিধিত্ব করছেন তার মা মিসেস কৃষ্ণা রায়
৩. জয়ন্তী রায়, স্বর্গীয় সুকুমার রায়ের মা
৪. মিসেস কৃষ্ণা রায়, স্বামী- স্বর্গীয় সুকুমার রায়
সবার বাসস্থান: সামসিং মাতালহাটি, দিনহাটা, কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬১৩৫
মাননীয় মহাশয়/মহাশয়া,
বিষয়: সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (এরপর "উক্ত অ্যাক্ট" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে জারি করা বিজ্ঞপ্তি।
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২, এরপরে "অ্যাক্ট" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে- এর অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী, কানাড়া ব্যাঙ্ক, কোচবিহার-২ শাখার (ডিপি কোড- ১৯৫৪৭) অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে এতদ্বারা আপনাকে নিম্নরূপ এই বিজ্ঞপ্তিটি জারি করছি:
আপনি স্বর্গীয় সুকুমার রায় এবং মিসেস কৃষ্ণা রায়, (এরপরে "উক্ত ঋণগ্রহীতা" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে) (এখানে নিম্নে "তপশীল ক"-তে বিস্তারিত বর্ণিত) "তপশীল খ এবং ঘ"- এ উল্লেখিত ঋণের সুবিধা/সুবিধাগুলি এবং দায়ভার গ্রহণ করেছেন এবং তপশীল গ- এ উল্লেখ করা সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির প্রেক্ষিতে কানাড়া ব্যাঙ্কের (সুরক্ষিত পাওনাদার) পক্ষে নিরাপত্তা চুক্তি/গুলিতে প্রবেশ করেছেন। উক্ত চুক্তির শর্তাবলী অনুসারে আপনি উল্লেখিত পরিমাণ পরিশোধ করার জন্য উক্ত চুক্তির নিয়ম ও শর্তাবলী অনুসারে স্পষ্ট অঙ্গীকারের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করেছেন।
আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি যে সুকুমার রায় প্রয়াত হয়েছেন।

তপশীল- ক

ক্র.নং.	নাম	ঠিকানা
১.	স্বর্গীয় সুকুমার রায়	প্রয়াত
২.	মিসেস কৃষ্ণা রায়	সামসিং মাতালহাটি, দিনহাটা, কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬ ১৩৫

তপশীল- খ এবং ঘ
[ঋণগ্রহীতা দ্বারা উপলব্ধ ঋণের সুবিধা/গুলির বিস্তারিত বিবরণ]

ঋণের ধরন (ঋণ অ্যাকাউন্ট নং)	ঋণের পরিমাণ (টাকায়)	দায়ভার ১৮.১১.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত	সুদের হার
হাউজিং লোন (১৬০০০০৪০৯১৩০)	৩৫,২২,০০০.০০ টাকা	২৮,৮৯,৩৭৮.৭৭ টাকা	১০.৩৫%

উপরে উল্লেখিত উক্ত ঋণ/ঋণ সুবিধাগুলি আপনার দ্বারা আমাদের পক্ষে সম্পাদিত প্রাসঙ্গিক নথির ভিত্তিতে যথাযথভাবে সুরক্ষিত সম্পদের বন্ধক হিসেবে এখানে তপশীল খ-তে আরও সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত, যেহেতু আপনি নির্ধারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী অনুসারে আপনার দায় পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই ব্যাঙ্ক ১৮.১১.২০২৫ তারিখে ঋণটিকে নন পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করেছে। অতএব, আমরা এতদ্বারা আপনাকে উক্ত অ্যাক্টের ধারা ১৩(২) এর অধীনে এই বিজ্ঞপ্তিটি জারি করছি যাতে বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ষাট (৬০) দিনের মধ্যে আপনার দায় পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হচ্ছে যার পরিমাণ ২৮,৮৯,৩৭৮.৭৭ টাকা (আঠাশ লক্ষ উননব্বই হাজার তিনশো আটাত্তর টাকা এবং সাতাত্তর পয়সা মাত্র) ১৮.১১.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত একই সঙ্গে ১৯.১১.২০২৫ থেকে লাগু হওয়া ভবিষ্যতের সুদের হার, অন্যথায় আমরা উক্ত অ্যাক্টের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে সমস্ত বা যে কোনও অধিকার প্রয়োগ করব।
এছাড়াও, আমাদের পূর্ব সম্মতি ব্যতীত, তপশীল গ- তে উল্লেখিত যে কোনও সুরক্ষিত সম্পত্তির সাথে যে কোন লেনদেন করা থেকে আপনাকে বিরত থাকতে বলা হচ্ছে। এটি আইন এবং/বা বলবৎ অন্য কোনও আইনের অধীনে আমাদের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও অধিকারের প্রতি কোনও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে না।
সারফায়েসি অ্যাক্টের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে আমাদের দ্বারা পুনরায় ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।
শাখার রেকর্ড অনুযায়ী আপনার সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় স্বীকৃতিনামা সহ নিবন্ধিত ডাকযোগে আপনাকে দাবির বিজ্ঞপ্তিটি পাঠানো হয়েছে।

তপশীল- গ
সুরক্ষিত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ
স্থাবর: জমির সমস্ত অংশের পরিমাণ প্রায় ৩.১৬০ শতক সঙ্গে ভবন জেলা- কোচবিহারের অধীনে, থানা এবং এ.ডি.এস.আর অফিস- দিনহাটা, জে.এল নং ১০৮, রেভিনিউ সার্ভে (ঠক) নং ৭১৪, মৌজা- দিনহাটা, তৌজি নং ১১৯৬/২৫৯৮, আর.এস খতিয়ান নং ৫৬০- এর অন্তর্গত, মোট জমি ১৭২৮ বর্গফুট বা ২ কাঠা, ৮ ধুরে বা ৩.১৬ শতক, আর.এস প্লট নং ৩০৪ এবং সম্পর্কিত এল.আর প্লট নং ৪৯৫, সম্পর্কিত এল.আর প্লট নং ৪৯৫- এ নথিবদ্ধ, সম্পর্কিত এল.আর খতিয়ান নং ২৫১৪, ১১৮৯৮- এ নথিবদ্ধ। সীমানায় রয়েছে: উত্তরে- ১০ ফুট চওড়া পিচ রাস্তা, দক্ষিণে- স্বদেশ নারায়ণ ঘোষের সম্পত্তি, পূর্বে- মনীশ চন্দ্র ঘোষের সম্পত্তি, পশ্চিমে- দীনেশ চন্দ্র ঘোষের সম্পত্তি।
স্বত্বের ধারক: স্বর্গীয় সুকুমার রায়ের আইনি উত্তরাধিকারীগণ
সেরসাই আইডি: ৪০০০৫৮১৭৭৪৮৯

তারিখ: ১৯.১১.২০২৫ / স্থান: শিলিগুড়ি — অনুমোদিত আধিকারিক / কানাড়া ব্যাঙ্ক

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১ কোটির বিজয়ী হলেন
উত্তর ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা সঞ্জয় রায় - কে 23.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 89C 78770 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "টিকিটটি যখন কিনেছিলাম, তখন খুব বেশি আশা ছিল না। আশেপাশে এত বিজয়ী দেখে শুধু একটু আশা জেগেছিল। কিন্তু এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিততে আমি সত্যিই অবাক আর আনন্দিত। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ, আমাদেরকে ভালো ভবিষ্যৎ গড়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ছাই-এ ঢেকেছে জাতীয় সড়ক

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২১ নভেম্বর : বাংলা ও বিহারের মধ্যে সংযোগকারী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। ইতিমধ্যে গাজল থেকে চাঁচল হয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর পর্যন্ত সড়ক তৈরি হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে বিহার পর্যন্ত দুই রাজ্যের মধ্যে সংযোগকারী মিসিং লিংক প্রোজেক্ট-এর কাজ চলছে। এই অংশটি অনেকটা নীচু। তাই এই অংশটি ভরাট করে উঁচু করার জন্য ফরাক্কা ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন থেকে ফ্লাই অ্যাশ (ছাই) নিয়ে আসা হচ্ছে। ডাম্পারের ট্রলি বোঝাই করে এগুলি নিয়ে আসাতে তৈরি হয়েছে সমস্যা।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, ডাম্পার বোঝাই করে দ্রুতগতিতে ফ্লাই অ্যাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এতে ওই ডাম্পারগুলো থেকে ছাই-এর অংশ এসে রাস্তায় পড়ছে। আর এতেই সমস্যায় পড়ছেন নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন যানবাহনগুলি। এরপর সেগুলো শুকিয়ে রাস্তায় এমন ধুলো হচ্ছে যে তাতে শ্বাসকষ্ট থেকে শুরু করে চোখ মুখ জ্বালা করছে। ধুলোয় ঢেকে যাচ্ছে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের চাঁচল-হরিশ্চন্দ্রপুরগামী রাস্তা।

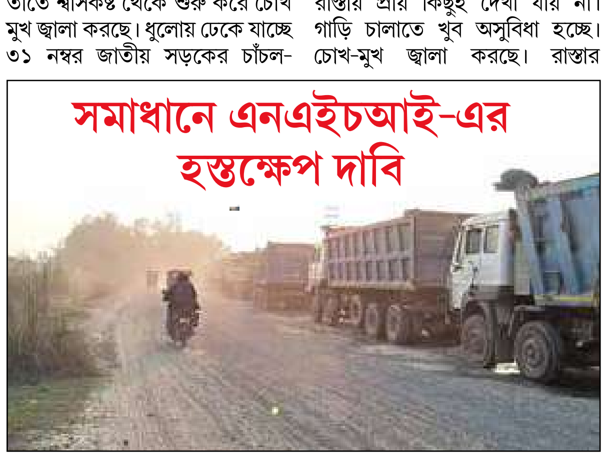

জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে রয়েছে ফ্লাই অ্যাশ বোঝাই ডাম্পার।

এই রাস্তা দিয়ে যাত্রী পরিবহণ করা এক গাড়িচালক মনজুর আলির কথায়, 'ছাই-এর ধুলোর জন্য রাস্তায় প্রায় কিছুই দেখা যায় না। গাড়ি চালাতে খুব অসুবিধা হচ্ছে। চোখ-মুখ জ্বালা করছে। রাস্তার দৃশ্যমানতাও কমে যাচ্ছে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে সমস্যা সমাধানে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।'

রহমতপুর এলাকার বাসিন্দা মুখলেসুর রহমানের বক্তব্য, 'ডাম্পারগুলো দ্রুতগতিতে চলাচল করায় ডাম্পারের ট্রলি থেকে রাস্তাজুড়ে ছাই পড়ছে। এতে মোটরবাইক বা ছোট গাড়ির চালকেরা বিপাকে পড়ছেন। কারণ, রাস্তায় ছাই জমে থাকায় চাকা স্লিপ করছে। এদিকে বাইকচালকদের হেলমেট থাকা সত্ত্বেও চোখে বালির ঝাপটা লাগছে। এই অবস্থায় হঠাৎ করে ব্রেক কষলে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারানোর আশঙ্কা বাড়ছে।

এবিষয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের দাবি, ডাম্পারের ট্রলিগুলিতে ঢাকা দিয়েই ছাই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তবে এব্যাপারে গাড়িচালকদের আরও সচেতন করা হবে যাতে তাঁরা সাবধানে ফ্লাই অ্যাশ পরিবহণ করেন।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৮৩ সংখ্যা, শনিবার, ৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

বড় দায়িত্ব

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো ভারতে আন্তর্জাতিক শিশু দিবস পালিত হল ২০ নভেম্বর। অবশ্য ১৪ নভেম্বর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মদিনে এদেশে শিশু দিবস পালিত হয়। যে দিনটিকেই পালন করা হোক না কেন, বর্তমান ভারতে অধিকাংশ শিশু ভালো নেই। শুধু অতিরিক্ত পড়াশোনা নয়, আরও অনেক বিষয়ে বাকিদের থেকে এগিয়ে থাকার চাপ তাদের ওপর।

সমাজ এমনভাবে শিশুদের গড়েপিঠে নিচ্ছে যাতে তারা যেন কোনও ভুল করতেই পারে না। ভুল হলে শিশুটিকে বকাবকি থেকে রেহাই দেওয়া হচ্ছে না। বরং শাসনের নামে অন্যদের সামনে এমনভাবে অপমান করা হচ্ছে যাতে শিশুটি মানসিক অবসাদের শিকার হয়। অনেক সময় চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। শিশু-কিশোরদের এই বিপজ্জনক মানসিকতা ক্রমশ শাখাপ্রশাখা বিস্তার করছে।

দিল্লির নামজাদা একটি স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র শৌর্য পাতিল কিংবা জয়পুরের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রীটির ঘটনায় তা স্পষ্ট। এতে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকের উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে বৈকি। শৌর্যের 'অপরাধ' ছিল, স্কুলের অনুষ্ঠানের মহড়ায় সে ঠিকমতো নাচতে পারেনি। শুধুমাত্র এই কারণে শিক্ষক এমনভাবে তাকে তার সহপাঠীদের সামনে বকাবকি করেন যে, অপমানে কাঁদতে শুরু করে সে।

কান্না থামানোর বদলে তিরস্কার করে শৌর্যকে শিক্ষক জানিয়ে দেন যে, যত ইচ্ছে কাঁদলেও তাঁর কিছু আসে যায় না। শেষমেশ মেট্রো লাইনে ঝাঁপ দিয়ে যাবতীয় অপমানের জবাব দিয়েছে শৌর্য। এই ঘটনায় ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু হয়েছে। স্কুলের চারজন শিক্ষককে সাসপেন্ড করা হয়েছে। কিন্তু সন্তানহারা বাবা-মায়ের কোলে ছেলের ফিরে আসার আর সম্ভাবনা নেই।

জয়পুরের ৯ বছরের ছাত্রীটি অভিজাত স্কুলের বারান্দা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার পর তাকে গত ১৮ মাস লাগাতার নানাভাবে উত্ত্যক্ত, হেনস্তা করার অভিযোগ উঠেছে সহপাঠীদের বিরুদ্ধে। স্কুলের শিক্ষকদের সমস্যাটি বারবার জানালেও তাঁরা গুরুত্ব দেননি বলেও অভিযোগ। সিবিএসই-র তদন্ত রিপোর্টে এমন তথ্য উঠে এসেছে।

আবার মধ্যপ্রদেশের রেওয়া জেলার একটি বেসরকারি স্কুলে দুই আঙুলের ফাঁকে পেন চেপে ধরে শাস্তি দেওয়া হয়েছে অভিযোগে একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রীকে অপমানে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হতে হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। এক্ষেত্রেও অভিযোগের আঙুল শিক্ষকের বিরুদ্ধে। কেন বারবার এমন হচ্ছে, তা খুঁজে বের করার দায় সমাজেরও।

সরকারি স্কুলগুলিতে শিক্ষার শোচনীয় হালের কারণে বাবা-মায়েরা বেশি টাকাপয়সা খরচ করে ছেলেমেয়েদের নামীদামি বেসরকারি স্কুলে পাঠান। সেই সমস্ত স্কুলে যে শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য ও তার বিকাশের দিকে ঠিকমতো নজর দেওয়া হয় না, সেটা এই আত্মহত্যার ঘটনাগুলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

সমস্ত শিশুই পড়াশোনা, খেলাধুলো, ছবি আঁকা, নাচগান ইত্যাদি সব কাজে নিখুঁত হবে- এমন প্রত্যাশা করা উচিত নয়। প্রত্যেক শিশুর নিজস্ব কিছু গুণ থাকে। কার কী প্রতিভা রয়েছে তা খুঁজে বের করা শিক্ষকদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। যদিও এর কোন ব্যবস্থা ভারতে নেই। থাকলেও সবার পক্ষে সেই সুযোগ গ্রহণ নয়। এদেশের স্কুল শিক্ষায় হাজারো ত্রুটি। অতীতেও ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি এখন এতটাই ভয়াবহ যে স্কুল আর নিরাপদ থাকছে না ছেলেমেয়েদের জন্য।

সবটাই সবক্ষেত্রে স্কুলের দোষ নয়। অনেক ছেলেমেয়ের পারিবারিক সমস্যাও থাকে। সমস্যা সমাধানের জন্য অভিভাবকদের সঙ্গে স্কুল কর্তৃপক্ষের নিয়মিত বৈঠক করা দরকার। শিশুকে শারীরিক-মানসিকভাবে সুস্থ রাখার দায়িত্ব যতটা বাবা-মা সহ পরিবারের, ততটাই স্কুলের। প্রতিটি শিশুর দিকে তাই স্কুলগুলির যথেষ্ট নজর দেওয়া উচিত। প্রয়োজনে নিয়মিত মনোবিদের কাছে কাউন্সেলিংয়েরও ব্যবস্থা করা দরকার।

শিশুদের মনের জানলাগুলি ঠিকমতো খোলা না হলে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হতে বাধ্য।

অমৃতধারা

অন্নপূর্ণাকে কিছুতেই কেহ ক্ষয় করিতে পারে না। অতএব সর্বদা অন্নপূর্ণার দাস হইয়া থাকুন। লোকসকল স্বস্ব ভাগ্যানুসারে সুখ দুঃখাদি উপভোগ করিয়া এই জগতে শত্রু মিত্রাদি শুভ অশুভ কারণজালে আটক পরিয়া লাঞ্ছনা পাইয়া থাকে। অতএব সর্বদা ভাগ্য অন্নপূর্ণার নিকট রাখিয়া নিষ্কণ্টক পদ সত্যের আশ্রয় লাভ করুন, যাহার আশ্রয় ভুলিয়া লোকে নানারূপ সুখদুঃখ শুভাশুভ বন্ধনে পড়িয়া ঊর্ধ্ব অধগতিতে ভ্রমণ চক্রে ঘুরিয়া পড়ে। এই চক্র হইতে এক মুক্তির উপায় হইতেছে সত্যব্রতের দাস অভিমান অর্থাৎ অন্নপূর্ণার স্থান, যেখানে বিশ্বনাথ থাকেন। বাসনাই বন্ধনের হেতু। বাসনা হইতেই সত্যশক্তি ভুলিয়া কর্তৃত্বাভিযোগে অস্থায়ীর দ্বারা প্রকৃতির গুণের বিবৃতি হইয়া সত্যবস্তুকে স্মরণ করিতে পারে না।

-শ্রীশ্রী কৈবল্যনাথ

ইউনূস সাহেব যদি ভেবে দেখেন!

আজকের বাংলাদেশে সমস্যা প্রচুর। তবু চর্চায় শুধু হাসিনা। ভারত কিন্তু হাসিনাকে কিছুতেই বাংলাদেশে পাঠাবে না।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

বাংলাদেশের কোনও কাগজেই আর শেখ হাসিনার একটা লাইন বিবৃতির খবর থাকে না। আওয়ামী লিগের নেতাদের কথাও নয়। খবর বেরোলেই ইউনূস সরকারের কোপ পড়বে সেই সংবাদপত্রের মালিক এবং সাংবাদিকদের ওপর।

না, না, এ রকম কিছুই তো হয়নি! বাংলাদেশে এখন গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতার সেরা সময় চলছে মুহাম্মদ ইউনূসের হাত ধরে! এত ভালো ভালো অর্থনৈতিক উন্নতির সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন, ইউনূসকে ধন্য ধন্য করছে বহির্বিশ্ব! তাঁর উপদেষ্টারা সোনার টুকরো, একজনেরও দুর্নীতির খবর নেই! সংবাদপত্রে আজকের মতো স্বাধীনতা অতীতে কোনও আমলেই ছিল না বাংলাদেশে! কবরে শুয়ে শেখ মুজিবুর রহমান এবং জিয়াউর রহমান দুজনেই কিন্তু জেনে রাখুন।

শেখ হাসিনার ফাঁসির সিদ্ধান্ত হয়েছে, বেশ হয়েছে! বাংলাদেশ এবার তাদের হীরের টুকরো ছেলে পিনাকী ভট্টাচার্যকে বিদেশ থেকে জামাই আদর করে ডেকে আনুক না! পিনাকী, পিনাকীরাই এখন বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের আদর্শ!

কী বলছেন? পিনাকীর মতো অনেকেই দেশে বিশাল অপরাধ করে পালিয়ে বিদেশে লুকিয়ে আছেন! চরম মিথ্যেবাদী ও স্ববিরোধিতার চূড়ান্ত প্রচারলোভী পিনাকী? একদম ভুল শুনেছেন! পিনাকী বাংলাদেশের স্বার্থেই পলাতক, লুকিয়েও আছেন বাংলাদেশের স্বার্থে! যা বলে থাকেন, বলে বলে বাংলাদেশি মানুষদের 'বীর সংগ্রামী' গড়ে তুলেছেন, এমন নজির মুজিব বা জিয়ারও নেই! ক্রিকেটার সাকিবেরও এমন অবদান নেই দেশের প্রতি, যা পিনাকীর রয়েছে। বাংলাদেশের একমাত্র হিন্দু, যাঁকে জামায়েতিরা প্রশংসায় ভরিয়ে দেন!

পিনাকী এবং তাঁর মতো পলাতক ইউটিউবারদের এনে ইউনূস সরকার খুব শিগগিরই বাংলাদেশরত্ন দিতে পারত তো! কেন দিচ্ছে না বলুন তো? অন্যায়, অত্যন্ত অন্যায় এটা ইউনূস সাহেব! বঙ্গবন্ধু শিরোপাটাই আপনি মৃত মুজিবের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে পিনাকীর মতো লোকদের দিয়ে দিতে পারেন! দেশের মানুষের এরকমই হওয়া উচিত! নানা অপরাধ করে দেশ ছেড়ে পালিয়ে বেশ করেছেন পিনাকী! জাল ওষুধ, চিনা সেক্স ট্যাবলেট, ইয়াবা বিক্রি করেছেন তো কী, বড় বড় উত্তেজক কথা তো বলতে পারেন!

আমি শুধু ভাবছি, বাংলাদেশের রাস্তায় মিছিল হচ্ছে না কেন! যেখানে আওয়াজ উঠবে, পিনাকীর মতো পলাতকদের ফিরিয়ে এনে বিশ্বজয়ীর সংবর্ধনা দেওয়া হোক!

বাংলাদেশের মিছিলগুলোতে এখনও কেন হাসিনার মতো সাকিবের মৃত্যুদণ্ডের দাবি উঠছে না, এটাও অবাক কাণ্ড! ক'দিন আগে এক সামান্য ছাত্র নেতা যেভাবে সাকিবকে অকথ্য গালাগাল করেছেন, সেটাই আদর্শ! সাকিব করেছেন কী বাংলাদেশের জন্য? এই ছাত্র নেতারা অনেক কিছু করেছেন! এদের জন্যই বাংলাদেশের সুনাম এখন বিশ্বের দিকে দিকে!

আওয়ামী লিগকে নির্বাচনে নামতে না দিয়ে জীবনের সবচেয়ে ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ইউনূস! সত্যি তো বাংলাদেশের জন্য আওয়ামী লিগ কী করেছে এই ৫৩ বছরে? বিদেশে অনেকে বলছেন বটে, একটা ব্যক্তির অপরাধে কোনও পার্টিকে নিষিদ্ধ করা যায় না, বিশেষ করে যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমর্থন এখনও রয়েছে! বিদেশের কথাবার্তা পাত্তা দেওয়া উচিত না! বাংলাদেশই ঠিক করবে, বাংলাদেশ কীভাবে চলবে!

২

অবশ্যই বাংলাদেশ কীভাবে চলবে, এটা ঠিক করবে বাংলাদেশই! বাংলাদেশিরাই ঠিক করবেন, দেশটাকে গৃহযুদ্ধের দিকে নিয়ে যাবেন কিনা।

পলাতক হাসিনার সঙ্গে বাংলাদেশের গোদি মিডিয়া, থুড়ি ইউনূস মিডিয়া এখন ইরানের শাহ, ফিলিপিন্সের মার্কোস, মিশরের হোসনি মোবারক, রোমানিয়ার চসেস্কুর তুলনা করছে। ঠিকই করছে। এই তুলনা হাসিনার প্রাপ্য। কিন্তু একই সঙ্গে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের তুলনা না হয় সুদান, সোমালিয়া, মায়ানমার, উগান্ডা, অ্যাঙ্গোলার সঙ্গে। যে দেশগুলো গৃহযুদ্ধের জন্য ভয়ংকর অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুর্দশার মধ্যে।

৩

প্রথম পর্বের যে অংশগুলো লিখলাম, খেয়াল করলে দেখবেন, তার প্রায় সব লাইন বিস্ময়সূচক বা প্রশ্নচিহ্ন দিয়ে শেষ হয়েছে! অধিকাংশই বিদ্রুপাত্মক ঢঙে লেখা।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গবাসীদের অনেকেরই বোধ, মূল্যবোধ ভাবনায় অবক্ষয় হয়েছে। আমাদের একটাই সান্ত্বনা, বাংলাদেশিদের অবক্ষয় হয়েছে আরও অনেক দ্রুতগতিতে। যে বাংলাদেশ শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্য-সংগীত সিনেমায় এত এত অসাধারণ মুখ আমাদের দিয়েছে, সেই বাংলাদেশে এখন তারাই ভয়ের গর্তে। মুখে একটা প্রতিবাদও নেই কারও।

হাসিনা বিরোধীরা বলছেন, হাসিনা যদি সত্যিই জনপ্রিয় হন, সত্যিই যদি আওয়ামী লিগের লক্ষ লক্ষ সমর্থক থাকে, তাহলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার প্রতিবাদে রাস্তায় লোক নামল না কেন? প্রশ্নটা ন্যায্য! আবার উত্তরটাও সহজ! নামল না প্রাণভয়ে, দেশের চূড়ান্ত অরাজকতা দেখে।

ইউনূস জমানায় সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণই নেই বিশৃঙ্খল জনতার উপর। হাসিনা যদি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে বিরোধীদের ওপর রোলার চালিয়ে থাকেন, ইউনূসও কিন্তু সে পথে হেঁটেছেন।

তসলিমা নাসরিনের পর্যবেক্ষণ একেবারে ঠিক, 'হাসিনার যে কাজকে ইউনূস ও তার জিহাদি বাহিনী অন্যায় বলে ঘোষণা করেছে, তারা ঠিক একই কাজ করেছে। বিচারের নামে প্রহসন কবে বন্ধ হবে বাংলাদেশে?'

প্রহসন তো আছেই। বাংলাদেশের আরও বড় শত্রু সমাজে ক্রমবর্ধমান প্রতিহিংসা। প্রতিহিংসা হল মানুষের অন্যতম বিষবৃক্ষ। আরও কয়েক বছর পরে আওয়ামী লিগের কোনও সরকার এসে যদি আজকের নেতাদের জেলে পাঠান, সেটাও চরম অন্যায় হবে। যেমন চরম অন্যায় হচ্ছে দীপু মনিদের মতো প্রাক্তন মন্ত্রীদের জেলে দিনের পর দিন আটকে রাখা। এঁদের তো গৃহবন্দিও করে রাখা যেত। সাকিবের মতো ক্রিকেটার ভয়ে প্রাণভরে দেশে ফিরতে পারছেন না, ইউনূস ও তাঁর মন্ত্রীরা নিরুত্তাপ, কোনও বিবৃতি দিচ্ছেন না, এর চেয়ে অন্যায় আর কিছু নেই।

সাকিব কিন্তু আর গড়পড়তা নেতাদের মতো নন। এই বোধটা আসলে অধিকাংশ বাংলাদেশিদেরই নেই। কয়েক হাজার আওয়ামী নেতা এখন পলাতক। ইউনূস এবং তাঁর মন্ত্রীরা কি আশা করেন, পলাতক নেতারা সবাই এসে বলবেন, নিন, আমাকে ধরুন! ফাঁসি দিন!

প্রাণের ভয় বড় সাংঘাতিক। তাই হাসিনার জন্য কোনও প্রতিবাদ মিছিল হয়নি। জনতা দেখেছে, প্রয়াত মুজিবের বাড়িতে স্রেফ ফুল নিয়ে যাওয়ার জন্যই এক কিশোর ও বৃদ্ধার কেমন হেনস্তা হয়েছে। পুলিশ অসহায়, সেনা দর্শক। এরপরে কীসের ভরসায় আওয়ামী সমর্থকরা প্রতিবাদে নামবেন, কেনই বা নামবেন! ঢাকার চেনা মানুষদের অনেকের সঙ্গে কথা বললেই বোঝা যায়, ইউনূস ও তাঁর উপদেষ্টাদের জন্য কী অসীম ঘৃণা প্রচুর মানুষের। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে। তাঁদের বহু স্বজন আজও অপরাধ না করেই দেশছাড়া। পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

মিছিলে গুলি চালানোর জন্য হাসিনার মৃত্যুদণ্ড হয়েছে, কিন্তু আমরা দেখেছি নতুন জমানাতেও বিরোধীদের ছত্রভঙ্গ করতে কী অত্যাচার করেছে পুলিশ। সেখানে সমকামিতার জন্য রাস্তায় মার খায় পুরুষ, ওদিকে শিশুদের ওপর যৌন নিপীড়ন করেও দিব্যি উপদেশমূলক ভাষণ দিয়ে যায় বহু ধর্মীয় নেতা।

৪

বাংলাদেশের কাগজগুলো পড়লে দেখা যায়, সেখানে প্রধান চর্চা একটাই। হাসিনাকে ভারত ছাড়বে কিনা।

অজস্র বাংলাদেশি দেশ ছেড়ে ইউরোপে পালাতে গিয়ে সাগরে নৌকোডুবিতে মারা যাচ্ছেন। কেউ ধরা পড়ে ফিরে আসছেন। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকদের হাতেই লাঞ্ছিত হচ্ছেন ছাত্রীরা। সোশ্যাল মিডিয়ায় নারীদের ওপর চলছে ডিজিটাল নিপীড়ন, কলঙ্ক চাপানো, হয়রানির খেলা। গভীর রাতে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সাংবাদিকদের। ওয়ারেন্ট ছাড়া সাদা পোশাকে এসে অনেকেই সাধারণ মানুষকে তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে। অনৈতিক আবদার মেনে নিলে মুক্তি। চট্টগ্রাম বন্দরের সাত টার্মিনালের মধ্যে পাঁচটি তুলে দেওয়া হয়েছে বিদেশি কোম্পানির হাতে (ভাগ্যিস এখানে ভারত নেই)।

এসব নয়। প্রচুর তত্ত্বকথার বন্যা চলছে শুধু হাসিনাকে নিয়ে। ইন্টারপোল, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত - সব জায়গায় নাকি চিঠি যাবে বাংলাদেশের। যতই এসব চলুক, সোজা কথা হল, চুক্তি থাকুক বা না থাকুক, হাসিনাকে এই পরিস্থিতিতে ভারত ছাড়বে না।

মৃত্যুদণ্ড না দেওয়া হলে তবু একটা কথা ছিল। এখন হাসিনাকে ছাড়লে মোদি সরকারই প্রবল বিরোধিতার মধ্যে পড়বে গোটা বিশ্বে। একজন নেতাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিল ভারতের মতো দেশ?

বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলো কেউই মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে নিজের দেশে ফিরিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী নয়। হাসিনা আর লরেন্সের ভাই অনমোল বিষ্ণোই এক নন।

আর হাসিনার যে অপরাধকে বড় করে দেখিয়েছে বাংলাদেশ, তাতে বিশ্বের সব নেতাই অভিযুক্ত হবেন। বিশৃঙ্খলা, সন্ত্রাস চালালে কোনও দেশের পুলিশই চুপ করে থাকে না। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ দরকার পড়ে না, দেশের বহুদিনের প্রচলিত আইনই যথেষ্ট!

এই ইস্যুতে মোদি সরকারের আর একটা সুবিধে হল, এই একটা মাত্র প্রসঙ্গে নরেন্দ্র মোদির প্রবলতম দুই সমালোচক রাহুল গান্ধি এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একেবারে কেন্দ্রীয় সরকারের পাশে। তাঁরা দুজনেই হাসিনার প্রতি মারাত্মক নরম।

উগ্র, মৌলবাদী বাংলাদেশিরা বরং ভারতের বিরুদ্ধে তাঁদের ফুটবলারদের স্মরণীয় জয় আরও কয়েকদিন উপভোগ করুন। ফুটবল টিমটাকে তো তাঁরা এতদিন ধরে ক্রিকেটের কার্পেটের তলায় চাপা রেখে দিয়েছিলেন অন্যায়ভাবে! আবার কদিনের মধ্যেই এঁদের ভুলেও যাবেন। আমাদের দেশ যেমন ভুলতে ভুলতে আর ফুটবল টিমটাকে গুরুত্ব দেয় না। ফুটবল টিম বহুদিনই কাশ্মীর থেকে কুমারিকার খরচের খাতায়। বাংলাদেশ বরং স্বচ্ছন্দে ফুটবলের বিজয়োৎসব দীর্ঘদিন চালিয়ে যাক। না হলেই ভালো, তবে কোনওদিন আসল যুদ্ধ হলে তো এটা করা যাবে না।

ইউনূস সাহেব, আপনিও যদি এটা ভেবে দেখেন!

আজ

১৮৮৬

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন পণ্ডিত বেণীমাধব দাস।

১৯৪৮

আজকের দিনে জন্ম বিশিষ্ট নৃত্য পরিচালক সরোজ খানের।

আলোচিত

বিএসএফের উচিত, বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের সমস্ত চেকপোস্ট খুলে দেওয়া। যাঁরা বাংলাদেশে যাচ্ছেন, তাঁদের সবাইকে সেখানে রেখে আসা উচিত। ফিরে আসতে দেওয়া উচিত নয়। এটা বাংলার জনসংখ্যা ১০-২০ লক্ষ কমানোর সুযোগ। পয়সার জন্য বিএসএফ অনুপ্রবেশকারীদের ঢুকতে দেয়।

- দিলীপ ঘোষ

ভাইরাল/১

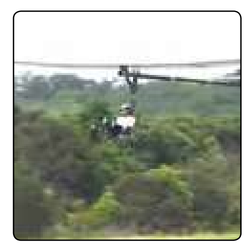

জাপানের ওসাকা প্রিফেকচার ইউনিভার্সিটির ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্ররা উড়ন্ত সাইকেল বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। কোনও ইঞ্জিন বা বাহ্যিক শক্তি ব্যবহার না করে কেবল প্যাডেল করে সেটিকে কয়েকশো মিটার উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা।

ভাইরাল/২

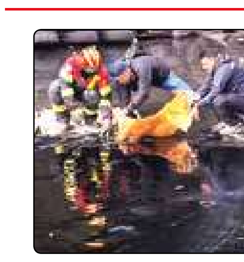

ইকুয়েডরের কুইটোয় ট্যাংকার ভর্তি আলকাতরা পড়ে রাস্তা ভরে যায়। ওই চিটচিটে গরম আলকাতরার মধ্যে একটি কুকুর আটকে পড়ে। উদ্ধারকারীরা আলকাতরার ওপর কৃত্রিম রাস্তা তৈরি করে কুকুরটিকে উদ্ধার করেন। সেটিকে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

জনমন

জনমত

সম্প্রীতির উজ্জ্বল প্রমাণ

১৯ নভেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'একঘরে পরিবার, পড়শি গ্রামের কাঁধে শেষযাত্রায়' শীর্ষক খবরটি যেমন আমার মতো অনেক পাঠককে যথেষ্ট পীড়া দিয়েছে, তেমনই যে সম্প্রীতি বোধ গড়ে উঠেছিল তা যথেষ্ট আনন্দও দিয়েছে।

বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে সাম্প্রদায়িকতার এই দগদগে মুহূর্তে এই ধরনের দৃশ্য নতুন করে বাঁচতে শেখায়। ধর্মীয় বেড়াজালের এই সংকীর্ণ পথ ডিঙিয়ে যাঁরা মহান কর্মে শামিল হয়েছিলেন তাঁদের আমি নতমস্তকে প্রণাম জানাই। এভাবেই ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে আসুন সকলেই আমরা ঐক্যের গান গাই। একে অপরের পরিপূরক হিসেবে দাঁড়িয়ে সমাজকে আরও সুন্দর পথে এগিয়ে নিয়ে যাই। বেঁচে থাকুক সৌহার্দ্য, বেঁচে থাকুক ভ্রাতৃত্ববোধ, জাগরিত হোক সম্প্রীতির বাতাবরণ।

রমেন রায়, রথেরহাট, ময়নাগুড়ি।

টোল প্লাজায় বাংলায় লেখা নেই

শিলিগুড়ি থেকে জাতীয় সড়ক দিয়ে জলপাইগুড়ি হয়ে ধূপগুড়ির দিকে যেতে কয়েকটি টোল প্লাজা জাতীয় সড়কে দেখা যায়। জাতীয় সড়কের টোল প্লাজাগুলো রাস্তার একদিক থেকে অপরদিকে তোরণের মতো রয়েছে। যেমন পানিকৌরি টোল প্লাজা, হুসলুরডাঙ্গা টোল প্লাজা প্রভৃতি। টোল প্লাজাগুলোর তোরণে কোথাও বাংলাতে লেখা নেই, শুধু ইংরেজি ও হিন্দি রয়েছে। অন্যান্য রাজ্যে জাতীয় সড়কের টোল প্লাজাগুলো যে রাজ্যে অবস্থিত সেই স্থানীয় ভাষা থাকে। উত্তরবঙ্গে অবস্থিত জাতীয় সড়কের সব নামফলকে হিন্দি ও ইংরেজির সঙ্গে বাংলাতেও লেখার জন্য অনুরোধ করছি।

আশিস ঘোষ, পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

বিবেক সরকারের নামে রাস্তার নামকরণ হোক

১১ নভেম্বর শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গ হারিয়েছে এক অসাধারণ মানবিকতার অধিকারী চিকিৎসক বিবেক সরকারকে। ডাঃ সরকারের পরিচয় তিনি শুধু একজন সার্জন নন, গরিব রোগীদের বিনা পারিশ্রমিকে শল্যচিকিৎসা করেছেন। সকলের সঙ্গে মধুর, অমায়িক ব্যবহার করতেন। সেইসঙ্গে অত্যন্ত সরল ও প্রচারবিমুখ জীবনযাপন করতেন। এইসব মিলিয়েই তিনি মানুষের হৃদয়ে অমর হয়ে রয়েছেন। শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কাছে আমার আবেদন, এই মহান, নিরহংকার ডাক্তারবাবুর স্মৃতিকে অমর করে রাখতে শিলিগুড়ির কোনও একটি রাস্তার নাম তাঁর নামে করা হোক। পরবর্তী প্রজন্ম যেন জানতে পারে, মানুষ হিসেবেও কতটা মহান ছিলেন ডাঃ সরকার।

স্নেহাশিস চক্রবর্তী, ময়নাগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ডেস্টিনেশন ওয়েডিং, কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা

এখন ট্রেন্ড হলেও পুরাণে ডেস্টিনেশন ওয়েডিং-এর উল্লেখ আছে। তা থাকুক। সম্পর্ক চিরস্থায়ী হলেই কাজের কাজ হবে।

সুদীপ্তা সরকার

ফোটোশুট চলছে। কুয়াশায় ঢাকা লাভার মনাসটেরিতে কয়েকজন তরুণ-তরুণী নানা ভঙ্গিমায় ছবি তুলতে মগ্ন। তাঁদের মধ্যে দুজন ভাবী বর-বধূ। পরনে নানা রাজ্যের সুদৃশ্য পোশাক। বেশ কয়েকবার পোশাক পালটে তাঁরা ফোটোশুটে ব্যস্ত। কৌতূহলবশত ওঁদের সঙ্গে ভাব জমাই। কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে জানতে পারি দিন ১৫ পর তাঁরা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতে চলেছেন। এখানে আসার উদ্দেশ্য বলতে প্রি-ওয়েডিং ফোটোশুট। আরও জানতে পারি তাঁরা বিয়ে করবেন তাঁদের বাসস্থান থেকে অনেক দূরে হৃষীকেশ পাহাড়ে, কিছু প্রিয়জনের সাহচর্যে। একটুও অবাক হইনি কারণ এটাই এখন ট্রেন্ড, যদিও পুরাণে ডেস্টিনেশন ওয়েডিং-এর উল্লেখ আছে। আর রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসেও তো নির্জন প্রকৃতির কোলে বিবাহের উল্লেখ পাই।

আজকাল বাঙালি বিয়ে নিয়মকানুনের দিক থেকে তার বিশুদ্ধতা হারিয়েছে হয়তো। কনের সাজ, মণ্ডপসজ্জা, খাওয়াদাওয়া সবেতেই এসেছে অভিনবত্বের ছোঁয়া। অতিথি আপ্যায়নে চোখধাঁধানো আড়ম্বরের আতিশয্যে আন্তরিকতা গৌণ হয়ে যায় প্রায়ই। এখন আর বিয়ে মানে দু'দিনের অনুষ্ঠান নয়। মূল বিয়ের আগে থেকেই শুরু হয় এর প্রস্তুতি পর্ব। 'রিং সেরেমনি', 'মেহেন্দি', 'সংগীত' এসবও এখন বাঙালি বিয়ের অঙ্গ। বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায়ের বিয়ের রীতিনীতি ঢুকে পড়েছে বাঙালি বিয়ের মধ্যে। বিভিন্ন সংস্কৃতির মেলবন্ধনই ভারতের ঐতিহ্য। সেদিক থেকে বিচার করলে এটা নেহাত মন্দ নয়, তবে এই মিশ্রণ বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে ভুলিয়ে দিচ্ছে না তো?

যুগ পালটেছে, মানুষের চিন্তাধারা, রুচিতে এসেছে বিপ্লব। মেয়েরা এখন আর লজ্জাবনত কনেবৌ সেজে বিয়ের মণ্ডপে বসে থাকা পুতুলটি নয়। সে এখন পুরুষের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সংসারের ভার বহন করতে প্রস্তুত। এত কিছু পরিবর্তনের মধ্যেও বিয়ের মূলমন্ত্রটি কিন্তু একই আছে – 'যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।' তবে এই অস্থির সময়ে দাঁড়িয়ে হৃদয় নামক কোমল পরিসরটি বড়ই বিপন্ন আজ। ভোগবাদ আজকের প্রজন্মকে ওয়ার্কোহলিক করে তুলছে। চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে, তাই জোগান ঠিক রাখতে 'ওরা কাজ করে' অহোরাত্র। কর্পোরেটায়ন ওদের ভাববার অবকাশ কেড়ে নিয়েছে। স্বপ্ন দেখা মন গিয়েছে হারিয়ে। পারস্পরিক বিশ্বাস নষ্ট হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে সম্পর্কের ক্রাইসিস। এর সঙ্গে গোদের ওপর বিষফোড়া সোশ্যাল মিডিয়া। পারস্পরিক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে হলে ভাববিনিময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরস্পর কাছাকাছি এক বিছানায় বসেও কথোপকথন চলে দূরের মানুষের সঙ্গে।

পারস্পরিক বিশ্বাসহীনতা বা কর্পোরেটায়ন, কারণ যাই হোক না কেন, আজকের পরিসংখ্যান বলে বিবাহবিচ্ছেদের হার ক্রমবর্ধমান। এ তথ্যের পেছনে কিছু তত্ত্ব তো আছেই। সে তো গেল তাত্ত্বিকদের আলোচনার বিষয়, তবে এখনকার মা-বাবাদের মনে একটাই প্রশ্ন – এত আয়োজন করে বিয়ে দেব বিয়েটা টিকবে তো? এত বিবাহবিচ্ছেদের কারণটা কী? আজকের কর্পোরেট দুনিয়া মানুষকে শিখিয়েছে 'ইউজ অ্যান্ড থ্রো কনসেপ্ট'। আগে দামি জিনিস কেনা হত সারাজীবনের জন্য। মনে আছে নয়ের দশকের গোড়ার দিকে যখন মুঠোফোন হাতে এল তখন মানুষের ধারণাই ছিল না আজকের হাজার হাজার টাকা দামের মোবাইল ফোনের জীবনকাল মাত্র তিন থেকে চার বছর। বর্তমান প্রজন্মকে শেখানো হচ্ছে– 'আজকের জন্য বাঁচো', না অতীত না ভবিষ্যৎ, বর্তমানটাই সত্য। সমস্ত আনন্দের উপকরণ মুঠোয় ভরে নাও। তাই ইঁদুরদৌড়ে কে আগে ছুটবে তার প্রতিযোগিতা চলছে সর্বত্র। হারিয়ে যাচ্ছে ইমোশন, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা।

থাকুক ডেস্টিনেশন ওয়েডিং, থাকুক ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, সেই সঙ্গে বেঁচে থাকুক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য পারস্পরিক বিশ্বাস, স্বপ্ন দেখা মন।

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৯৯

পাশাপাশি : ১। সাধারণত রুপোর তৈরি নূপুরবিশেষ ৩। পাখি, পতঙ্গ ৫। বৈষ্ণব বিবাহ প্রথা ৭। বড় শহরকে যা বলা হয় ৯। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ- এই তিন কাল, সর্বকাল ১১। বালক শ্রীকৃষ্ণ ১৪। আগ্নেয়াস্ত্রবিশেষ ১৫। শিল্পদ্রব্যের নির্মাতা, শিল্পী।

উপর-নীচ : ১। গোপন হত্যা, গুপ্ত হত্যা ২। কতিপয়, অল্প সংখ্যক ৩। ঢোল জাতীয় প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রবিশেষ ৪। বড় পেরেক, মাছবিশেষ ৬। আকস্মিক বেগে আসে এমন, আকস্মিক ৮। ভেড়া, গাড়ল ১০। ভুঁড়িওয়ালা, গণেশের আর এক নাম ১১। স্বজন, আত্মীয়, বন্ধু ১২। বৈকুণ্ঠ, বিষ্ণুলোক, কল্পিত স্বর্গে নারায়ণের বাসস্থান ১৩। ক্ষুদ্র লতা।

সমাধান ■ ৪২৯৮

পাশাপাশি : ১। কামান ৩। ভ্রম ৫। ভোজ ৬। মানত ৮। কচাল ১০। নায়েব ১২। তুতুরী ১৪। আজা ১৫। নাশ ১৬। দাদন।

উপর-নীচ : ১। কাপালিক ২। নভোনীল ৪। মনন ৭। তরু ৯। জতু ১০। নামজাদা ১১। ব্রজযান ১৩। তুলনা।

বিন্দুবিসর্গ

হাইকোর্টে আর্জি

নিউ গড়িয়া-বিমানবন্দর মেট্রোপথে বেলেঘাটা ও গৌরকিশোর ঘোষ স্টেশনের মাঝে কাজ এখনও আটকে। রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার অভিযোগে হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করল আরভিএনএল।

মিছিল তৃণমূলের

শুক্রবার বীরভূমের কীর্ণাহারে মিছিল করল তৃণমূল। তিনদিন আগেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সেখানে মিছিল করে বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছিলেন।

আচমকা গুলি

বরাহনগরে সাতসকালে চলল গুলি। আহত এক ব্যক্তি। আবর্জনা ফেলে ফেরার পথে ওই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে আচমকা দুই দুষ্কৃতী বাইকে চেপে এসে গুলি চালায় বলেই অভিযোগ। কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

নিজের শ্রাদ্ধ

৭৮ বছরের প্রাক্তন সেনাকর্মী পূর্ব বর্ধমানের শান্তি দাস নিজের শ্রাদ্ধ নিজেই করলেন। ১১০০ জন অতিথিকে মৎস্যভোজ করালেন তিনি। মনকে শান্ত রাখতেই এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন শান্তি।

মমতার চিঠির পর চড়া সুর অমিত শা'র

'অনুপ্রবেশে মদত দিচ্ছে বিরোধীরা'

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : দেশের কিছু রাজনৈতিক দল অনুপ্রবেশকারীদের সুরক্ষা দিয়ে অনুপ্রবেশ রুখতে বাধা দিচ্ছে। শুক্রবার এমনই মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। বৃহস্পতিবারই এসআইআর স্থগিত করার জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে আর্জি জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাভাবিকভাবেই এদিন শা-র এই মন্তব্যকে মমতার পালটা জবাব হিসেবেই দেখছে রাজনৈতিক মহল।

বৃহস্পতিবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি লিখে এসআইআর স্থগিত করার আর্জি জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছিলেন, এসআইআরের আবহে রাজ্যের পরিস্থিতি এই মুহূর্তে ভয়ংকর। উপযুক্ত পরিকাঠামো ছাড়া সম্পূর্ণ প্রস্তুতিহীন অবস্থায় তড়িঘড়ি এসআইআর করতে গিয়ে আতঙ্কের শিকার হচ্ছেন বিএলওরা। তার জেরে অসুস্থ হয়ে পড়া এমনকি আত্মহত্যার মতো ঘটনাও ঘটছে। মুখ্যমন্ত্রীর এই 'আত্মহত্যার তত্ত্ব' আগেই খারিজ করেছিল বিজেপি। কমিশনকে মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি দেওয়ার পর বৃহস্পতিবার রাতেই কমিশনকে পালটা চিঠি দিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। চিঠিতে শুভেন্দু দাবি করেন, এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে হেয় করতেই মুখ্যমন্ত্রী এই চিঠি লিখেছেন। অবৈধ ভোটারদের নিয়ে তৈরি দলের ভোটব্যাংককে বাঁচাতেই মুখ্যমন্ত্রীর এই পরিকল্পিত উদ্যোগ বলেও তিনি

> দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছু রাজনৈতিক দল এই অনুপ্রবেশকারীদের মদত দিচ্ছে এবং অনুপ্রবেশ বন্ধে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগের বিরুদ্ধে।
>
> **অমিত শা**

দাবি করেন। এই আবহে এদিন অমিত শা-র এই মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। যদিও তিনি সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম নেননি। এদিন শা বলেন, 'অনুপ্রবেশ বন্ধ করা শুধু দেশের নিরাপত্তার জন্যই প্রয়োজন তা নয়, দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যাতে দূষিত হয়ে না পড়ে তার জন্যও অনুপ্রবেশ বন্ধ হওয়া দরকার। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছু রাজনৈতিক দল এই অনুপ্রবেশকারীদের মদত দিচ্ছে এবং অনুপ্রবেশ বন্ধে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগের বিরুদ্ধে।'

শা-র মন্তব্যকে কটাক্ষ করে তৃণমূলের মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, 'দেশ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে এটা ঠিকই। আগে থেকে জানলে পুলওয়ামা, দিল্লির ঘটনা ঘটত না। ফলে বোঝাই যাচ্ছে দেশের সীমান্ত সুরক্ষিত নয়। আর আপনি বাংলার সীমান্তের সুরক্ষা নিয়ে কথা বলছেন।' কংগ্রেসের প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, 'কংগ্রেস অনুপ্রবেশকে কখনোই সমর্থন করে না। হিসেব করলে দেখা যাবে কংগ্রেসের ৫৭ বছরে যা হয়নি, গত ১৪ বছরে সেই অনুপ্রবেশ লাফিয়ে বেড়েছে।'

সিপিএমের সুজন চক্রবর্তী রাজ্যে অনুপ্রবেশের দায় তৃণমূলেরই ঘাড়ে ঠেলেছেন। সুজন বলেন, '২০১১-য় রাজ্যে তৃণমূল সরকার আসার পর ২০১৪-য় ভোটার তালিকায় ১৩.৬ শতাংশ ভোটার বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য তৃণমূলই দায়ী। দিল্লিতে বিজেপি সরকার থাকার সুবাদেই বর্তমানে সেই বৃদ্ধি ২০ শতাংশেরও বেশি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে তার দায় যেমন অমিত শা অস্বীকার করতে পারেন না, তেমনই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও সমান দায়ী।'

শুভেন্দুর নিশানায় ৩ ডিএম

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : রাজ্যে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরে এক আধিকারিকের বিরুদ্ধে তৃণমূলি যোগসাজশের অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার রাজ্য সফরে আসা জাতীয় নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দেখা করে এই অভিযোগের পাশাপাশি এসআইআর-এ কারচুপির অভিযোগে তিন জেলাশাসকের বিরুদ্ধেও নালিশ জানিয়েছেন তিনি। সিএএ-তে আবেদনকারীদের নাম যাতে ভোটার তালিকায় রাখা যায় সে ব্যাপারেও কমিশনকে দায়িত্ব নিতে হবে বলে দাবি জানিয়েছেন তিনি।

কলকাতায় কমিশনের দপ্তরে শুভেন্দু অধিকারী, শিশির বাজোরিয়া।

রাজ্যে এসআইআর-এর কাজ কেমন চলছে তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে দ্বিতীয় দফায় কলকাতায় এসেছে উপনির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতীর নেতৃত্বে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি দল। ৫ দিনের সফরে এদিনই ছিল শেষদিন। এসআইআর-এ বাধা দেওয়া, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে প্রভাব খাটানোর অভিযোগ নিয়ে নালিশ জানাতে কমিশনের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল বিজেপি। সেইমতো এদিন সকালে নিউটাউনে প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপির প্রতিনিধি দল দেখা করে। পরে শুভেন্দু জানান, পূর্ব মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান এবং হুগলির তিন জেলাশাসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছেন তাঁরা। অভিযোগ, ভোটার তালিকায় কারচুপি করতে তৃণমূলের কথায় ডেটা এন্ট্রি অপারেটরদের কাজে লাগাচ্ছে জেলাশাসকদের একাংশ। ওই তিন জেলাশাসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ, এ ব্যাপারে অ্যাপের ওটিপি পেতে বিএলওদের ওপর চাপ দিচ্ছেন ওই জেলাশাসকরা। একইসঙ্গে সিইও দপ্তরে আইটি-র গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকা অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক অরুণ প্রসাদের বিরুদ্ধেও তৃণমূলের সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগ তুলেছেন শুভেন্দু। অভিযোগ, সম্প্রতি বিজেপি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সিইও দপ্তরে বৈঠকের দিনেই মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের ফোন থেকে ফেসটাইমে প্রায় ২০ মিনিট ধরে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। সংশ্লিষ্ট অফিসারদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের জন্য কমিশনের কাছে দাবিও জানান শুভেন্দু।

রাজ্যে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি দলের সফরের মধ্যেই বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি লিখে এসআইআর স্থগিত রাখার দাবি করেছিলেন। এসআইআর করতে গিয়ে কমিশনের তাড়ায় বিএলওদের ওপর অহেতুক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু এদিন সিইও মনোজ আগরওয়াল জানিয়েছেন, বিএলওদের ওপর চাপ আছে এটা ঠিকই। তবে ৯৯ শতাংশ বিএলও-ই ভালো কাজ করছেন। তাঁদের জন্যই রাজ্যে এসআইআর-এর কাজ নিয়ে সন্তুষ্ট কমিশনের প্রতিনিধিরা। এদিন শুভেন্দু বলেন, 'অধিকাংশ বিএলও ভালো কাজ করছেন। আমরা ৬৭ জন বিএলওর বিরুদ্ধে কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছি। এর থেকেই বুঝতে পারছেন রাজ্যের ৮০ হাজার বিএলওর তুলনায় সংখ্যাটা কত অল্প।' এসআইআর স্থগিত করা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দাবিকে এদিনও কড়া সমালোচনা করে শুভেন্দু বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু ভোট চুরি করেন না, গত ২৪-এর লোকসভা ভোটে ৭ দফায় বুথের ক্যামেরা বন্ধ রেখে ছাপ্পা ভোট দিয়েছেন। ২৬-এর ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনওভাবেই তা করতে পারবেন না। উনি সেই কারণেই আতঙ্কে আছেন। এসআইআর-কে দশকর্মা ভাণ্ডার বানাতে দেব না।'

বৃহস্পতিবার রাতেই কমিশন জানিয়েছিল, রাজ্যে প্রায় ৯৯.৭৩ শতাংশ ফর্ম বিলির কাজ শেষ হয়েছে। ১ কোটি ৯৫ লক্ষ পূরণ করা ফর্ম ডিজিটাইজ করা গিয়েছে। বিএলওদের এই কাজকে যথেষ্ট সন্তোষজনক বলেই মনে করছে কমিশন।

বিজেপির সদস্য 'বাংলাদেশি'

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : অনুপ্রবেশ ইস্যুতে যখন বিজেপি সরব, তখন বাংলাদেশ ও ভারত দুই জায়গাতেই ভোটার তালিকায় নাম থাকার অভিযোগ উঠল গেরুয়া শিবিরের এক পঞ্চায়েত সদস্যের। স্বরূপনগরের হাকিমপুর-বিথারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সুভাষচন্দ্র মণ্ডলের নাম এই পঞ্চায়েতের ১০০ নম্বর বুথে থাকলেও তিনি আদতে বাংলাদেশের বাসিন্দা বলে দাবি তৃণমূলের। এই নিয়ে কমিশনের কাছে অভিযোগও দায়ের করেছে তৃণমূল। যদিও সুভাষচন্দ্র বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হচ্ছে। আমি এর বেশি কিছু বলব না।'

বাংলা, ঝাড়খণ্ডে ইডি'র হানা

কলকাতা ও আসানসোল, ২১ নভেম্বর : শুক্রবার সাতসকালে কয়লা পাচার ও চোরাচালানের তদন্তে নেমে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত মিলিয়ে ২৫টি এবং ঝাড়খণ্ডের ১৮টি জায়গায় তল্লাশি চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। কলকাতা, হাওড়া, দুর্গাপুর, আসানসোল, বীরভূম সহ রাজ্যের বিভিন্ন ব্যবসায়ীর বাড়িতে পৌঁছোয় ইডি। এই অভিযানে নেমে বান্ডিল বান্ডিল টাকা ও সোনা উদ্ধার করেছেন তদন্তকারীরা। ইডির পাশাপাশি এদিন লেকটাউনের এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে ব্যাংক প্রতারণা মামলায় অভিযান চালায় সিবিআইয়ের টিম।

কলকাতার সল্টলেকের একে ব্লক ও সিজে ব্লক, লেকটাউন, বাইপাস, হাওড়ার শিবপুর, সলপ মোড় ও বাঁকুড়া, বর্ধমানের কুলটি সহ বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছোন তদন্তকারীরা। এছাড়া ঝাড়খণ্ডের ধানবাদ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় অভিযান চালানো হয়। সকাল ৬টা থেকে বিসিসিএলের ঠিকাদার ও কয়লা ব্যবসায়ী এলবি সিংয়ের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, তাঁর ভাই কুম্ভনাথ, ব্যবসায়ী অনিল গোয়েল, সঞ্জয় খেমকা, বিনোদ মাহাতো,নারায়ণ খারকা, সানি কেশরির বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালিয়ে কাগজপত্র খতিয়ে দেখা হয়। দুই রাজ্যে তল্লাশি চালিয়ে কোটি কোটি টাকা ও সোনা উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়াও বেশ কিছু নথি, ডিজিটাল রেকর্ড ও আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এর আগেও সিবিআই ও ইডি বিসিসিএলে টেন্ডার অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে এলবি সিংয়ের বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালায়। ২০২৩ সালে নারায়ণ খারকার বাড়িতেও হানা দেয়।

মেডিকেলে 'শ্লীলতাহানি'

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : কলকাতা মেডিকেল কলেজে এক অধ্যাপকের বিরুদ্ধে প্রথম বর্ষের ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল। অভিযোগ, এক ছাত্রীকে অশালীনভাবে স্পর্শ করেছেন ওই অধ্যাপক। ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত অ্যানাটমি বিভাগের ওই বিভাগীয় প্রধানের বিরুদ্ধে প্রথমে কলেজে ছাত্র ইউনিয়নের দ্বারস্থ হন অভিযোগকারিণী। তারপর কলেজ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তাঁরা আশ্বাস দিয়েছেন, ঘটনায় তাঁরা পুলিশি তদন্ত শুরু করবেন। অপরাধ প্রমাণিত হলে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হবে। হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ কমিটিও বিষয়টি খতিয়ে দেখবে।

আক্রান্ত বিএলও

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : এসআইআরের এনুমারেশন ফর্ম সংগ্রহ করতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন এক বিএলও। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলায় ৩১ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি ফর্ম সংগ্রহ করতে যান বিএলও সন্তু চক্রবর্তী। ওই সময় স্থানীয় এক বাসিন্দা অতর্কিতে তাঁকে আক্রমণ করেন বলে অভিযোগ। সংশ্লিষ্ট বিএলওর দাবি, তাঁর পরিচয়পত্র দেখতে চান অভিযুক্ত। বিনা প্ররোচনায় তাঁকে মারধর করেন। ইতিমধ্যেই মহেশতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে আদালতে হাজির করানো হয়। আদালত তাঁকে ৫ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

এদিকে এসআইআর উদ্বেগে পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটে এক বৃদ্ধার মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। তাঁর পরিবারের অভিযোগ, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম ছিল না তাঁর। সেই কারণে আতঙ্কে ভুগছিলেন তিনি। তাই আতঙ্কে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁর।

নাও ছাড়িয়া দে...

শুক্রবার নদিয়ায়। ছবি : পিটিআই

মঙ্গলে মতুয়া গড়ে মিছিল মমতার

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : এসআইআর ইস্যুতে এবার মতুয়া গড়ে মিছিলের সিদ্ধান্ত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার চাঁদপাড়া থেকে ঠাকুরনগর পর্যন্ত মিছিল করার আগে বনগাঁর ত্রিকোণ পার্কে একটি সভাও করার কথা আছে তাঁর। মতুয়া অধ্যুষিত বনগাঁ এলাকায় গত কয়েক বছর ধরেই বিজেপি দাপট দেখিয়ে যাচ্ছে। এবার মমতা সেখানে সভা ও মিছিল করে মতুয়াদের পাশে থাকার বার্তা দেবেন বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। অন্যদিকে এসআইআর নিয়ে বিএলএ-২-দের সঙ্গে সোমবার ভার্চুয়াল বৈঠক করবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিএলওদের সঙ্গে এলাকায় ঘোরার জন্য আগেই বিএলএদের নির্দেশ দিয়েছিলেন অভিষেক। কিন্তু অনেক জায়গায় বিএলএরা সেই কাজ করছেন না বলেই অভিযোগ উঠেছে। তারপরই বিএলএদের নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠকের ডাক দিলেন অভিষেক। প্রায় ১০ হাজার বিএলএ ওই ভার্চুয়াল বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারেন বলেই তৃণমূল সূত্রে খবর।

এসআইআর-এর প্রতিবাদে কলকাতার মিছিলে মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরাও ছিলেন। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার হেলিকপ্টারে প্রতাপগড় মাঠে পৌঁছোবেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর বেলা ১টায় বনগাঁর ত্রিকোণ পার্কে তিনি সভা করবেন। সেখান থেকে সড়কপথে যাবেন চাঁদপাড়া। চাঁদপাড়া থেকে ঠাকুরনগর পর্যন্ত ৩ কিলোমিটার পথে তিনি মিছিল করবেন। ফের কলকাতায় হেলিকপ্টারে ফিরে আসার কথা তাঁর।

তবে শুধু মমতা নন, মতুয়া গড়ে দলীয় সংগঠনকে আরও চাঙ্গা করতে এবার মাঠে নেমেছেন অভিষেকও। শুক্রবার তিনি উত্তর ২৪ পরগনা জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকও করেন। সেখানে ভোটারদের ফর্ম পূরণ ঠিকমতো হচ্ছে কি না, তা নিয়ে তিনি খোঁজখবর করেন। মতুয়া অধ্যুষিত এলাকার দিকে বিশেষ নজর দিতে দলীয় নেতৃত্বকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী বিধানসভায় মতুয়া নিয়ন্ত্রিত ৭৬টি বিধানসভাতেই প্রভাব ফেলতে চায় তৃণমূল। সেই কারণে বনগাঁ থেকেই কার্যত ভোটের দামামা বাজিয়ে দিতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী।

দিলীপের মন্তব্যে অস্বস্তি, চুপ শমীক

সীমান্তে আবার ভিড় বাড়ছে

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : গত সাতদিন ধরেই 'দেশে ফেরার' জন্য ভিড় জমছে স্বরূপনগরের হাকিমপুর সীমান্তে। শুক্রবার নতুন করে আরও শ'দুয়েক লোক বাংলাদেশে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সেখানে হাজির হন। কিন্তু সরকারিভাবে এখনও তাঁদের ফেরানোর ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ শুরু হয়নি। বিএসএফ সূত্রে জনা গিয়েছে, এখনও বিজিবির সঙ্গে তাদের কোনও ফ্ল্যাগ মিটিং হয়নি। ফলে তাঁদের দেশে ফেরাও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে পুলিশও এই ব্যাপারে চোখ বন্ধ করে বসে আছে। তাঁরা নিজেদের অনুপ্রবেশকারী হিসেবে স্বীকার করলেও কেন বিএসএফ বা পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এদিনও বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি। রাজ্য পুলিশের এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম সরকার এই নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি। তিনি বলেন, 'কিছু বলার থাকলে সাংবাদিক বৈঠক ডাকা হবে।'

ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর শুরু হওয়ার পর থেকেই গত কয়েক বছরে বাংলাদেশ থেকে এদেশে আসা অনুপ্রবেশকারীদের একাংশের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। গত কয়েক বছরে নিউটাউন, বারাসত, মধ্যমগ্রামে থাকতে শুরু করেছিলেন তাঁরা। মূলত বিভিন্ন বাড়ির পরিচারিকা ও দোকানের কর্মচারী হিসাবে তাঁরা কাজ করছিলেন। কাগজপত্র ঠিক না থাকায় আতঙ্কে তাঁরা ফিরতে চাইছেন। কিন্তু চোরাপথে এদেশ থেকে বাংলাদেশে যাওয়ার দালালদের দর এক ধাপে অনেকটা বেড়ে যাওয়ায় তাঁরা অনেকে হাকিমপুর সীমান্তেই আটকে রয়েছেন। পুলিশ ও বিএসএফ দু-পক্ষই তাঁদের দেখেও কোনও পদক্ষেপ করছে না। জমায়েতকারী ব্যক্তিরা নিজেদের অনুপ্রবেশকারী বলে দাবি করা সত্ত্বেও কেন তাঁদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না, তা নিয়ে স্পষ্ট জবাব নেই বিএসএফ এবং পুলিশের। তবে সাংবাদিকদের আনাগোনা বাড়ার পরেই শুক্রবার থেকে মুখে কুলুপ এঁটেছেন তাঁরা।

> অনুপ্রবেশকারীদের দেশে ঢোকার দায় বিএসএফ-এরও। পুলিশ ও বিএসএফ টাকার জন্য এসব করে।
>
> **দিলীপ ঘোষ**

এই ঘটনায় বিএসএফ-এর একাংশকেই দায়ী করেছেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। এদিন সরাসরি তিনি বলেন, 'অনুপ্রবেশকারীদের দেশে ঢোকার দায় বিএসএফ-এরও। পুলিশ ও বিএসএফ টাকার জন্য এসব করে।' দিলীপের এই মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তিতে বঙ্গ বিজেপি। কারণ বিএসএফ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীন। অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য বারবার তৃণমূলকে দায়ী করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার প্রমুখ। সেখানে দিলীপের এই মন্তব্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দিকেই আঙুল উঠেছে। বঙ্গ বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য অবশ্য এই প্রসঙ্গে কোনও কথা বলতে চাননি। তিনি বলেন, 'দিলীপদা কী বলেছেন আমি জানি না। সম্পূর্ণ না জেনে কোনও প্রতিক্রিয়া দেব না।' দিলীপের এই মন্তব্যকে হাতিয়ার করেছে তৃণমূল। তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, 'আমরা এতদিন যে কথা বলে আসছি, আজ দিলীপবাবু সেই কথাই বললেন। ফলে অনুপ্রবেশের দায় যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর, তা তাঁর দলের নেতারাই স্বীকার করছেন।'

দলে দলে হঠাৎ উধাও পরিচারিকারা

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : এসআইআর আতঙ্কে ঘর ছাড়ছেন গৃহ পরিচারিকারা। বাসিন্দারা বলছেন, কেউ বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছিলেন ১০ বছর আগে। কেউ বা আবার গত ৩০ বছর ধরে এখানেই সংসার পেতেছেন। বিরাটী, দমদম, মধ্যমগ্রাম, বিশরপাড়া, সল্টলেক, নিউটাউন, রাজারহাট সহ রেল কলোনিগুলিতে বহু পরিচারিকা থাকেন। কিন্তু এসআইআর ঘোষণার পর অনেকেই ফিরে যেতে চাইছেন নিজেদের দেশে। ওই এলাকাগুলিতে পরিচারিকার অভাবে ভুগছেন গৃহকর্ত্রীরা। দীর্ঘদিনের পরিচারিকারা আচমকা আসা বন্ধ করায় বাড়িতে বাড়িতে দুশ্চিন্তা বেড়েছে। বাড়ির কাজ সামলাবে কে!

৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে নিউগড়িয়ার রেল কলোনির বাসিন্দা রিনা জানা। পরিচারিকা হিসেবে কাজ করেন দুই বাড়িতে। চার সন্তান নিয়ে এখানেই বাস তাঁর। বললেন, 'আমি ছোট থেকে ফুটপাথেই মানুষ। বাবা চলে যাওয়ায় তাঁকেও চিনতাম না। বিয়ের পর এখানে আসি। পরিচয়পত্র তৈরি হবে কীভাবে?' পরিচয়পত্রের অভাবে পরিচারিকাদের অধিকাংশের বক্তব্য, এসআইআরের ফলে পুশ ব্যাক হওয়ার থেকে ভালো নিজে থেকেই বাংলাদেশে ফিরে যাওয়া। নিউটাউনের এক আবাসিকের কথায়, 'আমার বাড়ির গৃহ পরিচারিকা পাঁচদিন যাবৎ আসছেন না। ওঁর মুখেই শুনেছি, বাংলাদেশ থেকে ১০ বছর আগে অবৈধভাবে চলে এসেছিলেন এখানে। যাওয়ার আগে বললেন, এনআরসির ভয়ে তিনি ফের ওই দেশে ফিরে যাচ্ছেন।' রাজারহাটের একটি আবাসনের বাসিন্দা সুমনা রায়ও পরিচারিকার অভাবে দুশ্চিন্তায়। তাঁর কথায়, 'আমার বাড়ির গৃহ পরিচারিকা গত ২৫ বছর ধরে কাজ করতেন। কিছুদিন ধরে এক অজানা আতঙ্ক ওঁর চোখেমুখে দেখেছি। বলেছিল, সবাই বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে। এরপর তিনি আর ফিরে আসেননি। কীভাবে অফিস-সংসার একসঙ্গে সামলাব বুঝতে পারছি না।'

তবে পশ্চিমবঙ্গ গৃহপরিচারিকা সমিতির তরফে স্বপ্না ত্রিপাঠী বলেন, 'এমন অনেকেই আছেন, যাঁরা ভিন রাজ্য থেকেও এখানে এসেছেন। পরিচয়পত্রের জন্য তাঁরা যখন বিহার, ওড়িশা সহ নিজেদের রাজ্যে ফেরত যাচ্ছেন তখনই তাঁদের বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা ভুল।' বৈষ্ণবঘাটার রেল কলোনিতে গত ২৮ বছর ধরে বাস করছেন গৃহপরিচারিকা মায়াবিবি শেখ। ছোট থেকেই জানেন না মা-বাবার পরিচয়। একাধিকবার আবেদন সত্ত্বেও পরিচয়পত্র তৈরি করা সম্ভব হয়নি। তাঁর মেয়েও কর্মসূত্রে মুম্বইয়ে ভোটার কার্ড বানিয়েছিলেন ২০০৭ সালে। এই রাজ্যেও তাঁর পরিচয়পত্র রয়েছে। নতুন ভোটার তালিকায় নাম উঠবে কি না, সেই নিয়ে ভয় বাড়ছে তাঁদের। মায়াবিবির আশঙ্কা, মেয়ে-নাতনি নিয়ে ওপার বাংলায় চলে যেতে হলে কর্মসংস্থানের কী হবে। মায়াবিবি, রিনার মতো একই পরিস্থিতি অন্যদেরও।

এসআইআর যোগের জল্পনা

রেললাইনের পাশে ক্রমশ ফাঁকা হচ্ছে বস্তি।

ভুল প্রশ্নে নম্বর, জানাল হাইকোর্ট

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : 'ভুল প্রশ্নে যাঁরা উত্তর দিয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই নম্বর পাবেন', প্রাথমিকের ভুল প্রশ্নের মামলায় এমনটাই জানাল কলকাতা হাইকোর্ট। ২০১৭ ও ২০২২ সালের টেটে মোট ৪৭টি প্রশ্ন ভুল থাকা নিয়ে শুক্রবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে রিপোর্ট জমা দিয়েছে আদালত নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি। রিপোর্ট দেখার পরে বিচারপতির প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ, 'যাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন ও যাঁরা হননি তাঁরা প্রত্যেকেই নম্বর পাবেন।' তাই কোন পদ্ধতিতে, কীভাবে, কাদের কত নম্বর দেওয়া হবে তা প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের থেকে জানতে চেয়েছেন বিচারপতি। সোমবার পর্ষদের বক্তব্য জানার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে আদালত।

এদিকে সরকার স্বীকৃত বেসরকারি স্কুলের আংশিক সময়ের শিক্ষকরাও শিক্ষকতার পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বরাদ্দ ১০ নম্বর চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। শুক্রবার বিচারপতি অমৃতা সিনহা কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছেন, আবেদনকারীদের বিষয়টি খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এছাড়াও একাধিক বিষয়ে এদিনও আদালতে মামলা দায়ের হয়েছে। তবে বিচারপতি এদিনও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, অযোগ্যরা কোনওভাবেই নিয়োগে অংশ নিতে পারবেন না। এক আবেদনকারীর অভিযোগ, অযোগ্যদের তালিকায় তাঁর নাম রয়েছে। কিন্তু ওএমআর শিট, পার্সোনালিটি টেস্টে অস্বচ্ছতা নেই। মামলাটি মঙ্গলবার শুনানির জন্য ধার্য করা হয়েছে। আবার অভিযোগ, অনেকে নবম-দশমের ভিত্তিতে অভিজ্ঞতার নম্বর পেয়েছেন কিন্তু একাদশ-দ্বাদশের ক্ষেত্রে তা পাননি।

জলতরঙ্গে রাজ্যপাল

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : ঘরের লোক হয়ে আমজনতার কাছে পৌঁছোলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। গঙ্গা লাগোয়া গ্রামগুলি জলপথে ঘুরে বেড়ালেন শুক্রবার। খেলেন চপ আর চা। বাসিন্দাদের সঙ্গে কথাও বললেন। নৌবিহারের পর নাজিরগঞ্জ, সাঁকরাইল ও বজবজের গ্রামগুলি টোটো করে ঘুরে বেড়ালেন সারাদিন। রাজ্যপালকে এভাবে কাছে পেয়ে বেশ খুশি সেখানকার বাসিন্দারা। রাজ্যপাল জানিয়েছেন, সরাসরি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতেই এই উদ্যোগ। বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ও বাংলার আত্মাকে জানতে মাঠে-ময়দানে নেমে কাজ করার জন্যই 'জলতরঙ্গ' নামক এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নেওয়ার তিন বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এই গঙ্গা তীরবর্তী এলাকাগুলি পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত নেন সিভি আনন্দ বোস।

মাতৃ সম্মাননা

কদমতলি জুনিয়ার হাইস্কুলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল বিশেষ ও ব্যতিক্রমী এক অনুষ্ঠান 'মাতৃ সম্মাননা'। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সকল ছাত্রছাত্রীর মায়েদের সম্মান প্রদানের মাধ্যমে এই কর্মসূচি শুধু বিদ্যালয় নয়, গোটা এলাকার মধ্যে এক মানবিক বার্তা ছড়িয়ে দিল। সমাজে মা-দের ভূমিকা অপরিসীম— তাঁরাই সন্তানের প্রথম গুরু, প্রথম শিক্ষক ও জীবনের প্রথম পথপ্রদর্শক। তাঁদের ত্যাগ, স্নেহ ও ভালোবাসা ভাষায় প্রকাশের অতীত। এই উপলব্ধি থেকেই বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মায়েদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এই বিশেষ আয়োজন করে। এমনকি মায়েদের অবদান প্রোজেক্টরের মাধ্যমে সবার সামনে দেখানো হয় বলে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক শংকর দেব জানান। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশনায় মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়, যা উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। *– বিশ্বজিৎ প্রামাণিক*

সাহিত্য আসর

কিছুদিন আগে উৎসব ও সাহিত্য বিষয়ে রায়গঞ্জ পূর্বাশাপাড়ায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল রায়গঞ্জ কবিকথা উত্তর দিনাজপুরের ৫৩তম সাহিত্য আসর। সংস্থা সম্পাদক যাদব চৌধুরী বললেন, 'উৎসব ও সাহিত্যের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক। উৎসবের দিনে যেমন সাহিত্যপত্রগুলির বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় তেমনি উৎসবকে বিষয় করেও অনেক সাহিত্য নির্মিত হয়।' আসরে সংগীত পরিবেশন করেন ধরিত্রী চৌধুরী, সঞ্চালক সুদেব রায় ও অমল বিশ্বাস। স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনান শুভব্রত লাহিড়ি, যাদব চৌধুরী, রথীন্দ্রকুমার দেব, খুশি সরকার, সুচিত্রা লাহিড়ি ভট্টাচার্য, গৌতম চক্রবর্তী, শৈবাল কর্মকার প্রমুখ। আবৃত্তি পরিবেশন করেন অর্পিতা গোস্বামী চৌধুরী। অনুগল্প পাঠ করেন সমর আচার্য ও সৌরেন চৌধুরী। নিবন্ধ পাঠ করেন বাসুদেব ভট্টাচার্য। *–সুকুমার বাড়ই*

অধিবেশন

সম্প্রতি কালিয়াগঞ্জ মঞ্চ একুশের ২৭৪তম অধিবেশন মমতা কুণ্ডুর গান দিয়ে শুরু হয়। আবৃত্তি পরিবেশন করেন রিভু মোদক, জীবন মুন্সি, সংগ্রামী ভট্টাচার্য, সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায় ও সুস্মিতা চক্রবর্তী। সংগীত পরিবেশন করেন রাহি মোদক, স্বপ্না বণিক ও তন্ময় চৌধুরী। গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ 'কবিতা ও দর্শন - অন্বয় না অন্তরায় একটি পর্যালোচনা' সবার সামনে উপস্থাপন করেন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক দীপকচন্দ্র বর্মন। সঞ্চালনায় ছিলেন সংস্থার সম্পাদক দুলাল ভদ্র।

–সুকুমার বাড়ই

প্রতিবাদ

অসমে রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে বিতর্কের ঘটনায় সোচ্চার হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ সহ অন্যান্য সংগঠন। সম্প্রতি রায়গঞ্জ শহরের ঘড়ি মোড়ে এবং সুভাষগঞ্জ এলাকায় এই উপলক্ষ্যে একটি কর্মসূচি নেওয়া হয়। উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থেকে কালিয়াগঞ্জ গণনাট্য সংঘের উদ্যোগে প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক কর্মীরা প্রতিবাদ জানান।

– দীপঙ্কর মিত্র

রং ছড়াল স্বরাঞ্জলি

পণ্ডিত অরুণ ভাদুড়ি এবং বিদুষী গিরিজা দেবীর শিষ্য দিল্লির প্রবাসী আকাশবাণীর বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী শঙ্কুময় দেবনাথকে এক অন্তরঙ্গ মুডে পাওয়া গেল শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চে 'কালার্স অফ ইন্ডিয়া' অনুষ্ঠানে। শাস্ত্রীয় সংগীত এবং নৃত্যের বর্ণাঢ্য উপস্থাপনায় আক্ষরিক অর্থেই এই অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছিল বর্ণময়। উদ্যোক্তা সংস্থা স্বরাঞ্জলির কর্ণধার বিশিষ্ট সেতারবাদক সুব্রত দে জানালেন, সংস্থার ২৫ বছর পূর্তিতে দেশের ২৫টি শহরে এই অনুষ্ঠান হচ্ছে, তার মধ্যে শিলিগুড়ি অন্যতম।

মঙ্গলদীপে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সংস্কার ভারতীর উদয়কুমার দাস, পণ্ডিত দেবপ্রতিম রায়, সত্যজিৎ মুখোপাধ্যায়, সংগীতা চাকি, সহেলি বসু ঠাকুর, নিবেদিতা ভট্টাচার্য, বুলবুল বসু ও বর্ণালি বসু। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন বাচিকশিল্পী অমিতাভ ঘোষ। সংগীতের পর্বে কথা ও গানের মধ্যে সেতু রচনা করেন অতসী দাশগুপ্ত। সংগীতাংশে ছিলেন মালবিকা চক্রবর্তী, মৌসুমি দাশগুপ্ত, সম্প্রীতা মিত্র, মৈত্রেয়ী দাস, রূপরেখা চট্টোপাধ্যায়, সোমা চক্রবর্তী। শিল্পীদের সঙ্গে সহযোগিতায় ছিলেন প্রখ্যাত তবলাবাদক সুবীর ঠাকুর এবং হারমোনিয়ামে কমলাক্ষ

শিলিগুড়িতে 'কালার্স অফ ইন্ডিয়া' অনুষ্ঠানে।

মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে দ্বৈত তবলা লহরা পরিবেশন করেন কৃশানু সেন ও কৃষ্ণেন্দু সেন।

শাস্ত্রীয় নৃত্যের অনুষ্ঠানে দলগত নৃত্যে অংশগ্রহণ করে সুরবিতান, নৃত্যনীড়, সৃষ্টি। একক নৃত্যানুষ্ঠানে শ্রীমতী সংগীতা চাকির পরিচালনায় বেশকিছু প্রতিভাবান শিল্পী নৃত্য পরিবেশন করে। প্রতিষ্ঠিত নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে নজর কাড়েন ডঃ পম্পি পাল, প্রসেনজিৎ দেব, গার্গী চট্টোপাধ্যায়, আশিক সরকার, নীতিশা বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতি মণ্ডল। *–ছন্দা দে মাহাতো*

আদিবাসী নৃত্য প্রতিযোগিতা

ছন্দবদ্ধ।। *গাজোলে বিরসা মুন্ডার জন্ম সার্ধশতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানের একটি মুহূর্ত। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ*

বিরসা মুন্ডার জন্ম সার্ধশতবর্ষ এবং জয় জোহর মেলাকে কেন্দ্র করে আদিবাসী নাচগানে মেতে উঠল বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সোমবার অন্নদাশঙ্কর সদনে অনুষ্ঠিত হয় ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আদিবাসী নৃত্য প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় গাজোল ব্লকের ১৩টি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছিল। আদিবাসী সমাজের বিভিন্ন সংস্কৃতি নাচগানের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলে ছাত্রছাত্রীরা। বিচারকদের রায়ে প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে পান্ডুয়া একে হাইস্কুল, দ্বিতীয় আমশোল হাইস্কুল এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে হাতিমারি হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। সংগঠক সনাতন টুডু বললেন, 'আবহমান কাল ধরে চলে আসা আদিবাসী সংস্কৃতিকে বর্তমান প্রজন্ম যে ভালোভাবে টিকিয়ে রেখেছে তার একটি নিদর্শন পাওয়া গেল এই প্রতিযোগিতা থেকে।'

–গৌতম দাস।

নাটকে ফুটল জীবন

রায়গঞ্জ দীপালি উৎসবের শহর। আর এ শহরে এই উৎসব ঘিরে মঞ্চস্থ হয় বিভিন্ন নাটক। উদয়ন স্পোর্টিং ক্লাব ও দেহশ্রী ব্যায়ামাগারের পরিচালনায় দীপালি উৎসবে হয়ে থাকে এই সৃজনশীল আয়োজন। উদয়পুর দীপালি উৎসবে দু'দিনে চারটি নাটকে মূর্ত হল সমাজ-মনস্তত্ত্বের নানা আঙ্গিক। কিছুদিন আগে মঞ্চস্থ হয় চারটি ভিন্ন স্বাদের নাটক, যা দর্শকদের সামনে তুলে ধরে সমাজ এবং সম্পর্কের গভীরে লুকিয়ে থাকা নানা জটিলতা। প্রথম সন্ধ্যার প্রথম নাটক শিল্পাঙ্গন নাট্য সংস্থা নিবেদিত 'অবজ্ঞাত শর্বরী'। পরিচালনায় ছিলেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব বিমলকুমার শীল। এরপর মঞ্চস্থ হয় ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সৃজন শাখার নাটক 'সদগতি'। দ্বিতীয় সন্ধ্যার প্রথম পরিবেশনা দেবীনগর জাগরী থিয়েটার গ্রুপের নাটক 'বন্দী যে জন'। সে দিনের শেষ নাটক উন্মুক্ত নাট্যদলের 'মায়া লাগে নিজের জন্যে'। এ ছাড়া রায়গঞ্জ দীপালি উৎসবে প্রতিযোগিতামূলক নাটকের আসর বসে। রায়গঞ্জ ও রায়গঞ্জের বাইরের নাটক মঞ্চস্থ হয়। প্রতিটি নাট্যদল তাদের অভিনয়, মঞ্চসজ্জা এবং সার্বিক উপস্থাপনার মাধ্যমে নিজেদের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে শুরু করে মানবিক সম্পর্কের জটিলতা, জীবন ও সমাজের বহু স্তরকে মঞ্চের ভাষায় পরিবেশন করে তারা দর্শকদের মন জয় করে নেয়।

–সুকুমার বাড়ই

আলোকিত গান উৎসব

শিলিগুড়ি শহরের পুরোনো দিনের সবচেয়ে জনপ্রিয় শিল্পী দম্পতি গোপাল কর্মকার ও নন্দিতা কর্মকারের ওপর আর একবার আলো ফেলল সমাজ সাংস্কৃতিক সংস্থা প্রথম আলো। ক'দিন আগে দীনবন্ধু মঞ্চে গান উৎসব ২০২৫-এ আকাশবাণীর একসময়ের কিংবদন্তি শিল্পী যুগলকে এই জনপদের সংগীত পরিমণ্ডলকে সমৃদ্ধ করার জন্য জীবনকৃতি সম্মাননা দেওয়া হল। যোগ্য শিল্পী দম্পতিকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে উদ্যোক্তারা নিঃসন্দেহে এই শহরের সংগীত রসিকদের কাছে ধন্যবাদার্হ হয়ে রইলেন।

সমাজমাধ্যমে দেখনদারির রমরমার যুগেও এ শহরে নৃত্যে গুরু রুনু ভট্টাচার্য আর সংগীত জগতে গোপাল কর্মকার ও নন্দিতা কর্মকাররা বটবৃক্ষের মতো কয়েক দশক ধরে ছায়া দিয়ে এসেছেন এবং এখনও দিচ্ছেন। এই শিল্পী দম্পতির হাতে সম্মাননা তুলে দেন প্রথম আলোর ছাত্রছাত্রীরা, মানপত্র পাঠ করেন সংস্থার কর্ণধার দীপক দাস।

প্রথম আলো কালচারাল ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবারে চারদিন ধরে তৃতীয় বর্ষ গান উৎসবে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের ১৯২ জন শিল্পী তাঁদের সংগীতের অর্ঘ্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। উত্তরবঙ্গের নবীন ও প্রবীণ প্রতিভাবান শিল্পীদের বড় মঞ্চে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিতেই এই গান উৎসবের সূচনা হয়েছে। উৎসবের উদ্বোধনীর দিনে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব একটি রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে শোনান।

বাইরের উল্লেখযোগ্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন দিনহাটার সূর্যশেখর মুস্তাফি, ইসলামপুরের সুমা পাল, বালুরঘাটের নিতাই মণ্ডল, কামাখ্যাগুড়ির প্রিয়ম ভৌমিক, চ্যাংরাবান্ধার সুনেত্রা বোস, মালবাজার থেকে সৃঞ্জয়িতা চক্রবর্তী, নীতা সাহা। আর শিলিগুড়ি শহরের শিল্পীদের মধ্যে শ্রোতাদের মন জয় করেন আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলেশ দাশগুপ্ত, নন্দিনী রাহা, সুব্রত দাস, ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত, বুলবুল বোস, হেমশ্রী পাল, অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়। চারদিন ধরে বিভিন্ন সময়ে গান উৎসবের সঞ্চালনায় ছিলেন মিস্টু রায়, অর্পিতা চক্রবর্তী, সুলগ্না দত্ত, শ্রেয়সী ভট্টাচার্য, মৌমিতা আচার্য ও নাসরিন সুলতানা।

-- ছন্দা দে মাহাতো

নতুন উদ্যোগ

সম্প্রতি জলপাইগুড়ি স্টুডেন্ট হেলথ হোম-এ প্রকাশিত হয় কবি রুমি নাহা মজুমদারের অষ্টম গদ্যগ্রন্থ 'ভেসে যায় দরিয়ায়' ও উপন্যাস 'খেঁকশিয়ালের গান'।

পাশাপাশি, প্রকাশিত হয় রুমির শর্ট ফিল্ম 'ছাতা'ও। এদিন একটি অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছিল। রুমি নিজে সেখানে গান গেয়ে শোনান। জলায় জাগে পানকৌড়ি শিশু-কিশোর পত্রিকার পক্ষ থেকে ছাত্রছাত্রীদের অঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান করা হয়। সঞ্চালনায় ছিলেন শাশ্বতী গুপ্তভায়া ভৌমিক। *–অনসূয়া চৌধুরী*

কবিতার বই

সম্প্রতি কোচবিহারের এক বিদ্যালয়ে তোর্ষা নদীর উৎপত্তিকে কেন্দ্র করে 'তোর্ষার পাঁচালী' কবিতার বই প্রকাশিত হল। বইটি লিখেছেন কোচবিহারের প্রবীণ শিক্ষক হরিপদ পাল। বইটিতে মোট দশটি কবিতা রয়েছে। সেদিনের বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক চঞ্চলরঞ্জন দাশ, রামভোলা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক বাণীকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ।

–দেবদর্শন চন্দ

কলাকুশলীর 'আবোল তাবোল'-এর একটি মুহূর্ত।

শততম প্রযোজনা

৫১ বছর পেরিয়ে ক'দিন আগে জলপাইগুড়ি রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে 'আবোল তাবোল'-এর প্রযোজনা করল কলাকুশলী। এটি ছিল সংস্থার শততম নাট্য প্রযোজনা। সুকুমার রায়ের কবিতাগুলি অবিকৃত রেখে হেড অফিসের বড় বাবুর জীবনের একটা জার্নি দেখানো হল। কীভাবে শান্তশিষ্ট খেয়ালখোলা এক শিশু জীবনের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে, লোভের খুড়োর কলে পড়ে, একুশে আইনের দুনিয়ায় এসে ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে এক ভয়ংকর রাগি রামগরুড়ের ছানায় পরিণত হল সেটাই দেখাল এ নাটক। এর সঙ্গে ছিল সুকুমার রায়ের গানের গুঁতো, দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম ও শব্দকল্পদ্রুম নিয়ে একটি কবিতার কোলাজ। তারপর ছিল চিরকালীন 'পাজিপিটার' অবলম্বনে নাটক 'পিটার ভালো?' ভরা প্রেক্ষাগৃহে কচিকাঁচাদের সঙ্গে বড়দের মিশেলে সুকুমার রায়কে উৎসর্গীকৃত এ নাট্যসন্ধ্যা স্মরণীয় হয়ে রইল। একইসঙ্গে কলাকুশলীর ১০০তম নাট্য প্রযোজনা উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চায় নিঃসন্দেহে নতুন মাত্রা যুক্ত করল। *– নিজস্ব প্রতিবেদন*

হারায়ে খুঁজি

রায়গঞ্জের ইনস্টিটিউট মঞ্চে কিছুদিন আগে একটি অন্যরকম পূর্ণাঙ্গ নাটক পরিবেশিত হল। ঋষি প্রযোজনায় 'হারায়ে খুঁজি' নামে এই নাটকের রচয়িতা এবং নির্দেশনায় রয়েছেন রায়গঞ্জের ঘরের ছেলে শংকর রায়। অভিনয় করেছেন শংকর নিজেও। বাকি অভিনেতারা হলেন অরুন্ধতী রায়, শৌভিক দাস, বিপ্লবকুমার পাল, তন্ময় চৌধুরী, বিনায়ক দাস এবং মানস দত্ত। এ নাটকের সার্বিক অনুপ্রেরণায় কৌশিক চৌধুরী। মঞ্চ ও রূপসজ্জায় অরূপ ধর। আবহসংগীতে এবং আলো প্রক্ষেপণে রয়েছেন যথাক্রমে প্রশান্ত ঘোষ এবং রতন রায়। এই নাটকে দেখা গেল তিন প্রজন্মের অনর্গল খোঁজ। প্রাণের ভয়ে ফেলে আসা জন্মভূমিতে ফেরার দুর্বার আকুলতা। নিজেকে খুঁজতে পথে নেমে নতুন করে অন্য এক লড়াইয়ে মরিয়া অবসরপ্রাপ্ত এক ইঞ্জিনিয়ার। লক্ষ্য আঁধার থেকে এই প্রজন্মকে রক্ষা করা। মোবাইল দানবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের স্বর শোনা গেল নাটকে। মূল্যবোধের ইমারতে বাস করার প্রেরণা ছড়িয়ে পড়ল মঞ্চজুড়ে। সময়ের হালখাতায় ধরা দিল বাবা-মায়ের আড়ম্বর ব্যস্ততায় বিপদগ্রস্ত সন্তানের শেষ হয়ে যাওয়ার ছবি। *–সুকুমার বাড়ই*

আঁধারে আলো

জগদ্ধাত্রীপুজোর নবমীর সন্ধ্যায় জগৎ কল্যাণ পুজো কমিটি উত্তর সুকান্তনগরে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। শামিল হয় ভিমবার ব্লাইন্ড স্কুলের ছেলেমেয়েরা। ওদের চোখে আঁধার হলেও জীবন রংয়ে ভরপুর। জুবিন গর্গকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে বেতার শেখ বেশ কয়েকটি গান গেয়ে শোনায়। সমবেত নৃত্য পরিবেশনায় ছিল দীপশিখা দাস, বর্ণালী ঠাকুর, রাধা ঠাকুর, মিলিয়ানী মিঞ্জ, সুজিতা টিগ্গা, ক্যাটরিনা টিগ্গা প্রমুখ। অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্বে ছিল বৃহন্নলাদের পরিবেশিত 'মহিষাসুরমর্দিনী'। *–সম্পা পাল*

বিশেষ অনুষ্ঠান

পুজোকে কেন্দ্র করে কোচবিহারের মহারাজা শ্রীজিতেন্দ্রনারায়ণ ক্লাব কিছুদিন আগে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। ক্লাব সদস্য ও তাঁদের পরিজনদের নাচ-গান-কবিতা পাঠে অনুষ্ঠান মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। অণিমা মিশ্র, সুদেষ্ণা হাঁসদা সুর গান শোনান। ডাঃ তাপস আইচ সংগীতে শ্রদ্ধা জানান সলিল চৌধুরী ও ডঃ ভূপেন হাজারিকাকে। ঋতুপর্ণা সংগীতে স্মরণ করলেন অকালপ্রয়াত জুবিন গর্গকে। ঋতুরাজ-রোহিতের কবিতা পাঠ এবং সবশেষে ময়ূখের নৃত্য অনুষ্ঠানে বৈচিত্র্য আনে। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বনানী আইচ। *–নীলাদ্রি বিশ্বাস*

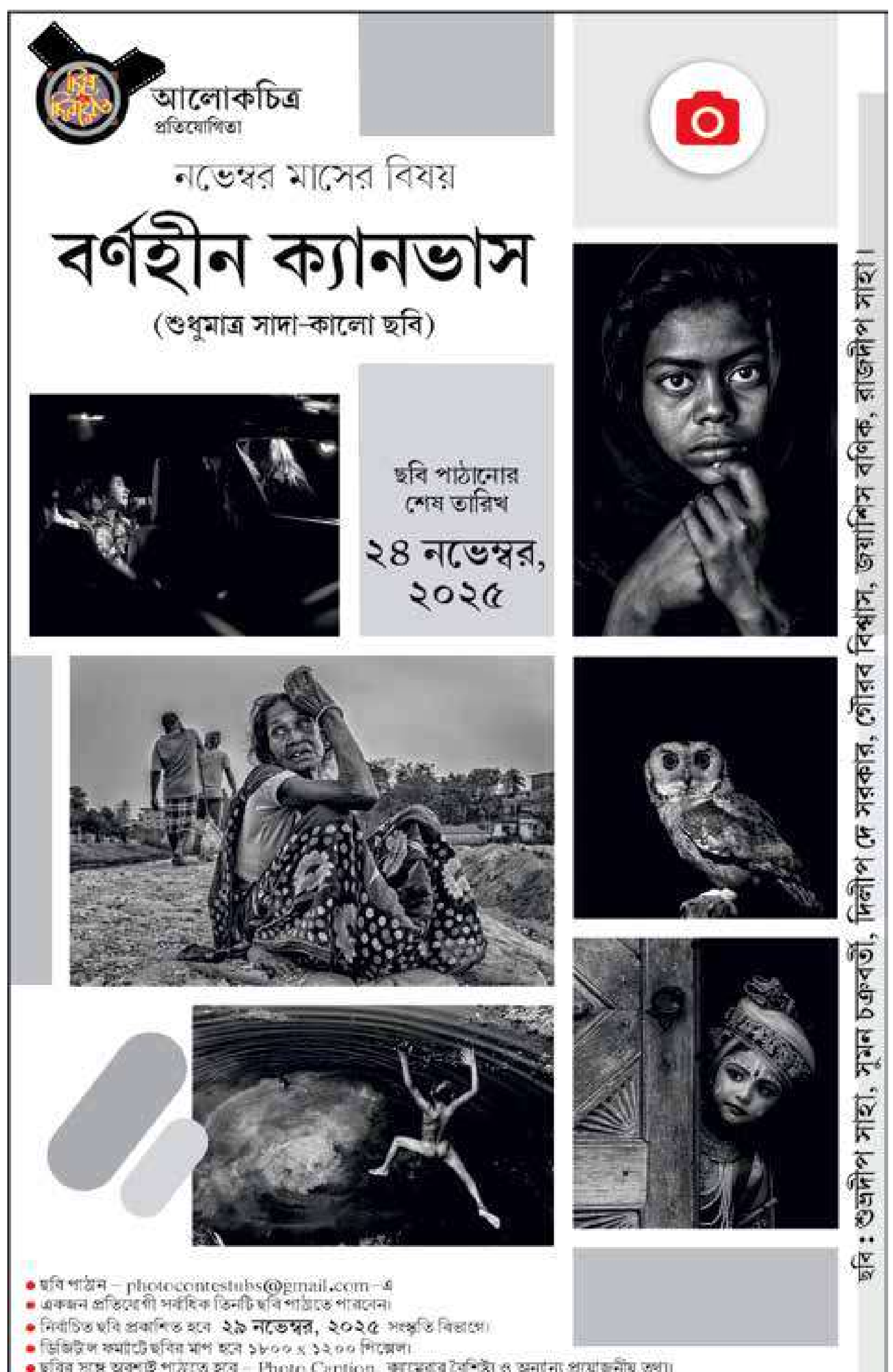

বইটই

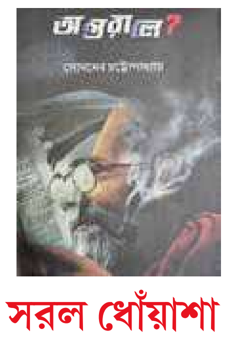

সরল ধোঁয়াশা

উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে এক অনামী সন্ন্যাসী অবস্থান করেছেন ১৯৮৫ সালের সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত। পরবর্তীতে অন্তত তিনজন বিশিষ্ট হস্তাক্ষর/ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ মত দিয়েছেন সন্ন্যাসী এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর হাতের লেখা একই ব্যক্তির। তবুও গোটা বিষয়টি নিয়ে অনেক ধোঁয়াশা। সবই পরিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন সোমদেব চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বই **অন্তরালে?**-র মাধ্যমে। প্রচুর তথ্যে ভরপুর বইটি আগ্রামী প্রজন্মের জন্য রীতিমতো এক দলিল হয়ে থাকবে। সোমদেব ম্যানেজমেন্টে পিএইচডি'র পড়ুয়া। এর আগে তাঁর লেখা তিনটি বই পাঠক মহলে প্রশংসা কুড়িয়েছে। এটি তাঁর চতুর্থ বই। সুজয় গুপ্তের আঁকা প্রচ্ছদের জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। প্রকাশন উডপেকার।

মজার খেলা

লাঠি ছাড়ো বল ধরো, চোখ বেঁধে বল রাখো, গোল দাগে লাফানো। এমন কতই না মজার খেলা। আজকের ছোটদের দুনিয়া থেকে নানা খেলাই হারিয়ে গিয়েছে। স্কুল পড়ুয়া ছোটদের জন্য সঞ্জীব রায় তাঁর বই **শিশুদের মজার খেলা**য় এমন বহু মজার খেলা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। বিশেষত্ব বলতে বইটিতে এমন কিছু খেলার বিষয়ে বলা হয়েছে যেগুলি সামান্য উপকরণ দিয়ে স্বল্প পরিসরে স্কুলের প্রাঙ্গণ, বারান্দা বা ক্লাসরুমে অনায়াসে পরিচালনা সম্ভব। বেশ কয়েকটি লেখার সঙ্গে ছবি ও বিস্তারিত ডায়াগ্রাম দেওয়া রয়েছে। এই বই ছোটদের কাছে রীতিমতো গুপ্তধন হিসেবে ধরা দিতে পারে।

লড়াই চলছেই

হয়তো প্রচেষ্টা ক্ষুদ্র। কিন্তু সাহিত্যের উত্তরণের স্বার্থে লড়াইটা লড়তে বড়সড়ো চেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছে দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে প্রকাশিত ক্ষুদ্র পত্রিকা **চষেল**। সেই চেষ্টারই অঙ্গ হিসেবে পত্রিকার ২০তম বর্ষে **শারদ সংকলন** পাঠকদের হাতে ধরা দিয়েছে। প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, অণুগল্পে ঠাসা সংখ্যাটি। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির পুনর্জীবন নিয়ে ডঃ বিপুলকুমার সরকারের লেখা প্রবন্ধটি বেশ তথ্যবহুল। স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে গজেন মণ্ডলের লেখাটি পড়তে ভালো লাগে। এতগুলি বছর ধরে কীভাবে তাঁরা তাঁদের পথচলা অব্যাহত রেখেছেন তা পত্রিকার সম্পাদক অমিয়কুমার চৌধুরী খুব সুন্দরভাবে তাঁর লেখনীতে তুলে ধরেছেন।

সহজসরল ১৪

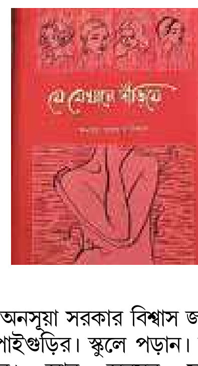

অনসূয়া সরকার বিশ্বাস জন্মসূত্রে জলপাইগুড়ির। স্কুলে পড়ান। আবৃত্তি করেন। আর অবসর সময়টায় লেখালেখিতে ডুবে থাকেন। উত্তরবঙ্গ সংবাদ ছাড়াও বহু পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। কিছুদিন আগে জলপাইগুড়িতে আয়োজিত তিস্তা সাহিত্য উৎসবে অনসূয়ার গল্প সংকলন **যে যেখানে দাঁড়িয়ে** প্রকাশিত হয়েছে। ১৪টি গল্পের এক অনন্য সংকলন। বিষয়বস্তু ছড়িয়ে শাশুড়ি ও পুত্রবধূর সম্পর্ক থেকে শুরু করে বাইপোলার ডিসঅর্ডারে ভোগা মানুষের কষ্ট, বন্ধুত্বের সহজসরল রসায়ন থেকে শুরু করে জীবনে বাঁচার রসদ খোঁজা, এমন অনেক কিছুতেই। সহজসরল ভাষায় লেখা গল্পগুলি পাঠকদের বেশ ভালো লাগবে। ঋতুপর্ণা খাটুয়ার আঁকা প্রচ্ছদ আলাদাভাবে চোখ টানে।

ছন্দের টানে

'সামনের বাড়িটির দিকে/সময় পেলে চেয়ে থাকি/চোখে পড়ে সোফা টেবিল/স্কুল ব্যাগ মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি।' সুশীল মণ্ডলের লেখা 'সামনের বাড়িটি' কবিতাটি এভাবেই শুরু হচ্ছে। আরও ৭১টি কবিতাকে সঙ্গী করে সেই কবিতা ঠাঁই পেয়েছে কবির বই **নির্বাচিত প্রেমের কবিতা**য়। সুন্দরবনের মানুষ। ছোটবেলা থেকেই কবিতার প্রতি প্রচণ্ড টান। প্রেম-সঞ্চার ও কাব্যের লালিত্যে ভরপুর এই বইয়ের প্রতিটি কবিতা পাঠকের নিশ্চিতভাবে ভালো লাগবে। হাজার দুয়ারির কবিতায় কবি লিখেছেন, 'দিনান্তে নিরেট একখানা সন্ধ্যা/মহুয়ার গন্ধ ছড়াতে নিজেকে তৈরি করছে/আমি তোমার জন্য হাট খুলে রাখি/হাজার দুয়ারি।' সহজসরল একটি প্রচ্ছদ এঁকেছেন সুব্রত চৌধুরী।

সংস্কৃতিকেন্দ্রিক বিষয়ে অনধিক ২০০ শব্দে নমুনা লেখা পাঠাতে পারেন। নির্বাচিত লেখা ছাপা হবে এই বিভাগে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠানোর ঠিকানা : বিভাগীয় সম্পাদক, সংস্কৃতি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। অনলাইনেও ইউনিকোড ফন্টে লেখা পাঠাতে পারেন uttorerlekha@gmail.com–এ।

দুবাইয়ে ভাঙল তেজস হত পাইলট

দুবাই, ২১ নভেম্বর : গোটা বিশ্বের সামনে আচমকা ভূলুণ্ঠিত হল ভারতীয় বায়ুসেনার গর্ব-তেজস যুদ্ধবিমান। শুক্রবার স্থানীয় সময় দুপুর ২টো ১০ নাগাদ দুবাই এয়ার শো-এ কসরত দেখানোর সময় ভেঙে পড়ে একটি তেজস যুদ্ধবিমান। নিহত হন পাইলট উইং কমান্ডার নমাংশ সায়াল। তিনি হিমাচলপ্রদেশের কাংরার বাসিন্দা। কীভাবে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটল তা খুঁজে বের করতে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনা। যেটি ভেঙে পড়েছিল সেটি ছিল সিঙ্গল সিট লাইট কমব্যাট এয়ারক্রাফট।

দুবাই ওয়ার্ল্ড সেন্ট্রালের আল মাকতৌম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রদর্শনীর সময় দেশ-বিদেশের দর্শনার্থীদের সামনে আকাশে কসরত দেখাচ্ছিল ভারতীয় বায়ুসেনার তেজস। আচমকা যুদ্ধবিমানটি গোঁত্তা খেয়ে নীচে নামতে শুরু করে। চোখের নিমেষে মাটিতে আছড়ে পড়ে তেজস। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়। আগুন আর কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে থাকে ওপরের দিকে। গোটা দৃশ্যটির ভিডিও ইতিমধ্যে সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। তখনও অবশ্য স্পষ্ট হয়নি, তেজসের পাইলট বেঁচে আছেন কিনা। তিনি বিমান থেকে বেরোতে পেরেছেন কিনা সেটাও ছিল অস্পষ্ট। শেষমেশ বায়ুসেনার তরফে এক্স বার্তায় পাইলটের মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়। এই দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ অনিল চৌহান, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা প্রমুখ।

> দুবাই এয়ার শো চলাকালীন ভারতীয় বায়ুসেনার একজন সাহসী পাইলটের মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকগ্রস্ত। এই মর্মান্তিক সময়ে তাঁর পরিবারের পাশে রয়েছে গোটা দেশ।
>
> **রাজনাথ সিং**

প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং শোকবার্তায় বলেছেন, 'দুবাই এয়ার শো চলাকালীন ভারতীয় বায়ুসেনার একজন সাহসী পাইলটের মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকগ্রস্ত। শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা। এই মর্মান্তিক সময়ে ওই পরিবারের পাশে রয়েছে গোটা দেশ।' অপরদিকে রাহুল গান্ধি শোকপ্রকাশ করে বলেছেন, 'দুবাই এয়ার শো-এ তেজস ভেঙে পড়ার ঘটনায় আমাদের বায়ুসেনার একজন বীর পাইলটের মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। ওঁর পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল। দেশ তাঁদের সঙ্গে রয়েছে। ওই পাইলটের সাহসিকতা ও সেবাকে সম্মান জানাচ্ছে।'

রাষ্ট্রায়ত্ত হ্যালের তৈরি তেজস আগেও দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল। গতবছর মার্চে জয়শলমেরের কাছে ভেঙে পড়েছিল তেজস। সেবার অবশ্য পাইলট ভাগ্যক্রমে দুর্ঘটনার ঠিক আগের মুহূর্তে বিমান থেকে বেরিয়ে যেতে পেরেছিলেন। ২০২১ সালে ৮৩টি তেজস চেয়ে হ্যালের সঙ্গে চুক্তি করে কেন্দ্র। বেশ কয়েকটি দেশের সঙ্গে তেজস বিক্রি নিয়ে কথাবার্তাও চলছে।

নক্ষত্র পতন...

শুক্রবার দুবাই এয়ার শো-এ বায়ুসেনার তেজস যুদ্ধবিমান ওড়ার কয়েক মুহূর্ত পর ভেঙে পড়ে।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথায় নরেন্দ্র মোদিকে স্বাগত জোহানসবার্গে। শুক্রবার। - পিটিআই

চিনাদের ভিসার সুযোগ বৃদ্ধি

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর : শীতের শুরুতে ভারত-চিন সম্পর্কে বরফ গলার ইঙ্গিত। চলতি সপ্তাহ থেকে চিনা নাগরিকদের জন্য পর্যটন ভিসা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে ভারত। বিশ্বের সব ভারতীয় দূতাবাস এবং কনসুলেটগুলি থেকে চিনারা পর্যটন ভিসা পাওয়ার সুযোগ পাবেন বলে শুক্রবার কূটনৈতিক সূত্রে জানানো হয়েছে। ২০২০-র গালওয়ান সংঘর্ষের পর থেকে বন্ধ থাকার পর গত জুলাইয়ে চিনা পর্যটকদের জন্য ভিসা দেওয়ার কাজ শুরু করেছিল কেন্দ্র। তবে এতদিন তা সীমিত পরিসরে চলছিল। চিনা নাগরিকরা শুধু বেজিংয়ের ভারতীয় দূতাবাস এবং সাংহাই, গোয়াংঝু ও হংকংয়ের কনসুলেটে ভিসার জন্য আবেদনপত্র জমা করতে পারতেন। এবার তার ক্ষেত্র আরও বৃদ্ধি করা হল।

বিদেশমন্ত্রকের একটি সূত্র জানিয়েছে, গত কয়েকমাসে ভারত, চিন দু-পক্ষই পারস্পরিক আস্থা বর্ধক পদক্ষেপ হিসাবে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অক্টোবর থেকে দুই দেশের মধ্যে সরাসরি উড়ান পরিষেবা চালু হয়ে গিয়েছে। সেই ধারার সঙ্গে সংগতি রেখে এবার আরও বেশি চিনা নাগরিককে ভারত ভ্রমণের সুযোগ দিল কেন্দ্র।

সরকারি কর্মীদের নির্দেশ

মুম্বই, ২১ নভেম্বর : সাংসদ, বিধায়করা এলেই সরকারি কর্মীদের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদের সম্ভাষণ জানাতে হবে। তাঁদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না। মহারাষ্ট্র সরকারের সমস্ত দপ্তরে এই সরকারি নির্দেশ মানতে হবে। মানা না হলে আইনি পদক্ষেপ করা হবে। বিজ্ঞপ্তিটি বৃহস্পতিবার দিয়েছে মহারাষ্ট্র সরকার।

বিস্ফোরণে নিহত ১৫

ইসলামাবাদ, ২১ নভেম্বর : পাক পঞ্জাবের ফয়সালাবাদে শুক্রবার একটি আঠা তৈরির কারখানার বয়লার ফেটে মৃত্যু হল ১৫ জনের। আহতের সংখ্যা জানা যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, বিস্ফোরণ শোনা গিয়েছে বহু দূর থেকে। বিস্ফোরণের অভিঘাতে কারখানার একটি অংশ ভেঙে পড়ে। ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কারখানাটি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়ায় গোটা এলাকায়। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ ঘটনায় গভীর দুঃখপ্রকাশ করেছেন। তিনি ফয়সালাবাদের ডেপুটি কমিশনারের কাছ থেকে ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছেন।

বাংলাদেশে ভূমিকম্পের বলি ১০

ঢাকা, ২১ নভেম্বর : শুক্রবার ভারতে তখন সকাল ১০টা ৮। ভূমিকম্পের জেরে কেঁপে উঠেছিল উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশ। প্রায় ১৮ সেকেন্ড ধরে কম্পন অনুভূত হয়েছে অসম সহ উত্তর-পূর্ব ভারতে। যদিও এদেশে কোনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। তবে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে ভূমিকম্পের কেন্দ্র বাংলাদেশে। শুধু ঢাকাতেই মারা গিয়েছেন ৩ জন। আহতের সংখ্যা ৫০ ছাড়িয়েছে। ভূমিকম্পের কারণে ঢাকার কসাইটুলি এলাকার একটি বহুতলের রেলিং ভেঙে পড়েছে রাস্তা দিয়ে যাওয়া পথচারীদের ওপর। ঘটনায় এক ডাক্তারি পড়ুয়া সহ ৩ জন মারা গিয়েছেন। নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে দেওয়াল ধসে একটি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। নরসিংদিতে মৃত্যু হয়েছে একজনের।

এদিনের কম্পনের উৎস ছিল নরসিংদি জেলার মাধবদী থেকে ১৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে। মার্কিন জিওলজিক্যাল সার্ভের রিপোর্ট অনুযায়ী, কম্পনের মাত্রা রিখটার স্কেলে ৫.৫। ভারতের ভূ-তাত্ত্বিক সংস্থার মূল্যায়ন অনুযায়ী, কম্পনের তীব্রতা ছিল ৫.৭। শুক্রবার দুপুরে ভূমিকম্পে আহতদের দেখতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়েছিলেন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নুরজাহান বেগম। তাঁর মতে, ভূমিকম্পের তীব্রতার তুলনায় বাংলাদেশে হতাহতের ঘটনা বেশি হয়েছে। আহতদের অধিকাংশ প্যানিক অ্যাটাকের শিকার বলে জানিয়েছেন তিনি।

তবে এবারের ভূমিকম্পকে হালকাভাবে নিতে রাজি নন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পূরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক তথা ভূমিকম্প গবেষক মেহেদি আহমেদ আনসারি। তিনি বলেন, 'বড় ভূমিকম্প হওয়ার আগে ছোট ছোট ভূমিকম্প হয়, এটি তার আগাম বার্তা।'

ভূমিকম্পের পর বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বাসিন্দারা। শুক্রবার ঢাকায়।

শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উৎকণ্ঠা

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর : দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে নাম জড়িয়েছে হরিয়ানার ফরিদাবাদের আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়। আত্মঘাতী জঙ্গি চিকিৎসক উমর এবং ধৃত বেশ কয়েকজনই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত বলে পুলিশ দাবি করেছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ধৃত সিদ্দিকিও ইডি-র হেপাজতে।

ইউনিভার্সিটির পরিবেশ থমথমে। চারিদিকে পুলিশ। কখনও আসছে ইডি, কখনও এনআইএ-র কর্তারা। এই আবহে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে এমবিবিএস প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদের পঠনপাঠন।

দিল্লি, চণ্ডীগড়, লখনউ, হলদওয়ানির একঝাঁক পড়ুয়া আল ফালাহ-য় ভর্তি হয়েছেন। লালকেল্লা কাণ্ডের পর তাঁদের অনেকেই বাড়ি ফিরে যান। ক্লাস শুরু হওয়ার খবর পেয়ে ফের এসেছেন। এক শিক্ষার্থীর বাবা

আল ফালাহ

বললেন, 'দিল্লির ঘটনায় আমরা ভীষণ ভয় পেয়েছি। মেয়েকে তখনই বাড়ি চলে আসতে বলি। আজও বলতে পারছি না এখানে মেয়েকে রাখার সিদ্ধান্ত ঠিক হচ্ছে কি না। কিন্তু বিকল্পই বা কী? আমরা তো ওর পড়াশোনার ক্ষতি করতে পারি না।'

লখনউয়ের বাসিন্দা সুশীল মেহতার কথা, 'আমার ছেলে এখানে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রচুর খেটেছে। কলেজ কর্তৃপক্ষের উচিত সবার মনে আস্থা ফেরানো। আমরা চাই স্বচ্ছতা, নিরাপত্তা।'

উত্তরাখণ্ডের বাসিন্দা প্রথম বর্ষের এক শিক্ষার্থী বলেছেন, 'এখন যদি এই ইনস্টিটিউশন ছেড়ে দিই তাহলে আমার একটা বছর নষ্ট হবে। পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে কী যে হবে জানি না।' এক পড়ুয়া অবশ্য বলেছেন, কর্তৃপক্ষ তাঁদের গুজবে কান না দেওয়ার অনুরোধ করেছেন। আশ্বাস দিয়েছেন, পরিস্থিতি ঠিক হয়ে যাবে।

অন্তর্বর্তী জামিন নামঞ্জুর মহুয়ার

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর : স্বস্তি পেলেন না তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। শুক্রবার তাঁর অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করেনি দিল্লি হাইকোর্ট।

সংসদে ঘুষের বিনিময়ে প্রশ্ন করার অভিযোগে কৃষ্ণনগরের সাংসদের বিরুদ্ধে সিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ দেয় লোকপাল। ১২ নভেম্বর লোকপালের পূর্ণ বেঞ্চ মহুয়ার বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশের অনুমতি দেয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে। ওই অনুমতি বাতিল করা ও তাঁকে অন্তর্বর্তী জামিন দেওয়া— দুটি আবেদনই দিল্লি হাইকোর্টে করেছিলেন মহুয়া। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ চার্জশিট দেওয়ার অনুমতি সংক্রান্ত রায় এদিন স্থগিত রেখেছে। অন্তর্বর্তী জামিন দেয়নি।

বিস্ফোরক তৈরিতে আটাকলের যন্ত্রপাতি

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর : দিল্লিতে বিস্ফোরণ ও হরিয়ানার ফরিদাবাদে অস্ত্র এবং বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনার যোগসূত্র ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। অন্যতম অভিযুক্ত চিকিৎসক মুজাম্মিল শাকিল গনাইয়ের ফরিদাবাদের ভাড়াবাড়ি থেকে ৩৬০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট উদ্ধার করেছিল হরিয়ানা এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের যৌথবাহিনী। এবার সেই বাড়িতেই হদিস মিলল একটি আটাকলের। উদ্ধার হয়েছে বেশ কিছু বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতি। গোয়েন্দাদের মতে, ওই আটাকলের আড়ালে চলেছিল বিস্ফোরক তৈরি ও তা মজুতের কাজ। সম্ভবত অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট থেকে ইউরিয়াকে আলাদা করতে আটাকলের যন্ত্রপাতি কাজে লাগাত মুজাম্মিল শাকিল ও তার সঙ্গীরা। অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট থেকে ইউরিয়া আলাদা হয়ে গেলে সেটিকে আরও মিহি করতে বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হত।

ফরিদাবাদ কাণ্ড

- মুজাম্মিলের ভাড়াবাড়িতে মিলেছে আটাকলের হদিস
- উদ্ধার বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতি
- আটাকলের আড়ালে চলেছিল বিস্ফোরক তৈরি ও মজুতের কাজ
- অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট থেকে ইউরিয়াকে আলাদা করতে আটাকলের যন্ত্রপাতি কাজে লাগানো হত

যে বাড়িটি মুজাম্মিল ভাড়া নিয়েছিল সেটির মালিক একজন ট্যাক্সিচালক। ওই চালককে জেরা করছেন জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-র আধিকারিকরা। জেরায় তিনি জানিয়েছেন, ৪ বছর আগে আল ফালাহ হাসপাতালে ছেলেকে চিকিৎসা করাতে নিয়ে গিয়েছিলেন গাড়িচালক। সেই সূত্রে চিকিৎসক মুজাম্মিলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। মুজাম্মিলের অনুরোধে বাড়িভাড়া দেন। ভাড়া নেওয়ার দিনকয়েকের মধ্যে আটাকলের যন্ত্রপাতি নিয়ে আসে মুজাম্মিল। জানায়, সেগুলি নাকি তার বোনের বিয়ের উপহার।

এদিকে গোয়েন্দা সূত্র জানিয়েছে, মুজাম্মিল সহ ধৃত চিকিৎসকদের সঙ্গে যে বিদেশি শক্তির যোগ ছিল সেই ইঙ্গিত ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। ফরিদাবাদ কাণ্ডে গ্রেপ্তার হওয়া এক চিকিৎসকের কাছে বিদেশ থেকে বিস্ফোরক তৈরির ভিডিও পাঠানো হত। তবে সেই চিকিৎসকের নাম জানা যায়নি। এ পর্যন্ত এই ধরনের ৪২টি ভিডিওর খোঁজ পেয়েছেন তদন্তকারীরা। ফরিদাবাদে বিস্ফোরক তৈরির সঙ্গে অন্তত ৩ জন বিদেশি হ্যান্ডলার জড়িত ছিল। তাদের নাম হানজুল্লা, নিসার ও উসকা। যদিও এগুলি তাদের আসল নাম নয় বলে মনে করছেন গোয়েন্দারা।

তাল ঠুকছেন সিদ্দা-ডিকেএস

মুখ্যমন্ত্রী বদলের জল্পনা কর্ণাটকে

বেঙ্গালুরু, ২১ নভেম্বর : রাহুল গান্ধির 'ভারত জোড়ো যাত্রা'র পর কর্ণাটক জিতে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল কংগ্রেস। অথচ সেই কর্ণাটকই এখন কংগ্রেসের গলার কাঁটা। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া বনাম উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমারের স্নায়ুযুদ্ধে ফের সরগরম কন্নড় রাজনীতি। শীঘ্রই রাজ্য মন্ত্রীসভায় রদবদল করতে পারেন সিদ্দারামাইয়া। তার আগে শুক্রবার কংগ্রেস হাইকমান্ডের কাছে মুখ্যমন্ত্রী পদে পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে দরবার করেন ডিকে শিবকুমারের গোষ্ঠীর অন্তত ১০ জন বিধায়ক। তাঁদের মধ্যে একজন মন্ত্রীও রয়েছে।

এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া বলেন, 'হাইকমান্ডই সমস্ত রদবদল ঘটায়। তারা কি কিছু বলেছে? আমি বা অন্য কেউ হাইকমান্ডের থেকে সেরকম কিছু শুনিনি। ডিকে শিবকুমার, আমি এবং প্রত্যেকে হাইকমান্ডের কথা শুনে চলি। আমিই বাজেট পেশ করব। আমিই কুর্সিতে থাকছি। আগামীকাল আমি মল্লিকার্জুন খাড়গের সঙ্গে দেখা করব।' কোনও বিধায়ক যাতে বিভ্রান্তিকর তথ্য হাওয়ায় ভাসাতে না পারেন সেই জন্য কংগ্রেস সভাপতিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নিতে বলেছেন সিদ্দারামাইয়া।

অপরদিকে ডিকে শিবকুমার বলেন, 'দলাদলি আমার রক্তে নেই। ১৪০ জন বিধায়কই আমার বিধায়ক। তাঁরা প্রত্যেকেই মন্ত্রী হওয়ার যোগ্য। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, তিনি পুরো পাঁচ বছরই থাকবেন। আমি ওঁকে শুভেচ্ছা জানাতে চাই। আমরা সবাই ওঁর সঙ্গে আছি।'

কিন্তু শিবকুমারের এহেন নিস্পৃহ উত্তরে জল্পনা থামছে না। কংগ্রেসের একাংশের দাবি, কর্ণাটকে সরকার গঠনের সময়ই ঠিক হয়েছিল, প্রথম আড়াই বছর সিদ্দারামাইয়া মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন। বাকি আড়াই বছর শিবকুমার কুর্সিতে বসবেন। মূলত সোনিয়া গান্ধির হস্তক্ষেপেই শিবকুমার এই শর্তে রাজি হয়েছিলেন বলে সূত্রের দাবি।

'পাতালে' হামাসের ডেরায় তল্লাশি

জেরুজালেম, ২১ নভেম্বর : প্যালেস্তাইনের বিদ্রোহী গোষ্ঠী হামাসের সঙ্গে ইজরায়েলের সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি হয়েছে নামেই। লড়াই থামেনি। এই পরিস্থিতিতে প্যালেস্তাইনের রাফায় হামাসের এক গোপন সুড়ঙ্গের খোঁজ পেল আইডিএফ-এর দুই এলিট ইউনিট। তারা জানিয়েছে, সুড়ঙ্গটি মাটি থেকে ২৫ মিটার গভীরে। সাত কিলোমিটার বিস্তৃত সুড়ঙ্গটি যেন পাতালপুরী। তাতে ৮০টি ঘর। সুড়ঙ্গে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার

হল ইজরায়েলি সেনা অফিসার লেফটেন্যান্ট হাদার গোল্ডিনের দেহাবশেষ। ২০১৪ সালে ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন গোল্ডিন।

সুড়ঙ্গের ঘরগুলি ব্যবহার হয় অস্ত্র মজুত, হামাস যোদ্ধাদের লুকিয়ে থাকার জন্য। সুড়ঙ্গটি রয়েছে রাফার ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায়। সুড়ঙ্গের ওপরে রয়েছে ইউনাইটেড নেশনস এজেন্সি ফর প্যালেস্তাইন রিফিউজিস-এর কম্পাউন্ড, মসজিদ, ক্লিনিক, কিন্ডারগার্টেন-এর মতো বহু অসামরিক ভবন।

সুইসাইড নোট বিএলও-র, কাঠগড়ায় এসআইআর

আহমেদাবাদ, ২১ নভেম্বর : বিএলওদের মৃত্যুমিছিল চলছেই। পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, রাজস্থানের পর এবার গুজরাটেও ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর সংক্রান্ত কাজের চাপের বলি হলেন আরও এক বিএলও। শুক্রবার গির সোমনাথ জেলার দেবলি গ্রামের অরবিন্দ মুলজি বাধের নামে পেশায় স্কুলশিক্ষক। তাঁর কাছ থেকে যে সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন অরবিন্দ। স্ত্রীকে লেখা সুইসাইড নোটে তিনি লিখেছেন, 'আমি আর এসআইআরের কাজ করতে পারছি না। গত কয়েকদিন ধরে আমি ক্লান্ত বোধ করছি এবং মানসিক চাপের মধ্যে রয়েছি। নিজের আর আমাদের ছেলের দিকে খেয়াল রেখো। আমি তোমাদের দুজনকে প্রচণ্ড ভালোবাসি। কিন্তু এই চরম পদক্ষেপ করা ছাড়া আমার কাছে আর কোনও পথ নেই।'

ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, রাজস্থান, কেরলে একাধিক বিএলও মৃত্যুর ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসআইআর-এর কাজ বন্ধ করার আর্জি জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনকে।

গুজরাটে বিএলও-র আত্মহত্যার ঘটনা জানাজানি হতেই গোটা জেলার বিএলও-রা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। শিক্ষক সংগঠনগুলি জানিয়েছে, অরবিন্দের আত্মহত্যা মোটেই কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং লাগাতার প্রশাসনিক চাপের প্রত্যক্ষ ফল হল এই ঘটনা। জেলা শাসক এনভি উপাধ্যায় বলেন, 'আমরা এই ঘটনায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। অরবিন্দ কখনও কোনও চাপের কথা বলেননি। উনি এসআইআরের কাজ ৪৩ শতাংশ করে ফেলেছেন। ওঁর ওপর যে এতটা চাপ পড়ছে সেই কথা উনি আগে কখনও বলেননি।'

এদিকে সুপ্রিম কোর্টে সারা দেশে এসআইআর করার বিরোধিতা করে যে মামলাগুলি হয়েছে তাতে নির্বাচন কমিশনের কৈফিয়ত তলব করেছে সুপ্রিম কোর্ট। অন্যদিকে মাত্র ১৭ দিনে এসআইআর-এর কাজ শেষ করে দেশে নজির গড়েছেন কোচির দুই বিএলও। এনুমারেশন ফর্ম বিলি, নাগরিকদের পূরণ করা ফর্ম বিলি, নাগরিকদের পূরণ করা ফর্ম সংগ্রহ করে সেগুলি যাচাই করে জমা দেওয়া ও ডেটি এন্ট্রির কাজ ১৭ দিনে শেষ করে ফেলেছেন তাঁরা।

স্বরাষ্ট্র আর নীতীশের নয়

পাটনা, ২১ নভেম্বর : বিজেপির চাপের সামনে শেষমেশ নতিস্বীকার করতেই হল মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে। দু-দশক পর বিহারের গৃহ অর্থাৎ স্বরাষ্ট্র দপ্তর হাতছাড়া হল তাঁর। শুক্রবার থেকে বিহারের নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হলেন উপমুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা সম্রাট চৌধরী। জেডিইউ এই দপ্তরটি হাতছাড়া করতে রাজি ছিল না। এই নিয়ে দুই শরিকের মধ্যে জটিলতাও তৈরি হয়েছিল। কিন্তু শেষমেশ বিজেপির হাতে স্বরাষ্ট্র দপ্তর ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় নীতীশ কুমার। স্বরাষ্ট্র দপ্তর বিজেপির হাতে চলে যাওয়ায় এটা স্পষ্ট, নীতীশ এখন থেকে শুধু নামেই বিহারের মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন। আদতে সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকবে বিজেপির হাতে।

এদিন রাজ্যের নতুন মন্ত্রীদের দপ্তরবণ্টন করা হয়। অপর উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয়কুমার সিনহা সামলাবেন ভূমি সংস্কার, রাজস্ব, খনি ও ভূতত্ত্ব দপ্তর। বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ জয়সওয়ালকে শিল্প এবং মঙ্গল পান্ডেকে স্বাস্থ্য ও আইন দপ্তর দেওয়া হয়েছে। বিজেপির রামকৃপাল যাদবকে কৃষি, রমা নিষাদকে অনগ্রসর ও অত্যন্ত অনগ্রসর উন্নয়ন, নীতিন নবীনকে সড়ক নির্মাণ ও পুর উন্নয়ন, শ্রেয়সী সিংকে তথ্যপ্রযুক্তি ও ক্রীড়া দপ্তর দেওয়া হয়েছে। এদিকে নীতীশ কুমারের নতুন মন্ত্রীসভাকে দুর্নীতিগ্রস্ত ও অপরাধীদের মন্ত্রীসভা বলে কটাক্ষ করেছেন জন সুরাজ পার্টির প্রধান প্রশান্ত কিশোর।

কিশোরের আত্মহত্যায় ১৮ মাসের হেনস্তার রিপোর্ট

জয়পুর ও নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর : দিল্লি, জয়পুর, রেওয়া...। কোথাও শিক্ষকদের দুর্ব্যবহার-মারধর, কোথাও আবার সহপাঠীর সঙ্গে মান-অভিমান, বিভিন্ন অভিযোগে পড়ুয়াদের পরের পর আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনা গোটা দেশের স্কুলশিক্ষার কাঠামোকেই যেন প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

দিনকয়েক আগে মেট্রোর সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল দিল্লির একটি নামী স্কুলের পড়ুয়া বছর ১৬-র শৌর্য প্যাটেল। সুইসাইড নোটে স্কুলের শিক্ষকদের একাংশের বিরুদ্ধে হেনস্তার অভিযোগ করেছে শৌর্য। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে নভেম্বরের শুরুতে জয়পুরের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী আমাইরা মিনা স্কুলের পাঁচতলা থেকে ঝাঁপ মেরে আত্মঘাতী হয়েছে। ঘটনার তদন্তের পর কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ড সিবিএসই যে রিপোর্ট তৈরি করেছে তাতে শিক্ষাবিদ ও অভিভাবকদের উদ্বেগ চরমে পৌঁছেছে।

রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, টানা ১৮ মাস ধরে স্কুলে নানাভাবে হেনস্তার শিকার হচ্ছিল আমাইরা। শ্রেণি শিক্ষিকা পুনীতা শর্মার কাছে দিনের পর দিন সহপাঠীদের কয়েকজনের আচরণে তার সমস্যা হচ্ছে বলে জানিয়েছিল আমাইরা। এমনকি যে দিন শিশুটি আত্মঘাতী হয়েছিল সেদিনও ৪৫ মিনিট ধরে পুনীতা ম্যামের কাছে সাহায্য চেয়েছিল সে। সহপাঠীদের আচরণ যে তাকে বিব্রত করছে ম্যামকে সেই কথা বলেছিল আমাইরা। পাত্তা দেননি পুনীতা শর্মা। উলটে শ্রেণি শিক্ষিকা ছাত্রীকে চিৎকার করে ধমক দেন। রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'আমাইরা পাঁচবার শিক্ষকের কাছে গিয়েছিল এবং শেষ ৪৫ মিনিট ক্রমাগত সহায়তার জন্য অনুরোধ করেছিল। কিন্তু তাকে কোনও সহায়তা দেওয়া হয়নি। তাকে সমর্থন করার বদলে পুনীতা ম্যাডাম সমস্যাটি উড়িয়ে দিয়েছেন। তাকে বারবার চিৎকার করতে এবং এমন কিছু বলতে দেখা গিয়েছে যা পুরো ক্লাসকে অবাক করে দিয়েছিল।'

শিশুটি আত্মঘাতী হওয়ার আগে তার অভিভাবকরা অন্তত ৩ বার স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। সমস্যার গুরুত্ব আঁচ করতে পারেননি কর্তৃপক্ষ। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, 'অক্টোবরে আমাইরা এক সহপাঠীকে 'হ্যালো' বলেছিল। সেই শব্দকে বিকৃত করে সবার সামনে 'আই লাভ ইউ' বলে প্রচার করা হয়। যা চরম অস্বস্তিতে ফেলে আমাইরাকে।' আমাইরার মা একটি ভিডিও ফুটেজ জমা দিয়েছেন, যেখানে মেয়েটিকে কাঁদতে কাঁদতে বলতে শোনা যাচ্ছে, 'আমি স্কুলে যেতে চাই না মা। সবাই আমাকে কষ্ট দেয়... দয়া করে আমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাও। আমাকে অন্য স্কুলে ভর্তি কর।' চতুর্থ শ্রেণির ক্লাস হচ্ছিল একতলায়। সেই ক্লাসের এক ছাত্রী কীভাবে পাঁচতলায় উঠে গেল সেই প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। দুর্ঘটনা ঠেকাতে স্কুল ভবনে যে জাল লাগানোর কথা ছিল তাও হয়নি। প্রশ্ন একাধিক, উত্তর নেই।

বরখাস্ত দিল্লির নামী স্কুলের অভিযুক্ত তিন শিক্ষক

এদিকে দিল্লির শৌর্য প্যাটেলের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অপরাজিতা পাল এবং জুলি ভার্গিস, মনু কালরা এবং যুক্তি আগরওয়াল মহাজন নামে আরও ৩ শিক্ষককে বরখাস্ত করা হয়েছে। স্কুলের পড়ুয়া, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে তাঁদের। আত্মহত্যার কারণ খতিয়ে দেখছে দিল্লি পুলিশ।

১৬ নভেম্বর নিজের ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে ১৭ বছরের এক ছাত্রী। মধ্যপ্রদেশের রেওয়ার বাসিন্দা ওই কিশোরীর মৃত্যুর ৪ দিন বাদে তার স্কুলের খাতা থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে।

পৃথিবীর পাঠশালা

উপোস করুন ভেতরে সারাই করতে

আপনার শরীরের ভেতরে কিন্তু একটি 'মেরামত সুইচ' আছে, আর এটি চালু হয় যখন আপনি খাওয়া বন্ধ করেন। এই প্রক্রিয়ার নাম 'অটোফ্যাগি'। যখন শরীর ক্ষুধার্ত থাকে, তখন কোষগুলো সারভাইভাল মোডে চলে যায়—অর্থাৎ, তারা ভেতরের দুর্বল, পুরোনো বা ক্ষতিগ্রস্ত কোষের অংশগুলিকে খুঁজে বের করে পরিষ্কার এবং রিসাইকেল করতে শুরু করে। এটা অনেকটা শরীরের ভেতরের ডাস্টবিন সাফ করার মতো। এই প্রক্রিয়া পুরোনো ইমিউন কোষগুলো সরিয়ে নতুন কোষ তৈরি করে, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। তাই ডায়েট নয়, মাঝে মাঝে ১২-১৮ ঘণ্টা উপোস করে শরীরকে মেরামত করার সুযোগ দিন।

৯৬০ বার ফেল তবুও পাশ

দক্ষিণ কোরিয়ার ৬৯ বছর বয়সি চা সা সুন নামের এক মহিলাকে কুর্নিশ। ড্রাইভিং লাইসেন্সের লিখিত পরীক্ষায় তিনি প্রায় ৯৬০ বার ব্যর্থ হয়েছিলেন। প্রতি সপ্তাহে, বছরের পর বছর ধরে তিনি পরীক্ষা দিতে যেতেন, কিন্তু হার মানতে রাজি হননি। অবশেষে যখন তিনি পাশ করলেন, তখন পুরো ড্রাইভিং স্কুলে উৎসব শুরু হয়ে গেল। এটা প্রমাণ করে যে জীবনে যতবারই ব্যর্থতা আসুক না কেন, জেদ থাকলে জয় সম্ভব। ৯৬০ বার ফেল করেও যদি কেউ লেগে থাকতে পারেন, তাহলে জীবনের ছোটখাটো বাধা পেরোনো আমাদের কাছে আর কী এমন কঠিন।

নখের নীচে নোংরা বাড়ি

বাহ্যিক সৌন্দর্য যাই হোক না কেন, লম্বা বা কৃত্রিম নখ কিন্তু আক্ষরিক অর্থে নোংরা ও জীবাণুদের আস্তানা। সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার পরেও এই নখের নীচে একটি উষ্ণ, আর্দ্র পরিবেশ তৈরি হয়, যেখানে ই- কোলাই, স্টেফাইলোকক্কাস-এর মতো ব্যাকটিরিয়া আরামে লুকিয়ে থাকে। একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, হাতের ৮৬ শতাংশ ব্যাকটিরিয়া নখের নীচে পাওয়া যায়। বিশেষ করে কৃত্রিম নখ বা জেল নেইলসে আর্দ্রতা ও ছোট ফাটল তৈরি হওয়ায় জীবাণুদের ঘাঁটি আরও মজবুত হয়। তাই স্বাস্থ্যকর্মী বা খাবার পরিবেশনের কাজে যুক্তদের জন্য নখ ছোট ও পরিষ্কার রাখা বাধ্যতামূলক। স্টাইল করতে গিয়ে নিজের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করবেন না।

উরুতে শক্তি বাঁচায় স্বাস্থ্য

'থিক থাইস সেভ লাইভস'- এই কথাটির পেছনে কিন্তু বিজ্ঞান আছে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, উরু এবং নিতম্বের এলাকায় বেশি চর্বি ও পেশি থাকা আসলে স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। এটি হৃদরোগ, ডায়াবিটিস এবং বিপাকীয় রোগের ঝুঁকি কমায়। ব্যাপারটা হল, উরুর চর্বি খারাপ ফ্যাটি অ্যাসিডগুলোকে রক্তে মিশতে না দিয়ে নিরাপদে জমিয়ে রাখে। এ যেন শরীরের 'সেফ ডিপোজিট ভল্ট'। তাছাড়া, উরুর শক্তিশালী পেশিগুলি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে দারুণ কাজ করে। তাই রোগমুক্ত থাকতে চাইলে পায়ের ব্যায়ামে জোর দিন।

উন্নতমানের ধানের বীজ

কুশমণ্ডি, ২১ নভেম্বর : কৃষকদের জন্য উন্নতমানের আমন ধানের বীজ তৈরি করল কুশমণ্ডি বীজ খামার। এই বিষয়ে ব্লকের কৃষি আধিকারিক বিক্রমদীপ ধর বলেন, 'কুশমণ্ডি বীজ খামার থেকে ১৪-১৫ টন আমন ধানের বীজ তৈরি করা হয়েছে। বীজগুলি রায়গঞ্জ খামারে পাঠানো হবে। সেখান থেকে শোধনের পরে আগামীবছর কৃষকদের বিনামূল্যে দেবার জন্য মজুত করে রাখা হবে।'

বালি বাজেয়াপ্ত

হিলি, ২১ নভেম্বর : বালি পাচারের বিরুদ্ধে হিলি ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের অভিযানে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ধলপাড়া পঞ্চায়েতের বসন্ত থেকে একটি বালিবোঝাই ট্রাক বাজেয়াপ্ত করা হয়। যদিও ট্রাকচালককে আটক করা যায়নি। শুক্রবার ট্রাক মালিককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

বালি পাচারের খবর পেয়ে সেদিন হিলি থানার বসন্ত এলাকায় ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কে তল্লাশি শুরু করেছিল দপ্তরের আধিকারিকরা। চালক পালিয়ে গেলে ট্রাকটি হিলি থানার কাছে হস্তান্তর করে দেওয়া হয়। শীঘ্রই দপ্তরের তরফে ট্রাক মালিককে জরিমানার নির্দেশিকা পাঠানো হবে। আগামীতেও এমন অভিযান জারি রাখা হবে বলে জানান হিলি ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক দীপেশকুমার মল্লিক।

বোমা উদ্ধার

ফরাক্কা, ২১ নভেম্বর : ফরাক্কার খোসালপুরে রাস্তার পাশে এক জঙ্গল থেকে একপেটি বোমা উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ওই জায়গায় কে বা কারা কী উদ্দেশ্যে বোমা রেখেছিল তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতেই ফরাক্কা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই জায়গাটি ঘিরে রাখে। বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করার জন্য খবর দেওয়া হয়েছে বম্ব স্কোয়াডকে। ওই জঙ্গলের কিছু দূরেই বহু পরিবার বসবাস করেন। তাছাড়া ছেলেমেয়েরা আশপাশের মাঠে খেলাধুলো করায় চিন্তিত বহু অভিভাবক।

ভাসমান ব্রিজ

প্রথম পাতার পর

বাস্তবে কোনও কাজ হয়নি। বাসিন্দারা আর প্রশাসনের ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না। তাই শেষমেশ নিজেরাই ভাসমান ফুটব্রিজ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। সেইমতো নিজেরাই চাঁদা সংগ্রহ করতে নামেন। শুরু হয় নির্মাণ। কীভাবে তৈরি হচ্ছে ফুটব্রিজ? জলের ওপর লোহার বার বসানো হচ্ছে। তার ওপর দেওয়া হচ্ছে প্লাস্টিকের খালি ড্রাম। শক্ত করে সেগুলি বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। ড্রামের উপর বিছানো হচ্ছে মুলি বাঁশের বেড়া। প্রায় ৭০ মিটার লম্বা এই ভাসমান ফুটব্রিজ নির্মাণে প্রায় ১৫০টিরও বেশি খালি ড্রাম ব্যবহার করা হবে। এই ভাসমান ফুটব্রিজের উপর ভর করে সাধারণ মানুষ এবং সাইকেল ও মোটরবাইক নিয়ে যাতায়াত করতে পারবেন।

মুখোশের বাহার।। কলকাতার হস্তশিল্পমেলায়। শুক্রবার। -পিটিআই

এসআইআর 'আতঙ্কে' মৃত পরিযায়ী শ্রমিক

বহরমপুর, ২১ নভেম্বর : এসআইআর আবহের মধ্যে নিজের এবং বাবার পদবি বিভ্রাটকে কেন্দ্র করে ফর্ম ফিলআপ সংক্রান্ত আশঙ্কায় মৃত্যু হল এক পরিযায়ী শ্রমিকের। শুক্রবার ভিনরাজ্যে কর্মরত বহরমপুর মহকুমার নওদায় শেরফুল হক শেখের (৫৭) কফিনবন্দি মৃতদেহ বাড়িতে ফিরতেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

শেরফুলের পরিবারের দাবি, ফর্ম ফিলআপ নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই আতঙ্কিত ছিলেন তিনি। সেই নিয়ে প্রায়ই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় পরিবারের সঙ্গে ফোনে কথা হত তাঁর। এর পরে ওই আতঙ্ক থেকেই বেঙ্গালুরুতে কাজের জায়গায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারান তিনি। দেহ শনাক্তকরণের পর তাঁর আত্মীয় ইমানুল শেখ বলেন, 'কাকার নাম ভোটার তালিকায় থাকলেও ওঁর পদবি নিয়ে অনেক সমস্যা ছিল। ওই দুশ্চিন্তা থেকেই এই অঘটন।'

বহরমপুরে ধৃত দুই অস্ত্র কারবারি

পরাগ মজুমদার

চক্রব্যূহে

- মুঙ্গের থেকে অস্ত্র কিনে ফেরার পথে, বহরমপুর স্টেডিয়াম এলাকা থেকে ধৃত দুই অস্ত্র কারবারি
- তাঁদের কাছ থেকে ৮টি পিস্তল, কার্তুজ, ম্যাগাজিন ও ১০ হাজার টাকার জাল নোট মিলেছে
- দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা দুই বাংলার দুষ্কৃতীদের অস্ত্র সরবরাহ করছে বলে জানতে পেরেছে পুলিশ
- ধৃতদের ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ করে চক্রের মাথাদের খোঁজ চলবে বলে জানিয়েছে পুলিশ

বহরমপুর, ২১ নভেম্বর : মুর্শিদাবাদের সদর শহর বহরমপুরের প্রাণকেন্দ্র স্টেডিয়াম এলাকা থেকে শুক্রবার একজন পুরুষ ও একজন মহিলার কাছ থেকে গোলাবারুদ, আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ও বিপুল পরিমাণ জাল নোট বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। তৎক্ষণাৎ তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত আলফাজ মণ্ডল ও মণিকা বিবি, জলঙ্গি থানার ঘোষপাড়ার বাসিন্দা।

পুলিশের গোয়েন্দা শাখার রিপোর্টের ভিত্তিতে এদিন বহরমপুর শহরে মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার গোয়েন্দা শাখা ও বহরমপুর থানার বিশেষ অভিযান চলছিল। তখনই স্টেডিয়াম এলাকায় তাঁদের ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেলে, সন্দেহের বশে তাঁদের আটক করে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ করতে একাধিক অসংলগ্ন কথাবার্তা প্রকাশ পেলে তাঁদের মালপত্রে তল্লাশি চালানো হয়। তাঁদের ব্যাগ থেকে ৮টি ৭.৬ মিমি অত্যাধুনিক পিস্তল, ১০০ রাউন্ড কার্তুজ, ১৬টি ম্যাগাজিন ও ১০ হাজার টাকার জাল নোট বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, বিহারের কোনও অস্ত্র কারবারির কাছ থেকে তাঁরা নগদ টাকা দিয়ে অস্ত্র কিনেছিলেন। বাংলায় প্রবেশ করে তাঁরা ফরাক্কা স্টেশনে এসে নামেন। পরে পুলিশের চোখ এড়াতে ফরাক্কা থেকে বহরমপুর পর্যন্ত বাসে চেপে যান। তাতেও শেষরক্ষা হয়নি। বহরমপুর স্টেডিয়ামের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ই হাতেনাতে ধরা পড়ে যান তাঁরা।

স্বামীর মৃত্যুর পর, দূরসম্পর্কের ভাই আলফাজ মণ্ডলের মারফত অস্ত্র কারবারিদের সংস্পর্শে এসেছিলেন মণিকা। ক্রমেই আলফাজের সঙ্গে কারবারে সিদ্ধহস্ত হয়ে ওঠেন তিনি। জেলা পুলিশের এক কর্তা জানান, এর আগে জলঙ্গি থেকে রানিনগর, ডোমকল সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে অস্ত্র সরবরাহ করেছেন তাঁরা। এমনকি জেলার বাইরে ও বাংলাদেশের কিছু জঙ্গি সংগঠনের কাছেও অস্ত্র বিক্রি করা হয়েছিল। যে তথ্যে রীতিমতো উদ্বিগ্ন পুলিশকর্তারা।

এই অভিযান নিয়ে মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার (লালবাগ) রাসপ্রীত সিং বলেন, 'ধৃতরা বিহারের মুঙ্গের থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদগুলি কিনে ফিরে আসছিল বলে আমরা ইনপুট পেয়েছিলাম। আলফাজ মণ্ডলের ব্যাগ থেকে ম্যাগাজিন আর দশ হাজার টাকা জাল নোট ছিল। মণিকা বিবির ব্যাগে পিস্তল আর কার্তুজ পাওয়া গিয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যদের খোঁজে তদন্ত ও অভিযান চলবে।'

তদন্তকারী কর্তাদের মতে, যেহেতু অস্ত্র কারবারিদের মধ্যে মুঙ্গেরে তৈরি অস্ত্রের চাহিদা বাড়ছে, তাই বিহার থেকে মুর্শিদাবাদকে ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার করে পাচারের করিডর গড়ে তুলেছে কারবারিরা। ধৃতদের ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ করলে চক্রের পান্ডাদেরও সূত্র মিলতে পারে। এদিন তাঁদের বহরমপুর আদালতে পেশ করা হলে, বিচারক তাঁদের আগামী ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশের জালে ভুয়ো গোয়েন্দা

আলিপুরদুয়ার, ২১ নভেম্বর : নিজেকে আইপিএস অফিসার হিসেবে পরিচয় দিয়ে ভয় দেখিয়ে টাকা তোলার চেষ্টা করেছিলেন এক ব্যক্তি। বিশ্বজিৎ বিশ্বাস নামে সেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ। তিনি বিধাননগরের বাসিন্দা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার রাতে আলিপুরদুয়ার কোর্ট সংলগ্ন আসাম গেট এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আলিপুরদুয়ার মনোজিৎ নাগ বাস টার্মিনাস সংলগ্ন একটি হোটেলে প্রায় তিনদিন ধরে ঘাঁটি গেড়েছিলেন বিশ্বজিৎ। ভুয়ো পরিচয় দিয়ে, পাচারচক্রের তদন্তের কথা বলে বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও প্রভাবশালীকে ফাঁসিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে, তাঁদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা তোলার চেষ্টা করছিলেন বলে প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছে পুলিশ। তবে সেই চেষ্টায় সফল হয়েছিলেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

আলিপুরদুয়ার পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, 'অভিযুক্ত বিভিন্ন জায়গা থেকে মোটা অঙ্কের টাকা তোলার চেষ্টা করছিল। তার আগেই গ্রেপ্তার করা হয়। বিশদে জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।'

অভিযুক্তের কাছ থেকে একাধিক ভুয়ো আধার কার্ড ও ভোটার কার্ড বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাঁর মোবাইল থেকেও ভুয়ো আইপিএস আধিকারিক হিসেবে পরিচয়পত্র মিলেছে। শুক্রবার আদালতে তোলা হলে অভিযুক্তকে আটদিনের পুলিশ হেপাজতে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিশ্বজিৎ লোকজনের কাছে নিজেকে গোয়েন্দা বিভাগের আইপিএস অফিসার হিসেবে পরিচয় দিতেন। লম্বাচওড়া চেহারা থাকায় অনেকে সেই পরিচয় বিশ্বাসও করে নিতেন। জেলায় এসে একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এমনকি যে হোটেলে বিশ্বজিৎ উঠেছিলেন, সেখানেও নিজেকে ডাইরেক্টর অফ সেন্ট্রাল আইবি'র আইপিএস অফিসার হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন। এমনকি পরিচয়ের প্রমাণ হিসেবে ভুয়ো আধার ও ভোটার কার্ড হোটেলে জমা করেছিলেন। সেখানে দক্ষিণ সল্টলেকের সেক্টর-১'এর বাসিন্দা বলে পরিচয় দিয়েছিলেন অভিযুক্ত।

আলিপুরদুয়ারে পৌঁছানোর পর একাধিক ব্যবসায়ীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বৃহস্পতিবার রাত ৮টা নাগাদ আসাম গেট সংলগ্ন এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে যান। এদিকে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশের বিশেষ টিম ওঁত পেতে অভিযুক্তকে আটক করে। পুলিশের কাছেও তিনি প্রথমে নিজেকে আইপিএস অফিসার বলেই পরিচয় দেন। সন্দেহ হতেই চাপ তৈরি করে পুলিশ। তখন আবার বিশ্বজিৎ ভোল বদলে ফেলেন। জানান, তিনি দিল্লি পুলিশের এসআই। বারবার এভাবে পরিচয় বদলানোয় পুলিশেরও সন্দেহ বাড়ে। তাঁর কাগজপত্র যাচাই করা হয়। তখনই ভুয়ো পরিচয়ের বিষয়টি সামনে আসে।

এই প্রতারণার পেছনে কোনও চক্র জড়িত রয়েছে বলে মনে করছে পুলিশ। অভিযুক্তের এক বা একাধিক সঙ্গী ছিল বলে অনুমান।

বিএলও-কে মার

প্রথম পাতার পর

জমা নেওয়া ফর্মগুলিতে তিনি 'রিসিভড বাট নট ভেরিফায়েড' লিখেছিলেন। একে কেন্দ্র করে জনরোষ ছড়ায়। লাথি, ঘুসির পাশাপাশি, ইট ও ভারী বস্তু দিয়ে তাঁর ওপর হামলা চলে। মাথায় আঘাত করা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ও প্রশাসন গিয়ে জগদীশকে উদ্ধার করে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন জগদীশের আঘাত গুরুতর। যোগাযোগ করা হলে কোনও মতে বললেন, 'দীর্ঘ এক দশক ধরে এই স্কুলে পড়াচ্ছি। যাঁদের ছেলেমেয়েদের পড়াচ্ছি, আজ তাঁরাই আমার ওপর এভাবে হামলা চালালেন। বিষয়টি কোনওমতেই মেনে নিতে পারছি না। আমি মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ঘটনাটি আমাকে তাড়া করে বেড়াবে।'

জমা নেওয়া ফর্মে বিএলও 'রিসিভড' না লিখে 'রিসিভড বাট নট ভেরিফায়েড' লিখেছিলেন বলেই তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন বলে বাসিন্দাদের দাবি। তবে কেউ নিজেদের নাম জানাতে চাননি। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে বিএলও'র মোটরবাইক ও মোবাইল ফোন উদ্ধার করে নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে। অন্যদিকে, ভোটারদের ভয় দূর করার পাশাপাশি ভোট সুরক্ষা নিশ্চিত করতে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি তথা এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য আশরাফুল হক শুক্রবার দুপুরে দলীয় কার্যালয়ের সামনে ভ্রাম্যমাণ এসআইআর ফর্ম পূরণের একটি গাড়ি চালু করেন। গাড়িটি হেমতাবাদের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ঘুরে এসআইআর ফর্ম পূরণ করতে বাসিন্দাদের সাহায্য করবে।

প্রৌঢ়ের মুখে

প্রথম পাতার পর

তার নিন্দা জানানোর কোনও ভাষা নেই। অভিযুক্তরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাক, যাতে ভবিষ্যতে এমন ঘটনা ঘটানোর সাহস কেউ না পায়।' ঘটনায় স্বাভাবিকভাবে অস্বস্তিতে পড়েছে বিজেপি। দলের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির সহ সভাপতি রঞ্জিত রায়ের বক্তব্য, 'এমন ঘটনা অবশ্যই নিন্দনীয়। আইন আইনের পথে চলবে।' পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের জেলা সম্পাদক অনিমেষ লাহিড়ি ঘটনার তীব্র নিন্দা করে জানান, দ্রুত ওই গ্রামে কুসংস্কারবিরোধী কর্মসূচি নেবেন তাঁরা।

অভিযুক্ত দুজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলেও ক্ষোভ রয়েছে গ্রামে। দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব গ্রামবাসীরা।

পরকীয়ার তত্ত্ব

প্রথম পাতার পর

'ওই মহিলার শ্বশুর রবীন কিসকু ও শাশুড়ি শুকুরমণি মার্ডি মিলে শৈলেনের মাথায় শক্ত কিছু দিয়ে আঘাত করে। পরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুন করার পর দেহটিকে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরের ডোবায় ফেলে দেওয়া হয়।' পাশের এক পুকুর থেকে একটি শাড়ি উদ্ধার হয়েছে বলেও শৈলেনের পরিবারের দাবি। আশঙ্কা, ওই শাড়ি দিয়ে শ্বাসরোধ করা হয়েছিল। মৃতের বোন নিয়তি কিসকু বলেন, 'দাদাকে ফোন করে ডেকে নিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে।' যদিও শাড়ি উদ্ধার বা শ্বাসরোধ সংক্রান্ত বিষয়ে মুখ খোলেনি পুলিশ।

অন্যদিকে অভিযুক্ত রবীন কিসকুর দাবি, তাঁরা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নন এবং মৃত্যুর বিষয়ে কিছুই জানেন না। শৈলেনের মৃতদেহ উদ্ধারের পর থেকে ওই বধূর দেখা মিলছে না বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। শৈলেনের মৃত্যুতে শোকের পাশাপাশি ক্ষোভ দেখা দিয়েছে হরিরামপুর গ্রামে। গ্রামবাসীদের দাবি, ঘটনাটি নিছক দুর্ঘটনা নয়, শৈলেনকে যে খুন করা হয়েছে, তা উদ্ধার হওয়া তাঁর দেহতেই স্পষ্ট। শিমুলডাঙ্গার বাসিন্দা সুজিত কিসকু খুনের অভিযোগ তুলে বলেন, 'খুন করার পর শৈলেনের দেহ সিমেন্টের রাস্তা দিয়ে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রাস্তাতে সেই চিহ্ন স্পষ্ট।'

গণপ্রহার

বহরমপুর, ২১ নভেম্বর : চোর সন্দেহে এক দম্পতিকে গণপিটুনি। শুক্রবারের এই ঘটনা মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা এলাকার। কোনওরকমে আহতদের উদ্ধার করে গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। নিগৃহীত বধূর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, 'থানায় অভিযোগ জমা পড়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।'

স্বাস্থ্য পরীক্ষা

কুশমণ্ডি, ২১ নভেম্বর : শুক্রবার দুয়ারে স্বাস্থ্য প্রকল্পে কুশমণ্ডি ব্লকের করঞ্জি পঞ্চায়েতের মাকইল জুনিয়ার হাইস্কুলের ২৭৭ জন মানুষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করলেন। উপস্থিত ছিলেন বিএমওএইচ অমিত দাস ও কুশমণ্ডি পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ রেজাজাহির আব্বাস।

আতঙ্কের হানি ট্র্যাপ

প্রথম পাতার পর

আর একটি দল শহরের একাধিক শপিং মলে ঘুরেছে। বুধবার শিলিগুড়ির মিলন মোড়, চম্পাসারি, হায়দরপাড়া, ইস্টার্ন বাইপাসের একটি হোটেল, বিধান রোডের একটি ক্যাফেতেও ঢুঁ মারতে দেখা গিয়েছে গোয়েন্দাদের।

স্লিপার সেলের হানি ট্র্যাপ কারবারিদের সঙ্গে অজান্তেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রী জড়িয়ে পড়েছেন বলেও গোয়েন্দারা জেনেছেন। ওই ছাত্রীরা দীর্ঘদিন থেকেই এসকর্ট সার্ভিসের সঙ্গে যুক্ত। তাঁদের মধ্যে দুজন গবেষকও আছেন। ওই ছাত্রীদের কয়েকজন সম্প্রতি নেপালে গিয়েছিলেন। কেন তাঁরা নেপালে গিয়েছিলেন সে সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছেন গোয়েন্দারা। নেপালে কোনও গোপন ছক কষা হয়েছিল কি না বা ছাত্রীদের ব্ল্যাকমেল করে দেশবিরোধী কাজে ব্যবহারের চেষ্টা হচ্ছে কি না তাও জানার চেষ্টা করছেন গোয়েন্দাকর্তারা। শিলিগুড়িতে বাড়িভাড়া নিয়ে থাকা একজন আইনের ছাত্রী সম্পর্কেও খোঁজখবর নেওয়া শুরু হয়েছে।

গোয়েন্দাদের আশঙ্কা, শিলিগুড়ির বেশ কয়েকজনকে ফাঁদে ফেলে তাঁদের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ভিডিও নিজেদের হাতে নিয়েছে স্লিপার সেল। সেই প্রভাবশালীরাও চিকেন নেক সম্পর্কে নানা তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করতে পারেন। পাশাপাশি টাকার জোগানও দিতে পারেন। আর তা যদি হয়, তাহলে চিকেন নেকের নানা গোপন কথা ইতিমধ্যেই ফাঁস হয়ে যেতে পারে। বিদেশি গুপ্তচরবৃত্তির গোপন ক্যামেরায় ঠিক কতজন বন্দি হয়েছেন সেটাই এখন চিন্তা কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাকর্তাদের।

জাঁকিয়ে প্রোমোটারি, চেয়ারম্যান বদলে

প্রথম পাতার পর

বেশি ব্যস্ত কার হাতে ক্ষমতা থাকবে, কে হবেন চেয়ারম্যান ইত্যাদি নিয়ে। পিরিতি যেমন কাঁঠালের আঁঠা। লাগলে পরে ছাড়ে না। ক্ষমতাও তাই। অনেকটা চিটে গুড়ের মতোও বটে। চটচট করে, কিন্তু মিষ্টির আকর্ষণ এত যে, মুখে দেওয়ার লোভ সামলানো যায় না। দল না চাইলেও তৃণমূলের অনেক চেয়ারম্যান পুরসভার সিটে এই কারণে সেঁটে বসে আছেন।

ভোট দিয়ে মানুষ পালটে দেওয়ার আগে তৃণমূল নেতৃত্ব নিজেরাই সম্প্রতি অনেক পুরসভায় চেয়ারম্যান বদলে দিয়েছে। কেউ কেউ বিনা বাক্যব্যয়ে সেই হুকুম তামিল করেছেন। কেউ গজগজ করলেও ইস্তফাপত্রটি জমা দিয়েছেন। সামান্য দু'-একজন চেয়ার আঁকড়ে আছেন। তাঁদের কপালে দলের গলাধাক্কা অপেক্ষা করছে কি না, সময় বলবে। প্রশ্নটা ভিন্ন। এই দলবদল কেন? তাতে লাভ কী? অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, কেউ পদে থাকবেন কি থাকবেন না, তা ঠিক হবে তাঁর পারফরমেন্সের ভিত্তিতে।

কীসের পারফরমেন্স? নেতা বা জনপ্রতিনিধির এলাকায় দল ভোটে জিতেছে কি না। আর কিছু জানার দরকার নেই। মানুষটি কেমন? জনপ্রিয়তা আছে কি না, সৎ কি না, সাংগঠনিক বিষয়ে জ্ঞান কতটা ইত্যাদি জানার প্রয়োজন নেই। শুধু জানলে হবে যে, ভোট দাও, পদ নাও। ব্লক সভাপতি হও, জেলা সভাপতি হও, চেয়ারম্যান হও, সাংসদ বা বিধায়কের টিকিট নাও কিংবা কোনও সরকারি সংস্থার চেয়ারম্যান হও। কিন্তু দলকে জেতাতে হবে।

কোনও দলের সিদ্ধান্ত আমি-আপনি বলার কে? ঠিকই তো, কিন্তু বলতে না পারলেও তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকদের বুকে প্রশ্ন- সিদ্ধান্ত কেন সকলের জন্য সমান হয় না? আলিপুরদুয়ারে তৃণমূল গোহারা হারলেও চেয়ারম্যান কেন বদল হয় না? শিলিগুড়ি সহ দার্জিলিং জেলার সব বিধানসভা আসন নাগালের বাইরে থাকলেও মেয়র পদে কেন নতুন কাউকে বসানো হয় না?

এসব কথা নাহয় ছেড়ে দিলাম। যাঁর পাঁঠা, তিনি ল্যাজে কাটবেন না মুড়োয় কাটবেন, তাঁর ব্যাপার। মানে তৃণমূলের ব্যাপার। প্রশ্নটা হল, এই বহুচর্চিত রদবদলের কোনও প্রভাব ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে পড়বে কি? আলিপুরদুয়ার বিধানসভা কেন্দ্র পদ্মমুক্ত হবে তো? বিজেপির মুঠো থেকে শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্র বের করা যাবে তো? জলপাইগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্র ধরে রাখা যাবে কি?

চেয়ারম্যান বদলে জনতার অসন্তোষের পাহাড় ডিঙোনোর দায়িত্ব যাঁদের দেওয়া হল, তাঁদের কেউ খুনের আসামি, কারও বিরাট ঠিকাদারি ব্যবসা, কারও টাকা খাটে প্রোমোটারিতে, কেউবা যুক্ত বালির কারবারে। কারও বিরুদ্ধে আবার পক্ষপাত, দলবাজি, বিরোধীদের দমনপীড়ন ইত্যাদি অভিযোগ। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কিংবা স্বাস্থ্যসাথীর কি সেই বিরূপ মনোভাবকে পুরোপুরি ঢেকে দেওয়ার শক্তি আছে?

এমন নয় যে, শক্তিশালী বিরোধীপক্ষের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। বরং ভোটের পরিসংখ্যানে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি মানুষের সমস্যা নিয়ে নীরব। ধরলা, জরদা নদী দখল হয়ে যাওয়ায় ময়নাগুড়ি শহরের নিকাশি ব্যবস্থা চৌপট হয়ে গেলেও তা নিয়ে কোনওদিন মিছিল করেনি বিজেপি। খড়িবাড়িতে জন্মের ভুয়ো শংসাপত্র বিলির বিরাট চক্রের হদিস মিললেও বিজেপির ধারাবাহিক কোনও আন্দোলন নেই।

একদিন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ গেলেন, ভিডিও-তে বিবৃতি দিলেন। ব্যাস, আন্দোলন শেষ। রাজগঞ্জের বিডিও'র বিরুদ্ধে দুর্নীতি, এমনকি খুনের অভিযোগ উঠলেও তাঁকে গ্রেপ্তারের দাবিতে উত্তরবঙ্গজুড়ে আন্দোলনের কথা ভাবলই না বিজেপি নেতৃত্ব। নদিয়ায় বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদারের গাড়িতে হামলা হল। কোচবিহারে শুভেন্দু অধিকারীর কনভয় আক্রান্ত হল। শুধু ডেপুটেশন আর বিবৃতিতে প্রতিবাদ শেষ হল।

ইংরেজবাজার ও আলিপুরদুয়ার পুর এলাকায় যে দিনের পর দিন জলাজমি, নয়ানজুলি ভরাট করে শহরের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দেওয়া হচ্ছে, সর্বোপরি এলাকার বাস্তুতন্ত্রকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে বিজেপির প্রতিবাদ নেই। সিপিএম বা কংগ্রেসের কণ্ঠস্বর এতই ক্ষীণ বা সমর্থন এত দুর্বল যে জনমনে ভরসা তৈরি করতে পারছে না।

মানুষের সমস্যার সঙ্গে বিরোধী শিবির যুক্ত না থাকলেও, আন্দোলন সংগঠিত না করলেও তৃণমূলের কাছে চ্যালেঞ্জটা আগামী ভোটে কঠিন কেন? কারণ জনবিচ্ছিন্নতা। কারণ দলের নেতাদের একাংশের ঔদ্ধত্য, দুর্নীতি, পক্ষপাত। বাম জমানার শেষদিকে যে রোগে ধরেছিল শাসকদলের নেতাদের একাংশকে। মাফিয়া সিন্ডিকেট ও প্রোমোটাররাজের সঙ্গে যোগ ছিন্ন না করলে দলে, পুরসভায় শুধু পদাধিকারী বদলে তৃণমূলের লাভ কি না, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়।

এই যোগ ছিন্ন করা কঠিন। জেলায় জেলায় চেয়ে দেখুন, এই যোগ যেন তৃণমূলের নাড়ির সঙ্গে। ছিন্ন হলে দলই বরং অস্তিত্ব সংকটে পড়বে।

দুর্ঘটনায় হত বিএলও

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ২১ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার রাতে মাথাভাঙ্গা-শীতলকুচি সড়কের ওপর ধরলা সেতুর পাশ দিয়ে প্রতিদিনের মতো মোটরবাইকে বাড়ি ফিরছিলেন প্রাথমিক শিক্ষক এবং বিএলও'র দায়িত্বপ্রাপ্ত ললিত অধিকারী। হঠাৎ একটি পিকআপ ভ্যান সজোরে ধাক্কা মারে তাঁর বাইকে। অন্ধকার রাস্তায় মুহূর্তের মধ্যে ছিটকে পড়েন ললিত। পরে জখম অবস্থায় তাঁকে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে কোচবিহারের এক নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয় ললিতকে। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। প্রাণ হারান বছর ৫৫-র ওই সরকারি কর্মী।

সারাদিন এসআইআর সংক্রান্ত দায়িত্ব সেরে বাড়ি ফিরছিলেন ললিত। গোঁসাইরহাট অঞ্চলে শান্ত, ভদ্র, সৎ ও জনপ্রিয় মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনি। সিপিএমের সদস্য হলেও সকলের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। ২০০৩ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্য। মাথাভাঙ্গা শহর লাগোয়া বাবুরটারি এলাকায় তৈরি করছিলেন নিজের বাড়ি। নির্মীয়মাণ বাড়ির পাশে সাময়িকভাবে ভাড়া থাকতেন। প্রতিদিন এসআইআর-এর কাজ সেরে গভীর রাতে বাড়ি ফিরতে হত তাঁকে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় বড় ধাপেরচাতরা গ্রামে ললিতের বাড়িতে পৌঁছে সমবেদনা জানান উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তিনি পরিবারের হাতে ২ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দেন। মন্ত্রীর দাবি, 'নির্বাচন কমিশন মাত্র দু'মাসে এসআইআর শেষ করতে বলে বিএলও-দের ওপর অমানবিক চাপ সৃষ্টি করেছে। কেন্দ্রের উচিত, পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে অন্তত ১০ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ দেওয়া।'

তৃণমূল মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় সরাসরি বলেন, 'এটি দুর্ঘটনা হলেও নেপথ্যে রয়েছে এসআইআর নিয়ে অস্বাভাবিক চাপ। দিনরাত প্রায় বিরতিহীন কাজ। ফর্ম বিলি, সংগ্রহ, অ্যাপে আপলোড। সবকিছু মিলে বিএলও-দের অস্বাভাবিক মানসিক পরিশ্রম চলছে।' যদিও তৃণমূলের অভিযোগকে 'রাজনৈতিক কৌশল' বলে আখ্যা দিয়েছে বিজেপি। জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন বলেন, 'সারা রাজ্যে এসআইআর চলছে। ললিতের মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক। কিন্তু এটি নিছকই পথ দুর্ঘটনা' সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য মকসেদুল ইসলাম বলেন, 'ওই সড়ক বহুদিন দুর্ঘটনাপ্রবণ অবস্থায় রয়েছে। তার দোসর এসআইআর-এর চাপ।'

সোনু, কোয়েল আজ মালদায়

মালদা, ২১ নভেম্বর : ফুটবল বিনোদনের উত্তাপ বাড়াতে মালদায় আসছেন বলিউড তারকা সোনু সুদ ও টলিউড অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। মালদা শহরের 'গুডমর্নিং ক্লাব' আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হচ্ছে শনিবার। খেলা, টাকা আর বিনোদনের প্যাকেজ এই টুর্নামেন্ট। দেশি-বিদেশি ফুটবলারদের ভিড় দেখা যাবে মালদা জেলার ৮টি ফুটবল দলে। উদ্যোক্তা দীপক সরকার বলেন, 'বিগত কয়েক দশক ধরে শহরের বৃন্দাবনী ময়দানে আমরা ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছি। সময়ের সঙ্গে এই প্রতিযোগিতার আর্থিক রাশি বাড়ানো হয়েছে। যেখানে চ্যাম্পিয়ন ট্রফির সঙ্গে থাকছে ৩ লক্ষ টাকা এবং রানার আপ দল পাবে ২ লক্ষ টাকা। এছাড়া অসংখ্য খেলোয়াড় ব্যক্তিগত আর্থিক পুরস্কার পাবেন। তাই আমাদের খেলায় দেশি-বিদেশি ফুটবলারের আগ্রহ বেশি।' এবছর দুইদিন সেলেব্রিটি সুপারস্টার থাকছেন। শনিবার ময়দানে হাজির হবেন কোয়েল মল্লিক। কোয়েল এই প্রথম উত্তরবঙ্গে আসবেন। রবিবার থাকবেন বলিউড সুপারস্টার সোনু সুদ।

ক্যাম্পে টোটোর রেজিস্ট্রেশন

ডালখোলা, ২১ নভেম্বর : ডালখোলায় টোটোর রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এর জন্য শুক্রবার পরিবহণ দপ্তরের কর্মীরা পুরসভায় একটি ক্যাম্প করেন। সেখানে ইসলামপুরের মোটর ভেহিকল ইনস্পেকটর বিনোদ জয়সওয়াল ও নরদেন লামা উপস্থিত ছিলেন। বিনোদ জানান, টোটোর রেজিস্ট্রেশন করতে ১৬৪৫ টাকা লাগছে। এর মেয়াদ ১২ মাস। অপরদিকে, ই-রিকশা রেজিস্ট্রেশন করতে খরচ পড়বে ২৮৪৫ টাকা। এর মেয়াদ ১৮ মাস। এছাড়া এইচএসআরপি-র জন্য ২৭০-৭৫০ টাকা খরচ পড়বে। রেজিস্ট্রেশন শেষ হলে টোটো চলাচলের রুট বেঁধে দেওয়া হবে। টোটোগুলি ২০ কিমি অবধি চলাচল করতে পারবে।

আগামীতে রেজিস্ট্রেশন ছাড়া কোনও ই-রিকশা ও টোটো যাতায়াত করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি। অনলাইনেও রেজিস্ট্রেশন করা যাবে বলে জানান বিনোদ। তিনি বলেন, 'এরপর থেকে রুটের বাইরে কোনও টোটো শহরে চলাচল করতে পারবে না।'

ওয়ান স্টপ সেন্টার

রায়গঞ্জ, ২১ নভেম্বর : নির্যাতিতা মহিলাদের চিকিৎসা ও আইনি পরিষেবা দিতে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পুরোনো ফিভার ক্লিনিকে এক বছর আগে ওয়ান স্টপ সেন্টার চালু করে প্রশাসন। কিন্তু কর্মীসংকটের কারণে ওই পরিষেবা দিতে পারছিল না হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তবে চলতি মাসের শুরু থেকে ওয়ান স্টপ সেন্টারে পরিষেবা পাচ্ছেন মহিলারা। এখনও পর্যন্ত ২,১৬২ জন মহিলা চিকিৎসা ও আইনি পরিষেবা পেয়েছেন। রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ওয়ান স্টপ সেন্টারে প্রশাসক পদে একজন মহিলা ও কেস ওয়ার্কারের পদে দুজন মহিলা কর্মীকে নিযুক্ত করা হয়েছে। রয়েছে ছয়টি শয্যার ব্যবস্থা। মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি প্রিয়ঙ্কর রায় বলেন, 'ওই ফিভার ক্লিনিকে করোনার প্রতিষেধক দেওয়া হত। এখন যেহেতু সেসবের বালাই নেই, তাই ওখানে ওয়ান স্টপ সেন্টার তৈরি করা হয়েছে।'

তুলোর লেপের ওম এখন অতীত

অস্তিত্ব সংকটে ধুনকররা

একটা সময় ছিল যখন শীত পড়তেই মালদা শহরের আনাচকানাচে দেখা মিলত ধুনকরদের। ধনুকের মতো একধরনের কাঠের তৈরি যন্ত্রের সাহায্যে তাঁরা তৈরি করতেন লেপ, তোষক কিংবা বালিশ। কিন্তু এখন কম্বলের দাপটে বদলেছে মানুষের স্বাদ। আর তাই ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে ধুনকরদের পেশা। কখনো-কখনো দেখা মেলে তাঁদের। তবে সেই সংখ্যাটা হাতেগোনা। বর্তমানে কেমন আছেন ধুনকররা তার খোঁজ নিলেন **কল্লোল মজুমদার**।

ধুনকর কারা

ধুনকর হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি তুলোধোনা অর্থাৎ তুলো নরম করার কাজ করেন। এই কাজের জন্য তাঁরা ব্যবহার করেন ধনুকের মতো কাঠের তৈরি একটি যন্ত্র। যন্ত্রটি ব্যবহার করে জমাট বাঁধা তুলোকে নরম ও পরিষ্কার করা হয়। ধনুকের মতো ওই যন্ত্রটি ব্যবহার করার জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দরকার। যন্ত্রটিতে থাকে একটি ছিলা। আর সেই ছিলাতে আঘাত করে কম্পন তৈরি করা হয়। যার ফলে তুলো নরম হয় এবং বীজ আলাদা হয়ে যায়।

একাল-সেকাল

আজ থেকে বছরদশেক আগেও মালদার বিভিন্ন পাড়ায় পাড়ায় ধুনকরদের হাঁক শোনা যেত। কোনও বাড়ির উঠোনে কিংবা মাঠেঘাটে বসে টুংটাং শব্দ করে লেপ, জাজিম তৈরি করতেন তাঁরা। সংখ্যাটা এখন অনেকটাই কমে গিয়েছে। শহরের শুভঙ্কর বাঁধ রোড ধরে বিবেকানন্দ স্কুলের দিকে কিছুটা এগোতেই টাউন হলের সামনে দেখা মেলে হাতেগোনা দুই-একজনের।

বিক্রেতাদের কথা

শুক্রবার সাতসকালে মালদা শহরের টাউন হলের পিছনের দিকে মাথার ওপর পলিথিনের ছাউনি দেওয়া এলাকায় বসে কাজ করছিলেন লাল মহম্মদ মিয়াঁ। তিন পুরুষ ধরে তাঁরা পেশায় ধুনকর। প্রশ্ন করতেই আফসোসের সুরে জানান, আধুনিক কম্বলের যুগে শীতের সময় লেপের জনপ্রিয়তায় অনেকটাই ভাটা পড়েছে। এখন খুব কম মানুষ আছেন, যাঁরা লেপ ব্যবহার করেন। আগে শীতের সময় একদিনে ১০-১২ টা লেপ তৈরি করতেন। কিন্তু এখন সেসব অতীত। এখন দিনে একটা লেপের অর্ডার পেলে যথেষ্ট। তবে তিনি দাবি করেন, ধুনকরদের এই পেশা টিকে আছে, শুধুমাত্র বালিশ আর তোষক তৈরির ওপর। তাঁর অভিযোগ, 'এখন আর এই পেশায় কেউ আসতে চান না।'

নামমাত্র মজুরি

লাল মহম্মদ, রহিম শেখদের মতো ধুনকররা জানান, নতুন লেপ তৈরি করে মজুরি বাবদ বড়জোর সাড়ে তিনশো টাকা মেলে। আর পুরোনো লেপের তুলো দিয়ে নতুন তৈরি করতে মজুরি পান সাড়ে চারশো টাকা। রহিম শেখের প্রশ্ন, 'এই টাকায় কি সংসার চালানো যায়?'

ক্রেতাদের কথা

লাল মহম্মদের কাছে লেপ তৈরি করতে এসেছিলেন রমেশ চৌধুরী। প্রশ্ন করতেই তাঁর জবাব, 'আমার বয়স হয়েছে ৭০ বছর। চিরকাল শীতের সময় তুলোর লাল লেপ ব্যবহার করি। কিন্তু আমার ছেলেরা লেপ ব্যবহার করতে চায় না। ওদের পছন্দ আধুনিক কম্বল।' মালদা শহরের প্রবীণ অমর চক্রবর্তী অতীতের কথা মনে করতে গিয়ে বলে ওঠেন, 'একটা সময় ছিল যখন শীত শুরুর আগে আগেই পাড়ায় পাড়ায় হাঁক দিয়ে বেড়াতেন ধুনকররা। ওঁদের দেখলেই বোঝা যেত শীত আসতে চলেছে। তবে শুনেছি এই পেশায় যুক্ত শ্রমিকদের চর্মরোগ হয়। শ্বাসকষ্টে ভোগেন। হয়তো সেইজন্যই আর এই পেশায় এখন আর কেউ আসতে চান না।'

মাছের খোঁজে। শুক্রবার মহানন্দায় অরিন্দম বাগের তোলা ছবি।

সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র চালুর দাবি

পরিকাঠামোর কাজ বাকি থাকায় সমস্যা

অরিন্দম বাগ

মালদা, ২১ নভেম্বর : ঝাঁ চকচকে নীল-সাদা বিল্ডিং তৈরি হয়েছে। বিল্ডিংয়ের সামনে লাগানো রয়েছে ইংরেজবাজার পুরসভার সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের বোর্ড। যার নম্বর ৮।

স্থানীয়দের দাবি, গত কয়েক মাস ধরে এভাবেই পড়ে রয়েছে ওই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি। এখনও সেটি চালু হয়নি। এনিয়ে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে শহরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের মধ্যে। তাঁরা চাইছেন, পুর কর্তৃপক্ষ দ্রুত সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি চালু করুক। তাহলে আর তাঁদের চিকিৎসার জন্য দূরে কোথাও যেতে হবে না। তবে স্থানীয় কাউন্সিলার নিবেদিতা কুণ্ডুর দাবি, এখনও ওই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে বেশ কিছু পরিকাঠামোগত কাজ বাকি রয়েছে। সেগুলো হয়ে গেলেই চালু করে দেওয়া হবে।

স্থানীয় বাসিন্দা গোপাল ঘোষের বক্তব্য, 'আমাদের ওয়ার্ডে একটি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি হয়েছে। কিন্তু এখনও তা চালু হয়নি। ছোটখাটো চিকিৎসার জন্য এখনও আমাদের মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ছুটতে হয়। ওই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি চালু হলে আমাদের অনেক উপকার হবে। কেন এখনও সেই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু হচ্ছে না তা বুঝতে পারছি না।'

সাম্প্রতিক সময়ে ইংরেজবাজার পুরসভার একাধিক ওয়ার্ডে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু হয়েছে। আবার বেশ কিছু এলাকায় এখনও কিছু সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু হয়নি। তার মধ্যে রয়েছে এই মহেশমাটি এলাকার সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি।

সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে বসবাসকারী এক বাসিন্দার কথায়, 'কয়েকমাস ধরে দেখছি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি এভাবেই পড়ে রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে এখানে কোনও কাজ হতেও দেখা যায়নি। বাইরে থেকে দেখে যা মনে হচ্ছে তাতে এই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামো পুরোপুরি তৈরি। কিন্তু তারপরেও কেন সেটি চালু হচ্ছে না জানি না। এটি চালু হলে এলাকার সকলেই চিকিৎসা পরিষেবার সুবিধা পাবেন।'

এলাকার কাউন্সিলার নিবেদিতা কুণ্ডু বললেন, 'ওই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের ইলেক্ট্রিক, স্যানিটেশনের কাজ এখনও বাকি রয়েছে। সেই কাজ শেষ হলেই চালু হয়ে যাবে। আমরাও দ্রুত এই কাজ শেষ করে সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিতে চাই।'

এখনও চালু হয়নি ইংরেজবাজার পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র।

ক্ষোভ যেখানে

- সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিল্ডিং তৈরি হলেও সেটি চালু হয়নি
- এনিয়ে ক্ষোভ ইংরেজবাজার পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের
- তবে কাউন্সিলার নিবেদিতা কুণ্ডুর দাবি, কেন্দ্রটিতে এখনও কিছু পরিকাঠামোগত কাজ বাকি রয়েছে
- কাজগুলি হয়ে গেলেই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি চালু হবে বলে জানিয়েছেন কাউন্সিলার

ফ্লাইওভার নিয়ে তর্জা

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ২১ নভেম্বর : রায়গঞ্জের বিজেপি সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল কয়েকদিন আগেই সাংবাদিক বৈঠক করে রায়গঞ্জ শহরের ফ্লাইওভার নির্মাণ ইস্যুতে পুরসভাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলেন। পুরসভার তরফে ফ্লাইওভার নির্মাণে কোনও এনওসি (নো অবজেকশন সার্টিফিকেট) দেওয়া হচ্ছে না বলেই ফ্লাইওভার নির্মাণ আটকে রয়েছে বলে দাবি করেছিলেন সাংসদ কার্তিক। এবার কার্তিকের উদ্দেশে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন রায়গঞ্জ পুরসভার প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস। শহরে ফ্লাইওভার নির্মাণ করতে কোনও এনওসি'র প্রয়োজনই নেই বলে দাবি করেছেন সন্দীপ। শুক্রবার দুপুরে পুরসভায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি। সেই সাংবাদিক বৈঠকে একগুচ্ছ নথি তিনি তুলে ধরেন ফ্লাইওভার নির্মাণ ইস্যুতে তাদের পুরসভার সম্মতি বা ইচ্ছের বিষয়ে।

এর আগে ২০২২ সালের ২৫ এপ্রিল কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএমের কাছে রায়গঞ্জ পুরসভার তরফে শহরে রেলের তরফে আন্ডারপাস নির্মাণের দাবি জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়। পাশাপাশি সেদিনই এনএইচএআইয়ের মালদা ডিভিশনের প্রোজেক্ট ডিরেক্টরের কাছেও চিঠি দেয় রায়গঞ্জ পুরসভা যাতে শহরের তৎকালীন জাতীয় সড়কের (পুরোনো এনএইচ) মধ্যে দিয়ে যাওয়া রেললাইনের ওপর দিয়ে ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হয়। ওই বছরের ১৩ অক্টোবরও রেলের কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএমের কাছে পুরোনো এনএইচের রেললাইনের ওপর ফ্লাইওভার নির্মাণের দাবি জানিয়ে চিঠি দেয় পুরসভা। সে বছরের ১৬ জুলাই রাজ্যের তৎকালীন পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের কাছেও আন্ডারপাস নির্মাণের দাবি জানিয়ে চিঠি দেন সন্দীপ।

সন্দীপ বলেন, 'ফ্লাইওভার নির্মাণ করতে কোনও এনওসির দরকার পড়ে না। কেন্দ্র সরকার বা রেল দপ্তর চাইলেই সেখানে ফ্লাইওভার নির্মাণ করতে পারে। এনওসি'র কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলছে।' সাংসদ কার্তিক বলেন, 'যদি এনওসি'র দরকার না থাকে তাহলে রেলের তরফে যখন এনওসি'র বিষয়ে জেলা শাসককে চিঠি দেওয়া হল, তখন কেন জেলা শাসক সেই চিঠি মহকুমা শাসকের কাছে দিলেন! মহকুমা শাসকই বা কেন সেই চিঠি পুরসভার কাছে দিলেন! তাহলে প্রশাসন সঠিক নিয়ম কি জানে না।'

শিশুর মৃত্যু

মালদা, ২১ নভেম্বর : খেলতে গিয়ে বারান্দা থেকে কংক্রিটের উঠোনে পড়ে মৃত্যু হল একটি শিশুর। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে এই ঘটনায় আপাতত একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। পুলিশ জানায়, মৃত শিশুর নাম আয়েশা (৩)। বাড়ি গাজোলের ইমামনগর এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বুধবার সন্ধ্যায় খেলা করতে গিয়ে বাড়ির বারান্দা থেকে কংক্রিটের উঠোনে পড়ে যায় আয়েশা। মাথায় গুরুতর চোট লাগে তার। পরিবারের লোকজন তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতাল ও পরে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার রাতে মৃত্যু হয় আয়েশার।

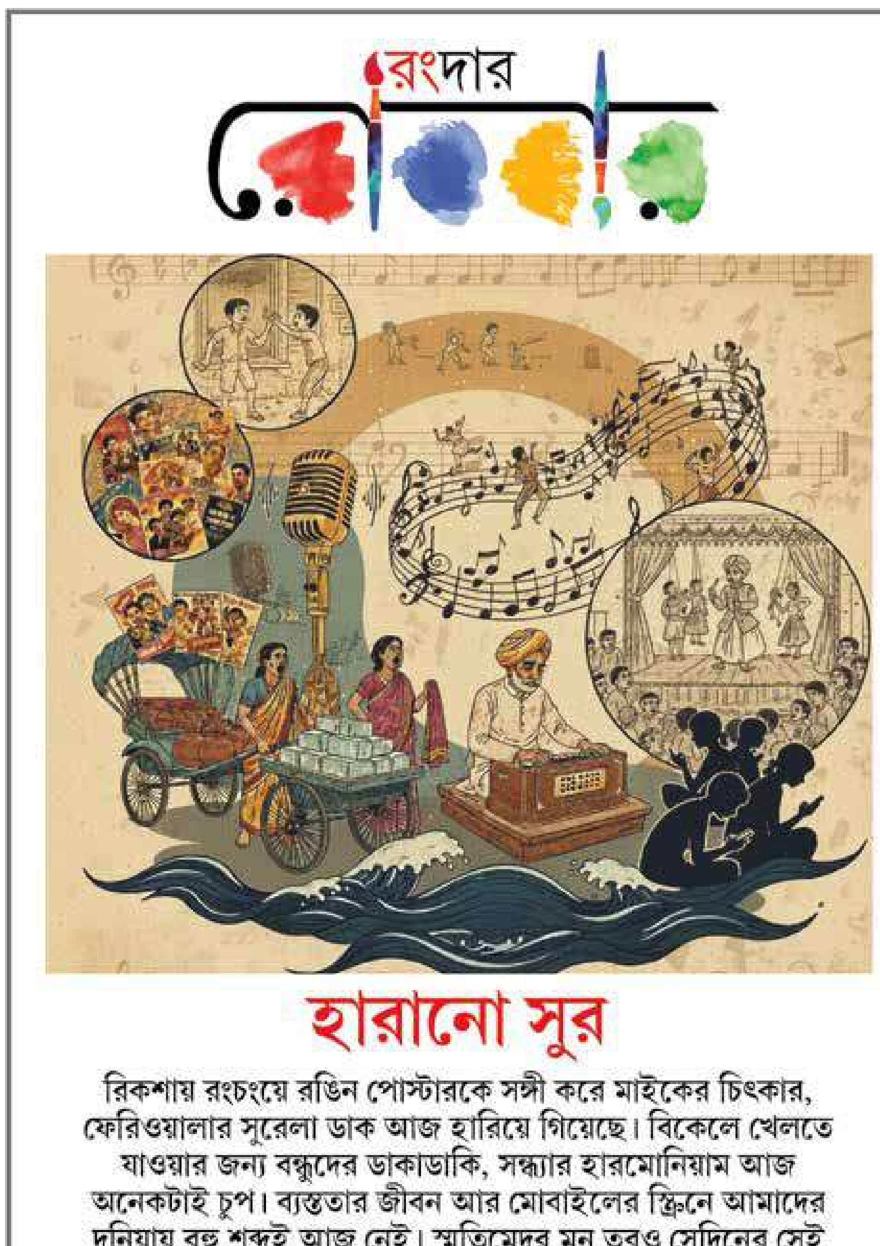

হারানো সুর

রিকশায় রংচংয়ে রঙিন পোস্টারকে সঙ্গী করে মাইকের চিৎকার, ফেরিওয়ালার সুরেলা ডাক আজ হারিয়ে গিয়েছে। বিকেলে খেলতে যাওয়ার জন্য বন্ধুদের ডাকাডাকি, সন্ধ্যার হারমোনিয়াম আজ অনেকটাই চুপ। ব্যস্ততার জীবন আর মোবাইলের স্ক্রিনে আমাদের দুনিয়ায় বহু শব্দই আজ নেই। স্মৃতিমেদুর মন তবুও সেদিনের সেই শব্দসাগরে ডুব দেওয়ার সুযোগ খোঁজে।

প্রচ্ছদ কাহিনী রণজিৎ কুমার মিত্র, সুমনা ঘোষ দস্তিদার ও মনিমা মজুমদার
ছোটগল্প : দীপশিখা পোদ্দার অণুগল্প : শুভাশিস ঘোষ
ট্রাভেল ব্লগ দীপঙ্কর হালদার
কবিতা পবিত্রভূষণ সরকার, আভা সরকার মণ্ডল, নবনীতা সরকার, বিশ্বজিৎ মজুমদার, বীণা মোদক চৌধুরী, সোমনাথ গুহ ও রবীন্দ্রনাথ রায়

খেজুর গুড়ের মিষ্টিতে শীতের আগমনী

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ২১ নভেম্বর : বাড়ির ফ্যান, এসি আস্তে আস্তে হয় ইতিমধ্যে শীতঘুমে নইলে লম্বা ভ্যাকেশনে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আলমারির এক কোনায় পড়ে থাকা লেপতোষকগুলো গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠার অপেক্ষায়। এইসব কিছুই জানান দেয় তার আগমন বার্তা। এখানে তিনি হলেন শীতকাল, কারও কাছে কর্মনাশা তো কারও কাছে অন্যতম প্রিয়। আর এই প্রিয় হয়ে ওঠার পেছনে রয়েছে নানাবিধ কারণ, যারমধ্যে অন্যতম হল খাওয়াদাওয়া। শীতকাল মানেই ফুলকপি, শীতকাল মানেই কমলালেবু, শীতকাল মানেই বেগুন আর সেইসঙ্গে শীতকাল মানেই হল নতুন গুড় এবং তাতে তৈরি মিষ্টি।

অগ্রহায়ণে বিয়ের মরশুমে নেমন্তন্ন বাড়িতে পাতের শেষে খেজুরের গুড়ের রসগোল্লা, সন্দেশ অথবা খেজুরের গুড়ের ছানার পায়েসে মন মজে সাধারণ মানুষের। ব্যতিক্রম নয় কালিয়াগঞ্জও। সেকারণে শীতের মরশুম আসতেই খেজুরের গুড়ের রকমারি মিষ্টির পসরা সাজিয়ে বাজার ধরতে উৎসুক থাকেন মিষ্টির দোকানের ব্যাপারীরা। কালিয়াগঞ্জের রসিদপুর এলাকার মিষ্টির দোকানের মালিক রাজীব ঘোষের কথায়, 'গরমকালেই আমরা গ্রামীণ এলাকায় খেজুরের গুড় তৈরির কারবারিদের অগ্রিম বায়না দিয়ে থাকি। ঠান্ডা পড়তেই অধিকাংশ বিয়েবাড়িতে খেজুরের গুড়ের বিভিন্ন মিষ্টির চাহিদা বাড়তে থাকে।' তাঁর দোকানে খেজুরের গুড়ের রসগোল্লা, সন্দেশ ছাড়াও খেজুরের গুড়ের দুধপুলির চাহিদাও রয়েছে। আরেকটু ঠান্ডা পড়লে অগ্রহায়ণ মাসের শেষদিক থেকে খেজুরের গুড়ের জলভরা সন্দেশ তৈরির কাজ শুরু করবেন বলে তিনি জানান।

শহরের আরেক মিষ্টির দোকানের মালিক দেবী ভদ্রের কথায়, 'খেজুরের গুড়ের রসগোল্লা ও সন্দেশের চাহিদার চোটে সাদা মিষ্টি বিক্রি যথেষ্ট কমে যায়। ১০ টাকা দরে খেজুরের গুড়ের রসগোল্লা এবং সন্দেশ বিক্রি করি। খেজুরের গুড়ের ছানার পায়েস ৩০০ টাকা প্রতি কেজি দরে বিক্রি হয়। স্থানীয় এবং ভিনজেলার খেজুরের গুড় দিয়েই এই মিষ্টি তৈরি হয়।'

কালিয়াগঞ্জের বাসিন্দা সুধাংশু সাহার ছেলের বিয়ে মাঘ মাসে। কলকাতা থেকে প্রচুর আত্মীয়পরিজন আসবেন। তাঁদের দাবি, খেজুরের গুড়ের স্বাদে বিভিন্ন মিষ্টির আইটেম করতেই হবে। তাই, শ্রাবণ মাসে বিয়ের পাকা কথা হতেই তিনি স্থানীয় এক মিষ্টির দোকানে খেজুরের গুড়ের রসগোল্লা, সন্দেশ, ছানার পায়েসের অর্ডার দিয়ে দিয়েছেন। একমাত্র ছেলের বিয়েতে আত্মীয়স্বজনের আবদার তো মেটাতেই হবে বলে তিনি জানান।

মুর্শিদাবাদের লালবাগের বাসিন্দা রিয়াজুদ্দিন মহম্মদের কথায়, 'কালিয়াগঞ্জের অধিকাংশ মিষ্টির দোকানে আমরা খেজুরের গুড় সাপ্লাই করে থাকি। কার্তিক মাসের মাঝামাঝি থেকেই প্রতি সপ্তাহে আমরা কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ, গঙ্গারামপুর, বালুরঘাট, মালদায় আসি। ১৫০ টাকা প্রতি কেজি দরে খেজুরের গুড় আমরা পাইকারি দামে দোকানে বিক্রি করি। শুধুমাত্র কালিয়াগঞ্জেই সপ্তাহে প্রায় ১২ কুইন্টাল খেজুরের গুড় বিক্রি করি।'

সত্যিই চুল গজাবে ডার্মা রোলার ট্রিটমেন্টে?

চুলের আমি চুলের তুমি। কিন্তু সত্যিই কি চুল দিয়ে চেনা যায়? অন্তত সৌন্দর্য তো রক্ষা করা যায়। আর সেই যৌবনের সৌন্দর্যের জন্য আমরা কতকিছু না করি। যেমন ধরুন জবাপাতা, কাসুন্দিপাতার রস চুলে লাগানো থেকে শুরু করে ডার্মা রোলার ট্রিটমেন্ট। হরেক পদ্ধতির রমরমা বাজার।

এবার বলি, ডার্মা রোলার ট্রিটমেন্টটা ঠিক কীরকম! পদ্ধতিটা অনেকটা আকুপাংচারের মতো। মাথার ত্বকে সূক্ষ্ম সুচের মাধ্যমে রক্ত চলাচল বাড়ানো হয়। ফলে মৃত কোশ সক্রিয় হয়, সেবাম (ত্বকের সেবেসিয়াস গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন তৈলাক্ত পদার্থ, যা ত্বককে ময়েশ্চারাইজ করে, সুরক্ষা দেয়) ও কেরাটিন (এই প্রোটিন চুল, ত্বক ও নখের মূল উপাদান) উৎপন্ন হয়। হেয়ার ফলিকল আবার গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে। নতুন চুল গজাতে সাহায্য করে।

যা জানা জরুরি

ডার্মা রোলারে সাধারণত দু-ধরনের সুচ থাকে—মাইক্রোনিডল ও ন্যানোনিডল। টাইটানিয়াম সুচ হলে ফল আরও ভালো হয়। প্রথমে সপ্তাহে দু-দিন ব্যবহার করা যেতে পারে, পরে ধীরে ধীরে সপ্তাহে এক দিন করলেই যথেষ্ট। সবচেয়ে জরুরি বিষয়, হালকা চাপ দিয়ে ব্যবহার করা। বেশি চাপ দিলে ক্ষতি হতে পারে। সাধারণত ১৮ বছরের পর থেকে এটি ব্যবহার করা যায়। সুচের মাপও ভিন্ন হয়—০.৫ মিলিমিটার থেকে ২ মিলিমিটার পর্যন্ত।

ডার্মা রোলারের ছোট ছোট সুচেরও কিন্তু মাপ আছে। যাঁরা প্রথমবার ব্যবহার করবেন, বেছে নিন ০.৫ মাপের সুচটি। পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে নম্বর বাড়াতে পারেন।

যেহেতু এটি ত্বকের গভীরে কাজ করে, তাই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ছাড়া শুরু করা ঠিক নয়। শুরুতে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে করুন, পরে নিয়ম মেনে ধীরে ধীরে ঘরে বসেও করতে পারেন।

রোলার ব্যবহার যেভাবে

১. যেখানে চুল পাতলা হয়ে গেছে বা ফাঁকা জায়গা তৈরি হয়েছে, শুধু সেই জায়গায় রোলার ব্যবহার করবেন। না হলে চুলের ফাইবারের ক্ষতি হতে পারে। মাথায় অ্যালার্জি, ঘা বা সোরাইসিসের সমস্যা থাকলে আগে সেটার সমাধান করুন।

২. জ্যামিতিক চাঁদা অনুসারে প্রথমে ওপর থেকে নিচে (৯০ ডিগ্রি) তিনবার ঘুরিয়ে রোলারটি ব্যবহার করবেন। এরপর নিচ থেকে ওপরে একবার রোল করবেন। ০ থেকে ০ ডিগ্রি (ডান থেকে বাঁয়ে, বাঁ থেকে ডানে) পর্যন্ত ঘোরান। এই সময় চাইলে সিরাম লাগাতে পারেন। এরপর ৪৫ ডিগ্রি কোণে রোল করতে হবে—২ থেকে ৩ বার ডান দিকে, ২ থেকে ৩ বার বাঁ দিকে। কপালের সামনের অংশে সব সময় নিচ থেকে ওপরের দিকে রোল করবেন।

৩. রোলার ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে সিরাম ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। কারণ, তখন চামড়ার ভেতরে সিরাম দ্রুত ঢুকে কাজ শুরু করে। সিরাম ব্যবহারের পর ১২ ঘণ্টা রেখে দিন।

৪. রোলার ও সিরাম ব্যবহারের পর পুরো মাথায় ৫-১০ মিনিট এলইডি লাইট থেরাপি দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়। এলইডি থেরাপি ঘরে ব্যবহারযোগ্য মেশিন দিয়েও করা সম্ভব। এতে সিরামের কার্যকারিতা বাড়ে, হাতেনাতে ফলও পাওয়া যায়।

৫. রোলার ব্যবহারের আগে অবশ্যই গরম জল দিয়ে ধুয়ে শুকিয়ে নিন। তারপর স্যানিটাইজার বা জীবাণুনাশক তরলে ডুবিয়ে পরিষ্কার করুন। শুকিয়ে গেলে ব্যবহার করুন।

খুব কি কঠিন

অনেকে ডার্মা রোলার ট্রিটমেন্ট করতে গিয়ে ভয় পান, যদি ব্যথা পাই বা রক্ত বের হয়। এসব স্বাভাবিক ব্যাপার। ট্রিটমেন্টের সময় হালকা চিমটি কাটার মতো লাগতে পারে। কারও কাছে একটু বেশি, কারও কাছে সয়ে নেবার মতো। একেবারে সহ্য না হলে স্প্রে বা অয়েনমেন্ট ব্যবহার করতে পারেন। ত্বক কিছুটা লাল হয়ে যেতে পারে, তবে এটা সাময়িক। সাধারণত নিজে থেকেই সেরে যায়, এলইডি থেরাপি (একধরনের আলোক থেরাপি, যা ব্রণ, বলিরেখা ও সোরিয়াসিসের মতো ত্বকের বিভিন্ন সমস্যার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়) নিলে আরও দ্রুত কমে। কখনো কখনো সামান্য রক্ত বের হতে পারে, যেমন হালকা আঁচড় লাগলে হয়। এ সময় অ্যান্টিবায়োটিক অয়েনমেন্ট ব্যবহার করতে পারেন।

যেসব বিষয়ে সতর্ক থাকবেন

দয়া করে নিজেই নিজের ডাক্তারি করতে যাবেন না। সিরাম ব্যবহারের আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়াই সবচেয়ে ভালো। কারণ, কোন সিরাম কত শতাংশ হবে, সেটাই আসল বিষয়। মিনোক্সিডিল সিরাম এখন সবচেয়ে কার্যকর এবং পরিচিত। সব সময় শুধু মিনোক্সিডিল নামেই পাওয়া যায় না, অনেক সময় চুল গজানোর সিরাম বা রিগ্রোথ সিরাম নামেও বিক্রি হয়। এই ধরনের সিরাম ৫ শতাংশ ঘনত্বের হলেই যথেষ্ট। মিনোক্সিডিল না পাওয়া গেলে মিউসিন হেয়ার অ্যান্ড হেয়ার ফল ডিফেন্স সিরাম বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। চুল পড়া কমাতে ও নতুন চুল গজাতে সহায়তা করে।

অর্ডিনারি মাল্টিপেপটাইড সিরামটি বহুমুখী কাজের সিরাম। এটিও ৫ শতাংশ ঘনত্বের হলেই যথেষ্ট। তবে অবশ্যই আসল পণ্য কিনতে হবে। বাজারে যে নকল 'অর্ডিনারি' সিরাম পাওয়া যায়, তা ব্যবহার করলে ক্ষতি হতে পারে। অতএব সাধু সাবধান।

'সিক্স সেভেন'

জেনে নিন সন্তানের মুখের নতুন ভাষা

'ওয়ার্ড অফ দ্য ইয়ার।' এবছর ডিকশনারি ডটকম ঘোষণা করেছে এমনটাই। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডায় বা ঠেকে আকছারই উঠে আসছে 'সিক্স সেভেন।' এ কি শুধুই মজা? নাকি সাংকেতিক রহস্য? অভিভাবক হয়ে জানবেন না সন্তানের মুখের ভাষা? জানুন তাদের মনের ভাষাটাও।

দুদ্দাড় করে বদলে যাচ্ছে দুনিয়া। কালকের পড়া, লেখা আজ যেন বড্ড সেকেলে। বদলে যাচ্ছে মুখের ভাষা। স্মার্ট দুনিয়া এখন সেই কায়দা-কসরত নিয়ে হাজির।

পঞ্চাশ-ষাটের দশকের কথা ভাবুন। বেবি বুমাররা মেতেছিল বিটল ম্যানিয়ায়, যখন পৃথিবীময় সুরের জাদুতে মুগ্ধতা ছড়িয়েছিল ব্রিটিশ ব্যান্ড দ্য বিটলস। সে সময় জেন এক্সের প্রিয় ছিল এমটিভি আর পাঙ্ক রক ঘরানার গান। মিলেনিয়ালদের সময়টা একটু অন্য রকম, নতুন আসা ইনটারনেটে বুঁদ ছিল তারা। বর্তমান যুগ জেন জির যুগ। অদ্ভুত সব কথা, টার্ম। এর মধ্যে ভাইরালের তকমা পেয়েছে দুটি সংখ্যা—৬ আর ৭। হাতের অঙ্গভঙ্গিতে ইংরেজিতে সুরে সুরে যাকে বলা হচ্ছে 'সিক্স সেভেন'।

এটা বলে বা শুনে জেন আলফা বেশ মজা পাচ্ছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের কিছু স্কুল 'সিক্স সেভেন' শব্দটাই নাকি নিষিদ্ধ করেছে! কিন্তু কেন?

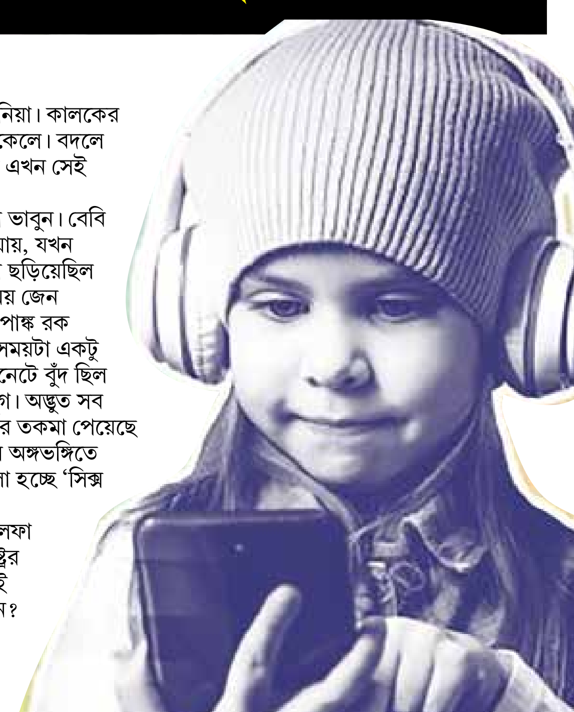

সিক্স, সেভেনের শুরু

জেন আলফার কাছে শব্দটি কেমন? উচ্ছ্বাস বা বিস্ময়সূচক। 'মোটামুটি' বা 'লম্বা' মানুষ বোঝাতে শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে। শব্দটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে। সেইসঙ্গে মিম তো রয়েইছে।

এটি মূলত মার্কিন র‌্যাপার স্ক্রিলার 'ডুট ডুট' নামের ট্র্যাক, যা ভাইরাল হয় গত বছর। শব্দটি জুড়ে যায় মার্কিন বাস্কেটবল খেলোয়াড় লামেলো বলের উচ্চতার (৬ ফুট ৭ ইঞ্চি) সঙ্গে।। এই গানের কোনও গভীর মানে নেই, শুধু ছন্দে বারবার বাজে 'সিক্স সেভেন', যেটা আলফা জেনারেশনের মনে গেঁথে গেছে।

এরপরই সামাজিক মাধ্যমে একের পর এক ভিডিও, রিমিকস, মিম আর অবশেষে ট্রেন্ডেই পরিণত হয়েছে। কয়েক সপ্তাহেই এটি হয়ে উঠেছে জেন আলফার 'ইনসাইড জোক'।

মানে নেই, মানে আছে

ভাষাবিদদের মতে, একে বলে 'সেমান্টিক ব্লিচিং', মানে কোনও শব্দের মূল অর্থ মুছে গিয়ে বেঁচে থাকে কেবল একটি অভিব্যক্তি বা অনুভূতি। 'সিক্স সেভেন'-এর কোনও অভিধানগত মানে নেই। আসলে এটি একধরনের হাস্যরসের উপাদান, যোগাযোগের প্রতীকও বটে। জেন আলফা এটি ব্যবহার করে নিজেদের সঙ্গে একাত্ম প্রকাশ করতে। পাশাপাশি বড়দের কিছুটা বোকা বানাতেও বটে।

যেমন বন্ধুর রসিকতায় তারা হঠাৎ বলে ওঠে, 'সিক্স সেভেন!' আবার অনেক সময় এটি কেবল একধরনের কৌতুক, যা বোঝে শুধু আলফা প্রজন্মের সদস্যরাই। অর্থাৎ এটি একটি সাংকেতিক হাস্যরস, যেখানে শব্দের মানে নয়, বরং বোঝার অক্ষমতাটাই মজার অংশ। তবে মজার ব্যাপার হল, ২০২৫ সালে ডিকশনারি ডটকম অবিশ্বাস্যভাবে এই 'সিক্স সেভেন'কে ঘোষণা করেছে 'ওয়ার্ড অফ দ্য ইয়ার' হিসেবে।

শেষ কথা

খানিকটা বিভ্রান্তিকর হলেও আপাতত 'সিক্স সেভেনেই' মজা খুঁজে নিয়েছেন জেন আলফা। হয়তো অন্যান্য ট্রেন্ডের মতো এটিও ক্ষণস্থায়ী। আসলে, প্রতিটি প্রজন্মই বড় হয় তাদের নিজস্ব ভাষায়। বিটলম্যানিয়া বা সিক্স সেভেন—এ তাদের নিজস্বতার প্রতীক।

পা ফাটছে? উপায় আছে

হেমন্তেই শীতের প্রকোপ। পায়ের পাতা থেকে গোড়ালি, ঠান্ডা আর শুকনো বাতাসে আরও শুকিয়ে পড়ছে। হয়ে উঠছে খরখরে। কেমন যেন শক্ত শক্ত ভাব। হালকা হলেও দেখা দিচ্ছে ছোট চির। কারও কারও পা ফেটে ব্যথা ও রক্তপাত পর্যন্ত হয়ে থাকে। কেউ কেউ আবার সারা বছরই পা ফাটার মতো অসহ ব্যথায় ভোগেন। তাদের ক্ষেত্রে শীতকাল এলে এই সমস্যা বেড়ে যায় বহুগুণ। পা ফাটা থেকে বাঁচতে পরামর্শ রইল নন্দিনীর পাতায়।

পা চাই পরিষ্কার

দিনভর হাঁটাচলা। পায়ে জমা হয় লাখো ধুলিকণা ও জীবাণু। দিন শেষে কুসুম গরম জলে পা ধুয়ে নিন। আরাম ও উপকার দুই-ই পাবেন। দূর হবে পায়ে জমে থাকা ধুলোময়লা ও ব্যাকটেরিয়া। সপ্তাহে দুই থেকে তিন দিন লবণ মেশানো গরম জলে ১০-১৫ মিনিট পা ভিজিয়ে রাখুন। পায়ের গোড়ালির মৃত ত্বক নরম হয়ে আসে। এতে স্ক্রাব করাও সহজ হয়।

স্ক্রাব করতেই হবে

হেমন্ত বা শীতের শুষ্ক বাতাস ত্বকের আর্দ্রতা কেড়ে নেয়। স্নানের সময় ঝামা বা ফুট স্ক্রাবার দিয়ে গোড়ালি হালকা ঘষে নিন। এর ফলে জমে থাকা রুক্ষ চামড়া উঠে যাবে।

ময়েশ্চারাইজার

শুকনো খটখটে দিনে পায়ে অন্তত দুবার ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন। রাতে ঘুমোনোর আগে পায়ে খুব ভালোভাবে ময়েশ্চারাইজার লাগানো উচিত।

ভারী ময়েশ্চারাইজার বা পেট্রোলিয়াম জেলি শীতের জন্য আদর্শ। ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করার পর পায়ে মোজা পরে নিলে আর্দ্রতা সারা রাত আটকে থাকবে। আপনার খরখরে গোড়ালিও হয়ে উঠবে নরম।

টুকটাকে তুলতুলে পা

- কয়েক দিন পরপর রাতে ঘুমোনোর আগে পেট্রোলিয়াম জেলি ও লেবুর রস একসঙ্গে মিশিয়ে পায়ে ভালোভাবে লাগিয়ে নিন। গোড়ালি নরম থাকবে।
- পায়ের ত্বকের শুষ্কতা কমাতে নারকেল তেল কার্যকর। তেল হালকা গরম করে পা ও গোড়ালিতে মাখলে পা ফাটা দূর হবে।
- সামান্য মধু নিয়ে পায়ে ভালোভাবে লাগান। ২০ মিনিট মতো রেখে ধুয়ে ফেলুন। দেখবেন, পায়ের ত্বক নরম থাকবে।
- মাঝেমধ্যে পায়ে অ্যালোভেরা জেল ব্যবহার করতে পারেন। বেশ আরাম পাবেন।
- সমান পরিমাণ পেট্রোলিয়াম জেলি ও গোলাপজল একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। প্রতিদিন লাগালে পা ফাটা অনেকটা কমে যাবে।
- গোড়ালি যদি এতটাই ফেটে যায় যে ব্যথা বা রক্তপাত হতে থাকে, তাহলে যে কোনও ধরনের ঘরোয়া প্যাক ব্যবহার থেকে দূরে থাকুন।
- এ সময় গোড়ালিতে অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম ব্যবহার করা উচিত।
- তারপরও অবস্থার উন্নতি না হলে চিকিৎসকের পরামর্শ তো নিতেই হবে।

ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াবে যেসব খাবার

রাসায়নিকযুক্ত চিকিৎসা বা সাপ্লিমেন্টের পেছনে ছুটছেন? সেসব ছেড়ে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলুন।

যে খাবার যেভাবে খাবেন

টমেটো

টমেটোতে থাকা উপাদান ত্বককে সূর্যের ক্ষতি থেকে রক্ষা, সতেজ ও মসৃণ করে। সকালে খালি পেটে তাজা টমেটোর রস পান করুন। এছাড়া টমেটোর রস, চালের গুঁড়ি দিয়ে মুখে ১০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। এটি প্রাকৃতিক টোনার হিসেবে কাজ করে।

গাজর

গাজর ত্বকের কোষ মেরামত, ত্বক পরিষ্কার, উজ্জ্বল করা ও ত্বকের শুষ্কতা কমাতে সাহায্য করে। প্রতিদিন সকালে এক থেকে দুটি গাজরের রস পান করুন। এছাড়া গাজর সেদ্ধ করে সবজির সঙ্গে বা স্যালাড হিসেবে খেতে পারেন।

পেঁপে

পেঁপে ত্বকের মৃত কোষ ও কালো দাগ দূর করতে সাহায্য করে। নিয়মিত তাজা পেঁপে খাওয়ার পাশাপাশি পেঁপের পেস্ট মুখে ১০ থেকে ১৫ মিনিট মতো রেখে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

লেবু

লেবু ত্বক উজ্জ্বল করার পাশাপাশি আমাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায়। মুখে লেবুর রস ও মধু ব্যবহার করতে পারেন। এ ছাড়া স্যালাড, ডাল বা যেকোনও সবজির ওপর লেবুর রস দিয়ে খেতে পারেন।

হলুদ

হলুদ ত্বকের ব্রণ, দাগ ও নিস্তেজতা কমাতে সাহায্য করে। প্রতিদিনের রান্নায় হলুদ ব্যবহারের পাশাপাশি দুধে একটু হলুদ মিশিয়ে রাতে পান করতে পারেন, যা স্বাস্থ্য ও ত্বক উভয়ের জন্য ভালো। এছাড়া হলুদ ও দইয়ের ফেসপ্যাক লাগাতে পারেন মুখে।

পালংশাক

পালংশাক ত্বক সতেজ ও উজ্জ্বল দেখাতে সাহায্য করে। এটি স্যালাড, সুপ, স্মুদিতে মিশিয়ে খেতে পারেন। রান্না করে খাওয়াও উপকার। সত্যি বলতে, এই রুক্ষ দিনে শীতের হরেক সবজি পাতে রাখতে হবে। তাহলেই অনেকটা চিন্তামুক্তি সম্ভব।

গ্রিন টি

গ্রিন টি নিয়মিত খেলে ত্বক হবে পরিষ্কার, সতেজ ও উজ্জ্বল। গ্রিন টি ব্যবহারের পর এটি ঠান্ডা করে চোখের নীচের অংশে লাগাতে পারেন, যা ত্বকের ফোলা ভাব ও কালো দাগ কমাতে পারে।

ত্বকের যত্নে কিছু পরামর্শ

● ত্বক ভালো রাখতে সব সময় হাইড্রেট থাকুন ও ত্বক পরিষ্কার রাখুন। ● প্রক্রিয়াজাত, ভাজা ও তৈলাক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। ● চিনি ও ক্যাফেইন গ্রহণ সীমিত করে ফেলতে হবে। ● ছাড়তে হবে ধূমপান ও অ্যালকোহল পান। ● অতিরিক্ত লবণ, প্যাকেটজাত ও কৃত্রিম চিনি থেকে শতহাত দূরে থাকুন।

এক ম্যাচের নেতৃত্বে খুশি নন ঋষভ

গুয়াহাটি, ২১ নভেম্বর : তিনি ছিলেন দলের সহ অধিনায়ক। আপাতত কার্যনির্বাহী অধিনায়ক।

ইডেন গার্ডেন্স টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ব্যাটিং করতে গিয়ে অধিনায়ক শুভমান গিল ঘাড়ে চোট না পেলে টিম ইন্ডিয়াকে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগই হয়তো পেতেন না ঋষভ। নেতৃত্বের সুযোগ এখন তাঁরই হাতে। অথচ, এক ম্যাচের জন্য ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়কত্বের দায়িত্ব পেয়ে খুশি হতে পারছেন না ভারতীয় ক্রিকেটের ওয়ান্ডার কিড। তাঁর মনে হচ্ছে, একজন অধিনায়কের জন্য মাত্র এক ম্যাচের দায়িত্ব খুব একটা ভালো ব্যাপার নয়। শুধু তাই নয়, ঋষভ ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন, কারও অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব নেওয়াটা তাঁর খুব একটা পছন্দ হয়নি।

গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া ক্রিকেট মাঠে প্রথমবার টেস্টের আসর বসছে। সেই ম্যাচকে কেন্দ্র করে সেখানে রীতিমতো উৎসবের মেজাজ। শুধু তাই নয়, পূর্ব ভারতের শহর বলে গুয়াহাটি টেস্টে আগে চা পানের বিরতি। পরে মধ্যাহ্নভোজের আসর। টেস্ট ক্রিকেট এমন বিরল ঘটনার সাক্ষী থাকতে চলেছে কাল। তার আগে আজ টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের পর বেলার দিকে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে কার্যনির্বাহী অধিনায়ক ঋষভ বলেছেন, 'নেতৃত্বের সম্মান পাওয়ার জন্য আমি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু এক ম্যাচের জন্য নেতৃত্ব পাওয়াটা ভালো ব্যাপার নয়। অনেক সময় অনেক বড় বিষয় নিয়ে আপনি ভাবতেই পারেন। তাতে লাভ কিছু হয় না। আমিও সেসব নিয়ে ভাবছি না। ইডেনে প্রথম টেস্ট ভালো যায়নি আমাদের। এই টেস্ট জেতার জন্য যা যা করা প্রয়োজন, সব করতে তৈরি আমরা।'

বর্ষাপাড়ার মাঠে টিম ইন্ডিয়া টেস্ট জিতবে কিনা, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে কার্যনির্বাহী অধিনায়ক ঋষভের জন্য বর্ষাপাড়ার মাঠ স্পেশাল। এই মাঠেই একদিনের ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল তাঁর। শনিবার টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক হচ্ছে। তার আগে পন্থ বলছেন, 'এই মাঠ আমার খুব প্রিয়। হৃদয়ের খুব কাছের। বহু স্মৃতি রয়েছে এখানে।' ইডেনের পিচে ভারতীয় ব্যাটাররা বারবার সমস্যায় পড়েছিলেন। বর্ষাপাড়ার বাইশ গজ দেখে ঋষভ তৃপ্ত। বলছেন, 'পিচ দেখে ভালোই মনে হয়েছে। ব্যাটিং সহায়ক পিচ বলেই মনে হল। পরের দিকে স্পিনাররাও সাহায্য পাবে। আশা করছি, উপভোগ্য টেস্ট ম্যাচ হবে।'

> পিচ দেখে ভালোই মনে হয়েছে। ব্যাটিং সহায়ক পিচ বলেই মনে হল। পরের দিকে স্পিনাররাও সাহায্য পাবে। আশা করছি, উপভোগ্য টেস্ট ম্যাচ হবে।
>
> **ঋষভ পন্থ**

সিরিজে আপাতত ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে রয়েছে ভারত। গুয়াহাটি টেস্টে হার মানে ফের সিরিজ হাতছাড়া হওয়া। ড্র মানেও হারেরই সমান। এমন অবস্থায় ভারত অধিনায়ক ঋষভ বলছেন, 'ম্যাচ নিয়ে আমাদের মধ্যে প্রচুর আলোচনা হয়। ইডেন টেস্টের আগেও হয়েছিল। এবারও হচ্ছে। কলকাতায় আমাদের মনে হয়েছিল, চার স্পিনার খেলানো যেতে পারে। সেটাই হয়েছিল। এখানে দলের কম্বিনেশন কেমন হয়, সেই আলোচনা এখনও চলছে।' সিরিজে পিছিয়ে থাকার জ্বালা নিয়ে বর্ষাপাড়ার মাঠে দুশো শতাংশ দিতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন অধিনায়ক ঋষভ। চোট পেয়ে দল থেকে ছিটকে যাওয়া অধিনায়ক শুভমানকে নিয়েও মুখ খুলেছেন পন্থ। বলেছেন, 'শুভমানের সঙ্গে আমার নিয়মিত কথা হয়। ও আগের তুলনায় এখন অনেক ভালো। গুয়াহাটি টেস্টে খেলতে চেয়েছিল ও। চিকিৎসক, ফিজিওদের নির্দেশে সেটা সম্ভব হয়নি। আসলে জীবনে এগিয়ে চলার পথে এমন অনেক পরিস্থিতি আসে, যখন আপনি যা চাইবেন সেটা করতে পারবেন না।' অধিনায়ক গিলের বদলি কে হবেন, সেটা অবশ্য খোলসা করে জানাননি ঋষভ।

টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে ঋষভ পন্থ। শুক্রবার। ছবি : পিটিআই

পিচ কেমন আচরণ করবে, বুঝে নেওয়ার চেষ্টায় টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীর। শুক্রবার গুয়াহাটিতে।

সঙ্গী পিচ বিতর্ক

সিরিজ বাঁচানোর যুদ্ধে টিম ইন্ডিয়া

গুয়াহাটি, ২১ নভেম্বর : এ এক অদ্ভুত সন্ধিক্ষণ!

নিজেদের পাতা ফাঁদে নিজেরা ডুবে যাওয়ার ধাক্কা কাটেনি এখনও। অধিনায়ক শুভমান গিলের চোট সারেনি এখনও। দলের কম্বিনেশনের গোলকধাঁধাও রয়েছে প্রবলভাবে।

এমন অবস্থার মধ্যেই শনিবার থেকে গুয়াহাটির বর্ষাপাড়ার ক্রিকেট মাঠে শুরু হয়ে যাচ্ছে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার চলতি সিরিজের দ্বিতীয় তথা শেষ টেস্ট। যে টেস্টের দিকে নজর গোটা ক্রিকেট দুনিয়ার।

ঠিক এক বছর আগে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন টেস্টের সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। মাঝে এক বছর পার হয়ে গেলেও বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, ঘরের মাঠে স্পিন সহায়ক উইকেট তৈরি করে নিজেরাই ঘূর্ণির ফাঁদে পড়ে যাচ্ছে। ম্যাচও হারছে। এভাবেই গত সপ্তাহে ইডেন গার্ডেন্সে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ৩০ রানে হেরে সিরিজে পিছিয়ে পড়েছিল টিম ইন্ডিয়া। আগামীকাল থেকে বর্ষাপাড়ার মাঠে শুরু হতে চলা টেস্টে হার মানেই আরও অতলের দিকে তলিয়ে যাওয়া। লজ্জার আঁধারে ঢেকে যাওয়া।

শেষপর্যন্ত বর্ষাপাড়া ক্রিকেট মাঠে টিম ইন্ডিয়ার জন্য কী অপেক্ষা করে রয়েছে, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের নানা সিদ্ধান্ত নিয়ে চলছে প্রবল বিতর্ক। অধিনায়ক শুভমান ঘাড়ের চোটের কারণে দ্বিতীয় টেস্টে খেলতে পারবেন না, জানাই ছিল। শুক্রবার সকালে সরকারি ঘোষণাটা শুধু হল। গিলকে স্কোয়াড থেকে ছেড়ে আরও উন্নত চিকিৎসার জন্য মুম্বই পাঠানো হচ্ছে বলে খবর। প্রশ্ন হল, কলকাতার চিকিৎসকরা আগেই ঘোষণা করেছিলেন, গুয়াহাটি টেস্টে গিলের খেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তাহলে আগেই তাঁকে মুম্বই পাঠিয়ে দেওয়া হল না কেন? জবাব নেই। শুভমানের অনুপস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই দলের সহ অধিনায়ক ঋষভ পন্থ নেতৃত্ব দেবেন। কিন্তু গিলের বদলে চার নম্বরে ব্যাটিং করবেন কে? তাঁর পরিবর্তই বা কে হবেন?

টিম ইন্ডিয়ার তরফে পুরো বিষয় নিয়েই ধোঁয়াশা তৈরি করে রাখা হয়েছে। যদিও গতকালের পর আজ বর্ষাপাড়ার ক্রিকেট মাঠে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন যদি কোনও কিছুর ইঙ্গিত হয়, তাহলে বলা যেতে পারে গিলের পরিবর্তে বি সাই সুদর্শন দ্বিতীয় টেস্টের দলে ফিরছেন। তিন নম্বরে ব্যাটিং করবেন সুদর্শন। আর সব ঠিকমতো চললে চার নম্বরে ধ্রুব জুরেলকে ব্যাটিং করতে দেখা যাবে। এখানেও রহস্য! সঙ্গে প্রশ্ন, একটি টেস্টে ওয়াশিংটন সুন্দরকে তিন নম্বরে ব্যবহারের পর কি ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের মোহভঙ্গ হল? জবাব নেই। যদিও টিম ইন্ডিয়ার অন্দরের একটি সূত্রের দাবি, অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন দ্বিতীয় টেস্টে মিডল অর্ডারে ব্যাটিং করবেন আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা গুয়াহাটি টেস্টে।

ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা
দ্বিতীয় টেস্ট শুরু আজ
সময় : সকাল ৯টা, **স্থান :** গুয়াহাটি
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

ইডেন টেস্টের জন্য ভারতীয় দলের প্রস্তুতির শুরু থেকে নজরে ছিল পিচ। বর্ষাপাড়ার মাঠে আগামীকাল দ্বিতীয় টেস্ট শুরুর আগেও পিচ নিয়ে চর্চা চলছে। যদিও ইডেনের তুলনায় বর্ষাপাড়ার পিচের চরিত্র অনেকটাই আলাদা। হার্ড উইকেট। শুরুর দিকে পেসারদের জন্য সাহায্য থাকবে বলেই ধরে নেওয়া হচ্ছে। দ্বিতীয় দিন থেকে বল ঘোরার সম্ভাবনা। এমন পিচে টিম ইন্ডিয়ার কম্বিনেশন কেমন হবে? ভারত কি চার স্পিনারেই খেলবে? গিলের অনুপস্থিতিতে ভারতীয় দলের অধিনায়কের দায়িত্ব পাওয়া ঋষভ সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর প্রথম একাদশ নিয়ে খোলসা করে কিছু বলেননি। তবে সূত্রের খবর, টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে বিস্তর পরিবর্তন হতে চলেছে। নীতীশ কুমার রেড্ডি ও সুদর্শনের দলে ফেরা প্রায় নিশ্চিত বলেই খবর। এই প্রথম টেস্ট হচ্ছে বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ শইকিয়ার শহর গুয়াহাটিতে। টেস্ট ম্যাচ নিয়ে রয়েছে প্রবল উন্মাদনাও। এখানেও খটকা! খেলা পাঁচদিন কি চলবে? জবাব জানে না দুনিয়া।

শুভমানের মতোই চোটের কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে দ্বিতীয় টেস্টে খেলা হচ্ছে না কাগিসো রাবাদার। তার জন্য আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে থাকা টেম্বা বাভুমার দলের কোনও টেনশন নেই। বরং সাইমন হার্মার, মার্কো জানসেনরা ইডেনে দলকে যেভাবে ভরসা দিয়েছিলেন, গুয়াহাটিতে তার পুনরাবৃত্তির স্বপ্নে ডুবে প্রোটিয়ারা। উইয়ান মুল্ডার নাকি সেনুরান মুথুস্বামী নিয়ে চলছে টানাপোড়েন। যদি মুথুস্বামী খেলেন, তাহলে বর্ষাপাড়ার মাঠে তিন বিশেষজ্ঞ স্পিনার নিয়ে নামবেন বাভুমা।

ম্যাচের ফল কী হবে? অপেক্ষার আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা।

গুয়াহাটিতেও রাবাদাহীন দক্ষিণ আফ্রিকা

গুয়াহাটি, ২১ নভেম্বর : রাত ফুরোলেই ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা নির্ণায়ক টেস্ট।

ইডেন গার্ডেন্সে ভারত বধে ১-০ ব্যবধানের সুবিধা সঙ্গে নিয়ে শনিবার গুয়াহাটি দ্বৈরথে নামছে প্রোটিয়া ব্রিগেড। যদিও ম্যাচ শুরুর আগে খারাপ খবর সফরকারী দলের জন্য। একনম্বর পেসার কাগিসো রাবাদাকে আগামীকাল শুরু শেষ টেস্টেও পাচ্ছে না তারা। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে যা পরিষ্কার করে দিয়েছেন অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা।

পাঁজরের চোটে রাবাদা ইডেনেও খেলেননি। কোচ শুকরি কনরাড জানিয়েছিলেন, দ্বিতীয় টেস্টে হয়তো দলের সেরা পেসারকে পাবেন। কিন্তু সেই আশা মেলেনি। ফলস্বরূপ, মার্কো জানসেনকে সামনে রেখে ফের পেস ব্রিগেড সাজাচ্ছে প্রোটিয়া শিবির। যে ব্রিগেডে গুরুত্ব পাচ্ছেন লুঙ্গি এনগিডি। রাবাদার 'ব্যাক আপ' হিসেবে দলে অন্তর্ভুক্তি। খবর, দ্বিতীয় টেস্টের একাদশে লুঙ্গির থাকা কার্যত নিশ্চিত।

বাভুমা বলেছেন, 'এখানকার পিচ অনেক বেশি তাজা মনে হচ্ছে। কলকাতার তুলনায় ধারাবাহিক বাউন্সও আশা করছি। অনেকটা উপমহাদেশের উইকেটের মতোই। প্রথম দুইদিন ব্যাটিং সহায়ক হবে। তারপর স্পিনারদের দাপট। আগামীকাল আরও একবার পিচ দেখার পর সিদ্ধান্ত।' প্রথমবার গুয়াহাটিতে টেস্টের আসর বসছে। লাল বলের ফর্ম্যাটে এখানকার বাইশ গজ কীরকম আচরণ করে, বলা কঠিন। তবে পিচ নিয়ে 'ধাঁধা' থাকলেও বাভুমারা সিরিজ জয় ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে নারাজ।

এদিকে গুয়াহাটি টেস্টের শেষবেলার প্রস্তুতির মাঝে পরবর্তী ওডিআই, টি২০ সিরিজের দল ঘোষণা করল দক্ষিণ আফ্রিকা। ৫ ম্যাচের টি২০ সিরিজের (৯-১৯ নভেম্বর) দলে দীর্ঘদিন পর ফিরছেন আনরিচ নর্তজে। শেষবার খেলেন ২০২৪ সালের টি২০ বিশ্বকাপ ফাইনালে। চোট-আঘাতের ধাক্কা কাটিয়ে অবশেষে প্রত্যাবর্তন। রাবাদার শূন্যতা

সিরিজ জয়ের হাতছানি নিয়ে শনিবার নামবেন টেম্বা বাভুমা।

তবে বর্ষাপাড়ার পিচে শুরুর দিকে পেস সহায়ক পরিস্থিতি থাকবে বলে পূর্বাভাস। যে পরিবেশে রাবাদার মতো পেসার সবসময় দলের তুরুপের তাস। সেই সুরটাই ধরা পড়ল টেম্বার গলায়। বলেছেন, 'দ্বিতীয় টেস্টে নেই কাগিসো। এনগিডিকে ইতিমধ্যে দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আগামীকাল সকালে আরও একবার উইকেট দেখে চূড়ান্ত একাদশ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেব।'

গুয়াহাটি টেস্টই শুধু নয়, পুরো সফর থেকেই ছিটকে গেলেন রাবাদা। আগামী সপ্তাহ চারেক রিহ্যাবে থাকবেন। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের নায়ক রাবাদার অনুপস্থিতি নতুনদের সামনে সুযোগ এনে দিচ্ছে। ইডেনে জানসেনের সঙ্গে উইয়ান মুল্ডার, করবিন বশ ছিলেন। গুয়াহাটিতে বশের জায়গায় সম্ভবত এনগিডি।

প্রোটিয়া অধিনায়ক অবশ্য এদিন হাতের তাস খুলতে নারাজ।

পূরণে নর্তজের উপস্থিতিকে গুরুত্ব দিয়ে কোচ কনরাড বলেছেন, 'নর্তজে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে, সেই সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল। ওর সঙ্গে কাজ করার জন্য মুখিয়ে আছি।'

ওডিআই দল : টেম্বা বাভুমা (অধিনায়ক), ওটনিল বার্টম্যান, করবিন বশ, ম্যাথু ব্রিৎজকে, ডিওয়াল্ড ব্রেভিস, নান্দ্রে বার্জার, কুইন্টন ডি কক, টনি ডি জর্জি, রুবিন হার্মান, কেশব মহারাজ, মার্কো জানসেন, আইডেন মার্করাম, লুঙ্গি এনগিডি, রিয়ান রিকেলটন ও প্রেনেলান সুব্রায়েন।

টি২০ দল : আইডেন মার্করাম (অধিনায়ক), ওটনিল বার্টম্যান, করবিন বশ, ডিওয়াল্ড ব্রেভিস, কুইন্টন ডি কক, টনি ডি জর্জি, ডোনোভান ফেরেইরা, রেজা হেনড্রিক্স, মার্কো জানসেন, জর্জ লিন্ডে, কোয়েনা মাফাকা, ডেভিড মিলার, লুঙ্গি এনগিডি, আনরিচ নর্তজে ও ট্রিস্টান স্টাবস।

মুস্তাক আলিতে খেলবেন সূর্যকুমার

মুম্বই, ২১ নভেম্বর : আসন্ন সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে মুম্বইয়ের হয়ে খেলবেন ভারতের টি২০ অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব।

২৬ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে মুস্তাক আলি ট্রফি। প্রতিযোগিতায় মুম্বই দলে সূর্যকুমার ছাড়াও অজিঙ্কা রাহানে,শিবম দুবে, সরফরাজ খান ও আয়ুষ মাত্রের মতো পরিচিতদের দেখা যাবে। দলকে নেতৃত্ব দেবেন শার্দূল ঠাকুর।

৯ ডিসেম্বর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজ শুরু হচ্ছে। মুস্তাক আলিতে সেই সিরিজের প্রস্তুতি সেরে নিতে চান সূর্য। এই বছর আন্তর্জাতিক টি২০-তে চলতি বছরে সেভাবে রান পাননি সূর্য। ১৫টি ম্যাচে মাত্র ১৮৪ রান করেছেন তিনি। আগামী বছর টি২০ বিশ্বকাপ। তার আগে ফর্মে ফিরতে মুস্তাক আলিকে পাখির চোখ করছেন সূর্য।

বাংলার অধিনায়ক অভিমন্যু

সামিকে রেখেই মুস্তাকের দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ নভেম্বর : মহম্মদ সামিকে রেখেই আসন্ন সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-র জন্য দল ঘোষণা করল বাংলা। শুক্রবার রাতের দিকে সিএবি-তে মুস্তাক আলির জন্য ১৭ সদস্যের বাংলা দল ঘোষণা হল। দলে চমক হিসেবে রয়েছেন ভবানীপুর ক্লাবের ব্যাটার যুবরাজ কেশওয়ানি।

১৭ সদস্যের দলে অধিনায়কত্ব করবেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ। দলে সামি ছাড়াও শাহবাজ আহমেদ, আকাশ দীপ, অভিষেক পোড়েলরা রয়েছেন। দোহায় এমার্জিং এশিয়া কাপের স্কোয়াডে ছিলেন বাংলার অভিষেক। এদিন সেমিফাইনালে বাংলাদেশের বিপক্ষে তিনি খেলেননি। ভারত হেরে যাওয়ায় কালই তাঁর কলকাতায় ফিরে আসার কথা। এছাড়াও অনূর্ধ্ব-১৯ দলে খেলা যুধাজিৎ গুহকে দলে ডাকা হয়েছে।

> **বাংলা দল**
>
> **অভিমন্যু ঈশ্বরণ (অধিনায়ক), সুদীপকুমার ঘরামি, অভিষেক পোড়েল, সাকির হাবিব গান্ধি, যুবরাজ কেশওয়ানি, প্রিয়াংশু শ্রীবাস্তব, শাহবাজ আহমেদ, প্রদীপ্ত প্রামাণিক, ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়, করণ লাল, সাক্ষম চৌধুরী, মহম্মদ সামি, আকাশ দীপ, সায়ন ঘোষ, কণিষ্ক শেঠ, যুধাজিৎ গুহ ও শ্রেয়ান চক্রবর্তী।**

আসন্ন মুস্তাক আলি ট্রফিতে গ্রুপ পর্বের সব ম্যাচ বাংলা খেলবে হায়দরাবাদে। আগামী ২৬ নভেম্বর বরোদার বিপক্ষে মুস্তাক আলি অভিযান শুরু করছে বাংলা। রবিবার বাংলা দল হায়দরাবাদের উদ্দেশে রওনা দেবে। রাতের দিকে দল ঘোষণার পর কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'সাম্প্রতিক পারফরমেন্সের বিচারে সেরা দল বেছে নেওয়া হয়েছে। সামি, অভিষেকরা থাকায় দলের ভারসাম্য বেড়েছে। রনজির শেষ কয়েকটি ম্যাচের ছন্দ এবার সাদা বলের ক্রিকেটেও ধরে রাখতে হবে।'

সুপার ওভারে শূন্য রান করে বিদায় বৈভবদের

ফাইনালে ওঠার জন্য শেষ বলে ভারতের প্রয়োজন ছিল ৪ রান। যদিও বাংলাদেশের ফিল্ডাররা সহজ রানআউট মিস করেন। তাদের হাস্যকর ভুলের সুযোগে ৩ রান নিয়ে দলকে সুপার ওভারে পৌঁছে দেন হর্ষ দুবে।

দোহা, ২১ নভেম্বর : এমার্জিং এশিয়া কাপ সেমিফাইনালের সুপার ওভারে হার ভারতের। ফাইনালে বাংলাদেশ।

একটা ভুল সিদ্ধান্তই কি টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে দিল ভারতকে? প্রশ্ন উঠছে। এদিন শুরুতে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৬ উইকেটের বিনিময়ে ১৯৪ রান করে বাংলাদেশ। রান তাড়া করতে নেমে ভালো শুরু করেন ভারতের বৈভব সূর্যবংশী ও প্রিয়াংশ আর্য। জুটি ভাঙে ৫৩ রানে। ১৫ বলে ৩৮ রান করে আউট হয় বৈভব। ৪৪ রান করে সাজঘরে ফেরেন প্রিয়াংশ। ইনিংসে ৩৩ রান যোগ করেন অধিনায়ক জিতেশ শর্মা। সবশেষে নেহাল ওয়াধেরার অপরাজিত ৩২ রানের ইনিংসে ভর করে ২০ ওভারে ৬ উইকেটের বিনিময়ে ভারতও শেষ করে ১৯৪ রানে।

> **এমার্জিং এশিয়া কাপ ফাইনালে বাংলাদেশ**

সুপার ওভারে শুরুতে ব্যাট করতে নেমে পরপর দুই বলে আউট হয়ে ফেরেন জিতেশ ও আশুতোষ শর্মা। বৈভবের মতো আগ্রাসী এবং সাহসী ব্যাটার হাতে থাকতেও তাঁকে নামানোই হল না। উলটোদিকে জয়ের জন্য বাংলাদেশের প্রয়োজন ছিল মাত্র ১ রান। প্রথম বলে সুযশ শর্মা উইকেট তুলে নিলেও দ্বিতীয় বলেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করে ফাইনালের ছাড়পত্র আদায় করে নেয় বাংলাদেশ।

২ নভেম্বর নভি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। দলের সদস্য ছিলেন স্মৃতি মান্ধানা। বিশ্বজয়ের মাঠেই স্মৃতিকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন তাঁর প্রেমিক পলাশ মুচ্ছল। রবিবার বিয়ে। শুক্রবার সতীর্থদের সঙ্গে 'হলদি'-র অনুষ্ঠানে মাতলেন হবু বউ মান্ধানা।

ব্যাটিং কম্বিনেশন নিয়ে গম্ভীরকে বার্তা

তিন নম্বরে মিউজিক্যাল চেয়ারের বিপক্ষে রাহানে

মুম্বই, ২১ নভেম্বর : টেস্ট ক্রিকেটে তিন নম্বর ব্যাটিং পজিশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চেতেশ্বর পূজারার পর বেশ কয়েক বছর পার। যদিও শূন্যস্থান পূরণ হয়নি। উলটে তিন নম্বর পজিশন নিয়ে ভারতীয় দলের চলতি 'মিউজিক্যাল চেয়ার' পদ্ধতি সমস্যা বাড়াচ্ছে। গৌতম গম্ভীরদের উচিত এই মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসা। বক্তা শুভমান গিলদের প্রাক্তন সতীর্থ আজিঙ্কা রাহানে।

ভারতীয় দলের নেতৃত্বের গুরুভার সামলেছেন একসময়। পাঁচ নম্বরে দীর্ঘদিন দলকে ভরসাও জুগিয়েছেন। সেই রাহানে বিরক্ত যেভাবে ব্যাটিং অর্ডার, বিশেষত টপ অর্ডারের কম্বিনেশনে বারবার রদবদল করা হচ্ছে। ইংল্যান্ড সফরের প্রথম দিকে করুণ নায়ার, তারপর বি সাই সুদর্শন। ইডেন গার্ডেন্স টেস্টে সুদর্শনকে বসিয়ে তিনে আবার ওয়াশিংটন সুন্দর!

> তিন নম্বর ব্যাটারদের আলাদা স্কিল প্রয়োজন। ৬-৭ নম্বরে আলাদা। ওয়াশি (সুন্দর) নিঃসন্দেহে ভালো। দুর্দান্ত প্রতিভা। কিন্তু তিন নম্বরে ব্যাটিং ওর জন্যও ঠিক নয়।
>
> **আজিঙ্কা রাহানে**

গম্ভীরদের যে ভাবনা নিয়ে রবিচন্দ্রন অশ্বীনের ইউটিউব চ্যানেল 'অ্যাশ কি বাত'-এ রাহানে সুদর্শনকে বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে পালটা প্রশ্ন তুলেছেন। যুক্তি, গত ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে সাফল্য পাওয়ার পরও সুদর্শনকে বাদ দিয়ে সুন্দরকে তিনে খেলানোর যৌক্তিকতা তিনি অন্তত খুঁজে পাচ্ছেন না। রাহানের দাবি, এর ফলে সুন্দরকেও সমস্যায় ফেলা হচ্ছে।

রাহানে বলেছেন, 'তিন নম্বর ব্যাটারদের আলাদা স্কিল প্রয়োজন। ৬-৭ নম্বরে আলাদা। ওয়াশি (সুন্দর) নিঃসন্দেহে ভালো। দুর্দান্ত প্রতিভা। কিন্তু তিন নম্বরে ব্যাটিং ওর জন্যও ঠিক নয়। ও বোলিং অলরাউন্ডার। ৬-৭ নম্বরে খেলে। সেখানে তিন নম্বরে মানিয়ে নেওয়া! হঠাৎ যে পরিবর্তন ওর ব্যাটিং ভাবনাকে গুলিয়ে দেবে। অন্যদিকে সুদর্শন শেষ টেস্টে ভালো খেলেছে। ৮৭ ও ৩৯ করেছে। তারপর কেন পরিবর্তন, বোধগম্য নয় আমার।'

অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম টেস্ট সিরিজ জয়ী অধিনায়কের মতে, ওয়াশিংটন বা সুদর্শন, যেই তিন নম্বরে অগ্রাধিকার পাক না কেন, তা আগেভাগে ঠিক করা উচিত। তাহলে দুইজনে সেভাবে প্রস্তুতি সারতে পারবে। রাতারাতি পরিবর্তন করলে আখেরে দলেরই ক্ষতি। কারণ, ৬-৭ নম্বর আর তিন নম্বরে খেলার প্রস্তুতি, ভাবনা, পরিকল্পনা সম্পূর্ণ আলাদা।

অনুশীলনে বি সাই সুদর্শন। শনিবার প্রথম একাদশে তাঁর জায়গা হয় কিনা সেটাই দেখার।

বেঙ্গালুরুতে বৃহস্পতিবার এক টেক সামিটে টেনিস সুন্দরী সানিয়া মির্জার সঙ্গে বিশ্বকাপ জয়ী শিলিগুড়ির রিচা ঘোষ (বাঁয়ে)। সঙ্গী মায়ান্তি ল্যাঙ্গার।

রিচাকে পরামর্শ সানিয়ার

বেঙ্গালুরু, ২১ নভেম্বর : রিচাকে সমাজমাধ্যমের সমালোচনাকে পাত্তা না দেওয়ার পরামর্শ দিলেন সানিয়া মির্জা।

বেঙ্গালুরুতে এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন টেনিস তারকা সানিয়া মির্জা ও বিশ্বকাপজয়ী বঙ্গতনয়া রিচা ঘোষ। সেখানেই ছয়বারের গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী টেনিস তারকা বলেছেন, 'রিচার বয়স কম। বর্তমান সময়ে ওকে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার পাশাপাশি সমাজমাধ্যমেরও মুখোমুখি হতে হবে। রিচাকে একটাই কথা বলব, এই চাপ সামলে নিজের খেলায় মনঃসংযোগ না করতে পারলে বড় খেলোয়াড় হওয়া যাবে না।'

সমাজমাধ্যমকে বেশি গুরুত্ব নয়

> রিচার বয়স কম। বর্তমান সময়ে ওকে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার পাশাপাশি সমাজমাধ্যমেরও মুখোমুখি হতে হবে। রিচাকে একটাই কথা বলব, এই চাপ সামলে নিজের খেলায় মনঃসংযোগ না করতে পারলে বড় খেলোয়াড় হওয়া যাবে না। -সানিয়া মির্জা

পরে সানিয়া আরও বলেছেন, 'এখন তো সমাজমাধ্যমে একজন ক্রীড়াবিদের জীবনের সবকিছু তুলে ধরা হয়। ম্যাচ হেরে রাতে কোথাও ডিনার করতে গেলেও সমালোচনার মুখে পড়তে হয়। আমি অবাক হয়ে যাই, এমন সব ব্যক্তি সমালোচনা করছেন যাঁরা কোনওদিন ক্রিকেট ব্যাট কিংবা টেনিস র‍্যাকেট হাতে নেননি। তাই আমার মনে হয়, সমাজমাধ্যমের সমালোচনাকে এত গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই।'

সমাজমাধ্যমের সমালোচনাকে ইতিবাচক দিক হিসেবে মনে করেন রিচা। তিনি বলেছেন, 'আমি সমাজমাধ্যমের এই সমস্ত সমালোচনাকে মহিলা ক্রিকেটের একটি ইতিবাচক দিক হিসেবে মনে করি। আগে মহিলা ক্রিকেটারদের এত ফলোয়ার ছিল না। এখন ফলোয়ার যেমন বাড়ছে তেমন সমালোচনাও বাড়ছে। এর মানে আগের থেকে আরও বেশি মানুষ মহিলাদের ক্রিকেট দেখছে।'

প্রথম দিনেই পড়ল ১৯ উইকেট!

ইতিহাস স্টার্কের, পালটা স্টোকসের

৫ উইকেট নেওয়ার বল হাতে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক বেন স্টোকস। পারথে শুক্রবার।

ইংল্যান্ড-১৭২
অস্ট্রেলিয়া-১২৩/৯
(প্রথম দিনের শেষে)

পারথ, ২১ নভেম্বর : কথা দিয়েছিলেন। কথা রাখলেন মিচেল স্টার্ক।

প্যাট কামিন্স, জোশ হ্যাজেলউডের অনুপস্থিতিতে সিনিয়ার হিসেবে বাড়তি দায়িত্ব নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কথা আর কাজে তফাত হয়নি। পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে শুরু প্রথম টেস্টের প্রথম দিনেই আগুনে বোলিংয়ে ইংল্যান্ডের বাজবলকে কার্যত গুঁড়িয়ে দিলেন। ১২.৫ ওভার হাত ঘুরিয়ে ৫৪ রানে স্টার্কের ঝোলায় সাত-সাতটি উইকেট।

কোনওক্রমে দেড়শোর গণ্ডি পেরিয়ে ১৭২-এ ইতি পড়ে ইংল্যান্ডের ইনিংস। অভিষেককারী ব্রেন্ডন ডগেট আউট করেন হ্যারি ব্রুক ও ব্রাইডন কার্সকে। স্টার্কের আগুনে বোলিংয়ের পরও অবশ্য প্রথম দিনের শেষে অস্বস্তিতে অস্ট্রেলিয়া! সৌজন্যে বেন স্টোকসের (২৩/৫) নেতৃত্বাধীন ইংল্যান্ড বোলারদের প্রত্যাঘাত। যার সামনে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে অজি ব্যাটিং। দিনের শেষে ইংল্যান্ডের ১৭২-এর জবাবে অস্ট্রেলিয়া ১২৩/৯। ক্রিজে শেষ জুটি। এখনও ৪৯ রান পিছিয়ে!

স্টার্ক-স্টোকসের দাপট ছাপিয়ে প্রথম দিনেই ১৯ উইকেট পড়া! অ্যাসেজের ১৪৮ বছরের ইতিহাসে প্রথম দিনে এত উইকেট কখনও পড়েনি! ১৯০৯ সালে ওল্ড ট্র্যাফোর্ড টেস্টের পর প্রথমবার আঠারোর বেশি উইকেট পড়ল! বাউন্স ও গতি থাকবে, পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন অপটাস স্টেডিয়ামে পিচ প্রস্তুতকারক আইজ্যাক ম্যাকডোনাল্ড। যদিও টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের চ্যালেঞ্জ নিতে পিছপা হননি স্টোকস।

সাহসী সিদ্ধান্ত অবশ্য বুমেরাং স্টার্কের দুরন্ত প্রথম স্পেলেই। স্কোরবোর্ডে কোনও রান ওঠার আগেই প্রথম ওভারের শেষ বলে জ্যাক ক্রলি সাজঘরে। অ্যাসেজে প্রথম দিন, প্রথম ওভারে চতুর্থবার উইকেট নিলেন স্টার্ক। পিছনে ফেললেন জ্যাক গ্রেগোরি, ডেনিস লিলিকে (তিনবার করে)। বেন ডাকেট (২১), জো রুটও (০) সামলাতে পারেননি স্টার্ককে। ৩৯/৩ থেকে ওলি পোপ (৪৬), ব্রুক (৫২) খেলাটা অবশ্য ধরার চেষ্টা করেছিলেন।

পোপকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন ক্যামেরন গ্রিন। অভিষেককারী ডগেটের প্রথম শিকার ব্রুক। প্রত্যাবর্তন স্পেলে বাকি কাজ সারেন স্টার্ক। যার সামনে লোয়ার মিডল অর্ডারে জেমি স্মিথ (৩৩) ছাড়া কেউ রান পাননি। ৬ রানের মাথায় স্টোকসের উইকেট ছিটকে দেন স্টার্ক। শেষপর্যন্ত লাঞ্চের পর ১৭২ রানে গুটিয়ে যায় ইংল্যান্ড।

স্টার্কের হাত ধরে ফুরফুরে মেজাজ অবশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি অজি শিবিরে। ইংল্যান্ডের মতো প্রথম ওভারেই উইকেট হারায় তারা। তখনও স্কোরবোর্ডে কোনও রান ওঠেনি। অ্যাসেজের ইতিহাসে এটাও প্রথমবার! শুরুর ধাক্কা জোফ্রা আর্চারের। অভিষেককারী জেক ওয়েদারাল্ডের (০) পর অপর ওপেনার মার্নাস লাবুশেনও (৯) আর্চারের শিকার।

নিয়মিত ওপেনার উসমান খোয়াজার বদলে এদিন লাবুশেন ওপেন করেন। পিঠের সমস্যার কারণে ফিল্ডিংয়ে অনেকটা সময় মাঠের বাইরে কাটান। তাই শুরুতে ব্যাট করতে পারেননি। বদলে ওপেনিংয়ে লাবুশেন। আর্চারের সৌজন্যে যা সুখকর হয়নি। দিনের শেষে স্টার্ক বিষয়টিকে দুর্ভাগ্যজনক আখ্যা দেন।

চার নম্বরে নেমে ব্যর্থতা দলেই খোয়াজা (২)। ব্রাইডন কার্সের শিকার। খোয়াজার আগে কার্সের ঝোলায় অধিনায়ক স্টিভেন স্মিথও (১৭)। বাকি সময়ে অধিনায়ক স্টোকসের ৬ ওভারের স্পেলে অজি ব্যাটারদের প্যাভিলিয়নে ফেরার লাইন। ট্রাভিস হেড (২১), ক্যামেরন গ্রিন (২৪), অ্যালেক্স ক্যারি (২৬) ক্রিজে থিতু হয়েও লম্বা ইনিংস খেলতে ব্যর্থ। নিটফল, ১২৩ তুলতেই ৯ উইকেট খুইয়ে বসেছে অজিরা।

নজরে পরিসংখ্যান

১৯ পারথে এদিন ১৯টি উইকেট পড়ল। অ্যাসেজে ১৯০৯ সালের পর থেকে প্রথমদিনে উইকেট পড়ার নিরিখে যা সর্বাধিক।

৫৮/৭ টেস্টে মিচেল স্টার্কের সেরা বোলিং ফিগার। পারথ স্টেডিয়ামেও যা সেরা বোলিং পরিসংখ্যান।

২ স্টার্ক দ্বিতীয় বোলার যিনি অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অ্যাসেজের কোনও টেস্টের প্রথমদিনে ৭ উইকেট নিলেন। এর আগে এই কীর্তি ছিল ক্রেগ ম্যাকডারমটের (১৯৯০-'৯১)।

১৭ টেস্টে ১৭ বার এক ইনিংসে পাঁচ বা তার বেশি উইকেট নিলেন স্টার্ক। অস্ট্রেলিয়ান পেসারদের মধ্যে যা তৃতীয় সর্বাধিক। সামনে গ্লেন ম্যাকগ্রাথ (২৯) ও ডেনিস লিলি (২৩)।

১০ টেস্টে ১০ বার বেন স্টোকসকে আউট করলেন স্টার্ক। পেসারদের মধ্যে যা সর্বাধিক।

১৯৭ ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে বলের সংখ্যা। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অ্যাসেজে বলের নিরিখে যা তৃতীয় ক্ষুদ্রতম ইনিংস।

৪৩ স্টোকস ৪৩ বছর পর প্রথম ইংরেজ অধিনায়ক হিসেবে অ্যাসেজের কোনও টেস্টে ইনিংসে ৫ উইকেট নিলেন।

০/১ অ্যাসেজে প্রথমবার অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড নিজেদের প্রথম ইনিংসে খাতা খোলার আগেই প্রথম উইকেট হারাল।

৭ উইকেট নিয়ে ইংল্যান্ডকে প্রথম ইনিংসে গুটিয়ে দিয়ে হুংকার অস্ট্রেলিয়ার মিচেল স্টার্কের।

আইএসএল করতে এগিয়ে এল কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ নভেম্বর : ইন্ডিয়ান সুপার লিগ হবেই। আর এই লিগ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে এগিয়ে আসবে কেন্দ্রীয় সরকার।

শুক্রবার শীর্ষ আদালতে পিএস নরসিমহা ও জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের আইএসএল করার বিষয়ে শুনানিতে উপস্থিত ছিলেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। তিনি নিজেই বিচারপতিদ্বয়কে নিশ্চিত করেন যে ফুটবলাররা কোনও সমস্যায় পড়বেন না। পুরো বিষয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অবগত আছেন এবং অবশ্যই আইএসএল হবে। আর্থিক বিষয়, স্পনসরশিপ, ক্লাব মালিকানা, লিগ সংক্রান্ত কার্যাবলি, সব বিষয়ের উপরই সরকার নজর দেবে। বৃহস্পতিবারই কেন্দ্র শীর্ষ আদালতকে জানায়, আইএসএল নিয়ে তৈরি হওয়া যাবতীয় সমস্যার কথা তাদের জানা। ৮ ডিসেম্বর এআইএফএফ এবং এফএসডিএলের চুক্তি যেমন শেষ হয়ে যাচ্ছে, তেমনি শেষ হচ্ছে এফএসডিএল এবং ক্লাবগুলির চুক্তিও। তার আগেই যেহেতু সমস্যার সমাধান করতে হবে তাই এদিন ঠিক হয় দুই সপ্তাহের মধ্যে সমাধানের রাস্তা খুঁজে বিচারপতিদের এই বিশেষ বেঞ্চকে জানানো হবে। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা এদিন দুই বিচারপতিকে নিশ্চিত করে বলেছেন, 'আমরা নিশ্চিত করছি যে ফুটবলাররা কোনওভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না স্পনসরশিপ বা ক্লাবের আর্থিক সমস্যার জন্য। মন্ত্রী গোটা বিষয়টি জানেন। আইএসএল হবেই।' একই সঙ্গে ফিফার যাবতীয় নিয়মকানুন মেনেই যে সবকিছু করা হবে, এই বিষয়টিও নিশ্চিত করা হয়। তবে শীর্ষ আদালত অবশ্য কোনওরকম হস্তক্ষেপের বিষয়েও খুব সতর্ক। দুই বিচারপতির বেঞ্চের মন্তব্য, 'আমরা এরকম কোনও কিছু দেখাতে চাই না যে সরকার হস্তক্ষেপ করতে চলেছে। এটা শুধুই

শীর্ষ আদালতকে দুই সপ্তাহের মধ্যে সমাধান জানানোর আশ্বাস

> আমরা নিশ্চিত করছি যে ফুটবলাররা কোনওভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না স্পনসরশিপ বা ক্লাবের আর্থিক সমস্যার জন্য। মন্ত্রী গোটা বিষয়টি জানেন। আইএসএল হবেই।
> **তুষার মেহতা,** সলিসিটার জেনারেল

পরিস্থিতির বিচারে কাজ করা।' আইএসএল স্টেকহোল্ডাররা যখন আলোচনায় বসবেন তখন এল নাগেশ্বর রাওয়ের রিপোর্টও তার জন্য একটি 'সঠিক পথনির্দেশিকা নীতি' বলে উল্লেখ করেন দুই বিচারপতি। এদিন ক্লাবগুলির পক্ষে সওয়াল করেন বিখ্যাত আইনজীবী কপিল সিব্বাল।

এদিন বিশেষ সাধারণ সভা বা নতুন সংবিধানের প্রসঙ্গ উঠলেও বিচারপতিরা মূলত আইএসএল করার বিষয়টিকেই গুরুত্ব দেন। অ্যামিকাস কিউরি সিনিয়ার অ্যাডভোকেট গোপাল শংকরনারায়ণন মনে করিয়ে দেন, ছয়-সাত মাসই ফুটবলার, ক্লাব ও কর্মীদের বাঁচিয়ে রাখে। ইতিমধ্যেই এই দেরি কিন্তু সবার মনে আশঙ্কা তৈরি করে দিয়েছে। আগেও দেখা গেছে বেতন না পাওয়ার ক্ষেত্রে ফিফার শাস্তি নেমে এসেছে। তাই আলোচনায় যেন ক্লাবগুলিকে রাখা হয় বলে তিনি আবেদন করেন। শুধু ক্লাবই নয়, দরপত্র দিতে ইচ্ছুক চার কোম্পানি এবং অন্যান্য দরপত্র দিতে চাওয়া কোম্পানিগুলিকেও যেন এই আলোচনায় শামিল করা হয়। সবশেষে বিচারপতিরা সলিসিটর জেনারেলকে জানিয়ে দেন, আলোচনা করে দুই সপ্তাহ পরে ফের সবাই মিলিত হবেন তাঁরা। এর মাঝে তুষার মেহতা যেন তাঁদের নিয়মিত তথ্য দিতে থাকেন। এদিনের এই শুনানির পর শুরুতে খানিকটা বিভ্রান্তি থাকলেও পরে খানিকটা আশার আলো দেখতে শুরু করেছেন ক্লাব প্রতিনিধিরা। বিশেষ করে সিলিসিটর জেনারেল নিজে উপস্থিত হয়ে যাবতীয় সমস্যা মেটানোর দায়িত্ব নেওয়া এবং জোর দিয়ে 'আইএসএল হবেই' বলার পর স্বাভাবিকভাবেই খুশি সংশ্লিষ্ট সব মহল। অনেকেই মনে করছেন, হয়তো এবার জট খুলবে। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের উপরে আর আস্থা না রেখে কেন্দ্রই যে দায়িত্ব নিতে চলেছে, এই পদক্ষেপও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এফএসডিএল এবং দরপত্র জমা দিতে চাওয়া অন্য কোম্পানিগুলির সঙ্গে আলোচনায় কোন রাস্তা বেরিয়ে আসে এখন সেটাই দেখার। আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে পরবর্তী পদক্ষেপই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

এদিকে, শীর্ষ আদালতে হওয়া এই সিদ্ধান্তের পরই স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির সিইও ধ্রুব সুদ সব ক্লাবের হয়ে এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবেকে দ্রুত সব স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে আলোচনায় বসার আর্জি জানিয়ে একটি চিঠি লেখেন।

রোমানিয়ায় খেলতে যাচ্ছেন শিলিগুড়ির পুনিত বিশ্বাস।

বিশ্ব যুব টিটিতে সুযোগ পুনিতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : রোমানিয়ার ক্লুজ নাপোকাতে অনুষ্ঠিত হবে বিশ্ব যুব টেবিল টেনিস। যার জন্য ১২ সদস্যের ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন শিলিগুড়ির পুনিত বিশ্বাস। প্রতিযোগিতায় তিনি অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে টিম ইভেন্ট ছাড়াও সিঙ্গলস ও ডাবলসে নামবেন। এজন্য গত দুইদিন ধরে তিনি নয়াদিল্লিতে ভারতীয় দলের শিবিরে রয়েছেন। পুনিতের কোচ শুভজিৎ সাহা বলেছেন, 'এর আগে ডব্লিউটিটি টুর্নামেন্ট ও প্রো টুরে খেললেও বিশ্ব টেবিল টেনিস সংস্থার প্রতিযোগিতায় এই প্রথম নামছে পুনিত। তাই তিন ইভেন্টের কোনও একটিতে পদক আনলেই আমি খুশি হব। না পেলেও ভেঙে পড়ার কারণ দেখছি না। এই প্রতিযোগিতার অভিজ্ঞতা ওর আগামী দিনের পুঁজি হবে।' ২০১৯ সাল থেকে শুভজিতের প্রশিক্ষণে আছেন পুনিত। শুভজিৎ বলেছেন, '১৭ বছরেই অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে জাতীয় র‍্যাংকিংয়ে প্রথম চারে জায়গা করে নিয়েছে। সেই সুবাদেই এই প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলে ও ডাক পেয়েছে।'

প্লে-অফে ইতালির সামনে উত্তর আয়ারল্যান্ড

জুরিখ, ২১ নভেম্বর : ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপ ৪৮ দলের। তার মধ্যে ৪২টি দেশ ইতিমধ্যেই টিকিট নিশ্চিত করে ফেলেছে। সেই তালিকায় নেই ইতালি। সরাসরি যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। শুধু তাই নয়, ২০১৮, ২০২২ সালের পর টানা তৃতীয়বার বিশ্বকাপ খেলতে না পারার আশঙ্কা ঘিরে ধরেছে আজুরিদের। বিশ্বকাপের ছাড়পত্র পেতে প্লে-অফ খেলতে হবে তাদের। সেই পরীক্ষায় ইতালির প্রথম প্রতিপক্ষ উত্তর আয়ারল্যান্ড।

মার্চ-এপ্রিলে প্লে-অফ পর্ব থেকে '২৬ বিশ্বকাপের বাকি ছয় দল নিশ্চিত হবে। বৃহস্পতিবার সুইৎজারল্যান্ডের জুরিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে তারই ড্র। ইউরোপিয়ান প্লে-অফ থেকে চারটি ও আন্তঃমহাদেশীয় প্লে-অফ থেকে আরও দুটি দল বিশ্বকাপের ছাড়পত্র পাবে। সূচি অনুযায়ী প্লে-অফের প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে ইতালি। ওই ম্যাচে উত্তর আয়ারল্যান্ডকে হারাতে পারলে ওয়েলস বনাম বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা ম্যাচের জয়ী দলের বিরুদ্ধে প্লে-অফ ফাইনাল খেলবে আজুরিরা। টানা তৃতীয়বার বিশ্বকাপ খেলতে না পারার লজ্জা থেকে বাঁচতে ওই দুই ম্যাচ জেতা ছাড়া কোনও পথ নেই ইতালির সামনে।

ইউরোপিয়ান প্লে-অফ

- ইতালি বনাম উত্তর আয়ারল্যান্ড
- ওয়েলস বনাম বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা
- ইউক্রেন বনাম সুইডেন
- পোল্যান্ড বনাম আলবানিয়া
- তুরস্ক বনাম রোমানিয়া
- স্লোভাকিয়া বনাম কোসোভো
- ডেনমার্ক বনাম উত্তর ম্যাসিডোনিয়া
- চেকিয়া বনাম রিপাবলিক অফ আয়ারল্যান্ড

ফাইনালে গরুবাথান এফসি

চালসা, ২১ নভেম্বর : মঙ্গলবাড়ি সরবতি ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের গোপীনাথ দাস ও ফুলেশ্বরী রায় ট্রফি ফুটবলে ফাইনালে উঠল গরুবাথান এফসি। ফাইনাল রবিবার। শুক্রবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে গরুবাথান ৩-১ গোলে ভুটানের ড্রুক একাদশকে হারিয়েছে। গরুবাথানের বিশাল তামাং, আকাশ রাই ও ম্যাচের সেরা নিতেশ রাই গোল করেন। ড্রুকের গোলটি শ্যাম রাইয়ের।

সেমিফাইনালে লক্ষ্য, বিদায় সাত্ত্বিক-চিরাগের

ক্যানবেরা, ২১ নভেম্বর : অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ব্যাডমিন্টনে পুরুষদের সিঙ্গলসের সেমিফাইনালে উঠলেন ভারতের তারকা শাটলার লক্ষ্য সেন। তবে পুরুষদের ডাবলস থেকে বিদায় ভারতের 'সাতচি' জুটির।

শুক্রবার কোয়ার্টার ফাইনালে লক্ষ্য হারান ভারতেরই আরেক শাটলার আয়ুষ ছেত্রীকে। ম্যাচের ফলাফল ২৩-২১, ২১-১১। প্রথম গেমে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হলেও দ্বিতীয় গেমে আয়ুষকে দাঁড়াতেই দেননি লক্ষ্য। শনিবার তিনি সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবেন প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বাছাই চাইনিজ তাইপেইয়ের চাও তিয়েন চেনের।

এদিকে পুরুষদের ডাবলসে কোয়ার্টার ফাইনালে প্রতিযোগিতার শীর্ষবাছাই ভারতের সাত্ত্বিক সাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি জুটি ইন্দোনেশিয়ার ফজর আলফিয়ান-মহম্মদ শোহিবুল ফিকরির কাছে ২১-১৯, ২১-১৫ ফলে হেরে বিদায় নিয়েছেন। 'সাতচি' জুটির বিদায়ের ফলে এই প্রতিযোগিতায় ভারতের একমাত্র ভরসা লক্ষ্য সেন।

প্রস্তুতি ম্যাচ ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ নভেম্বর : প্রস্তুতি ম্যাচে নিজেদেরই রিজার্ভ দলকে ৫-২ গোলে হারাল অস্কার ব্রুজোঁর ইস্টবেঙ্গল। লাল-হলুদ সিনিয়ার দলের হয়ে জোড়া গোল করেন হামিদ আহদাদ। একটি করে গোল করেছেন হিরোশি ইবুসুকি, বিপিন সিং ও মিগুয়েল ফিগুয়েরো। উলটোদিকে লাল-হলুদ রিজার্ভ দলের হয়ে দুইটি গোল করেন শ্যামল বেসরা ও দেবজিৎ রায়। এই ম্যাচ ইস্টবেঙ্গল সিনিয়ার দলের জন্য যেমন সুপার কাপ সেমিফাইনালের প্রস্তুতি, তেমন লাল-হলুদ রিজার্ভ দলের কাছেও সিকিম গভরনর্স গোল্ড কাপের মহড়া।

আজ নামছে বিবিয়ানোর ভারত

আহমেদাবাদ, ২১ নভেম্বর : অনূর্ধ্ব-১৭ এএফসি এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে অভিযান শুরু করছে ভারতের যুব ফুটবল দল। শনিবার আহমেদাবাদে বাছাই পর্বের প্রথম ম্যাচে ভারতের প্রতিপক্ষ প্যালেস্তাইন। ২৬ নভেম্বর চাইনিজ তাইপেই, ২৮ নভেম্বর লেবানন ও ৩০ নভেম্বর ইরানের বিপক্ষে বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজের ভারত।

জয়ী গঙ্গারামপুর মিউনিসিপ্যাল

বালুরঘাট, ২১ নভেম্বর : টাউন ক্লাবের শম্ভু বিশ্বাস ও অমূল্যনাথ অধিকারী ট্রফি টি২০ ক্রিকেটে শুক্রবার বিহার ইলেভেন ৯৫ রানে কালিম্পংয়ের লায়ন্স ক্লাবকে হারিয়েছে। টাউনের মাঠে বিহার ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ২১৪ রান তোলে। গুলশান কুমার ৬১ রান করেন। নিশীথ কমল কুমারের অবদান ৪৭। অতুল সিং সুরওয়ার ৩১ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে লায়ন্স ১৫ ওভারে ১১৯ রানে অল আউট হয়। অতুল সিং ৭৩ রান করেন। ম্যাচের সেরা গৌতম সুধীর যাদব ১৪ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন অমিত দুর্গেশ কুমারও (২৩/৪)।

একই মাঠে বৃহস্পতিবার রাতে গঙ্গারামপুর মিউনিসিপ্যাল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন ৪ উইকেটে শিলিগুড়ির সরোজিনী সংঘের বিরুদ্ধে জয় পায়। টাউনের মাঠে সরোজিনী ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১২০ রান তোলে। আনন্দকুমার ছেত্রী ৪১ রান করেন। কৃষ্ণ বাসফোর ২০ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন সুরজিৎ রায়ও (১৬/২)। জবাবে গঙ্গারামপুর ১৯ ওভারে ৬ উইকেটে ১২১ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা ঋক দাস ২৭ ও সুকান্ত বিশ্বাস ২৫ রান করেন। মহম্মদ সরফরাজ ২৩ রানে নেন ২ উইকেট।

ম্যাচের সেরা হয়ে ঋক দাস (উপরে) ও গৌতম সুধীর যাদব। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

বড় জয় ফ্রেন্ডসের

বালুরঘাট, ২১ নভেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার অমলেশচন্দ্র চন্দ ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে শুক্রবার ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব ৭ উইকেটে গঙ্গারামপুর স্টেডিয়াম একাদশকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে গঙ্গারামপুর টসে জিতে ৩০.৫ ওভারে ৯৪ রানে গুটিয়ে যায়। অমরজিৎ দাস ১৭ ও নীল হালদার ১৫ রান করেন। ম্যাচের সেরা প্রদীপ দাস ১০ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন দেবব্রত সরকারও (৪/২)। জবাবে ফ্রেন্ডস ১৭ ওভারে ৩ উইকেটে ৯৭ রান তুলে নেয়। সত্যম ভগৎ ৩৫ ও সমীর রাজবংশী ২০ রান করেন। গোবিন্দ মাহাতো ১৩ রানে নেন ২ উইকেট।

ম্যাচের সেরার পদক গলায় প্রদীপ দাস। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

হার দক্ষিণ দিনাজপুরের

বালুরঘাট, ২১ নভেম্বর : সিএবি-র আন্তঃ জেলা মহিলাদের টি২০ ক্রিকেটে শুক্রবার দক্ষিণ দিনাজপুর ১০ উইকেটে মুর্শিদাবাদকে হারিয়েছে। শিলিগুড়ির সিয়াম কলেজ মাঠে দক্ষিণ দিনাজপুর ১২.২ ওভারে ২০ রানে গুটিয়ে যায়। ম্যাচের সেরা অনন্যা হালদার ১ রানে ফেলে দেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন পূজা বৈরাগী (৩/৩)। জবাবে মুর্শিদাবাদ ৩.২ ওভারে বিনা উইকেটে ২১ রান তুলে নেয়। অনন্যা ১১ রান করেন।

জিতল অশোকপল্লি

রায়গঞ্জ, ২১ নভেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে শুক্রবার অশোকপল্লি স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস ৭৪ রানে ডাক্তার একাদশকে হারিয়েছে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে অশোকপল্লি ৩৭.৫ ওভারে ২০৯ রানে অল আউট হয়। আকাশ দে ৩৯ ও ম্যাচের সেরা কার্তিক রায় ৩৩ রান করেন। জামিরুল হোসেন ৪১ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে ডাক্তার ৩৩.২ ওভারে ১৩৫ রানে সব উইকেট হারায়। জিশান বর্মন ৩৩ রান করেন। নিরঞ্জন সূত্রধর ও অঙ্কিত দাস ২ উইকেট নেন। সোমবার প্রথম ডিভিশনে খেলবে অভিযান ও বিধাননগর স্পোর্টিং ক্লাব।

ম্যাচের সেরা কার্তিক রায়। ছবি : রাহুল দেব